

সাপ্তাহিক আরাফাত

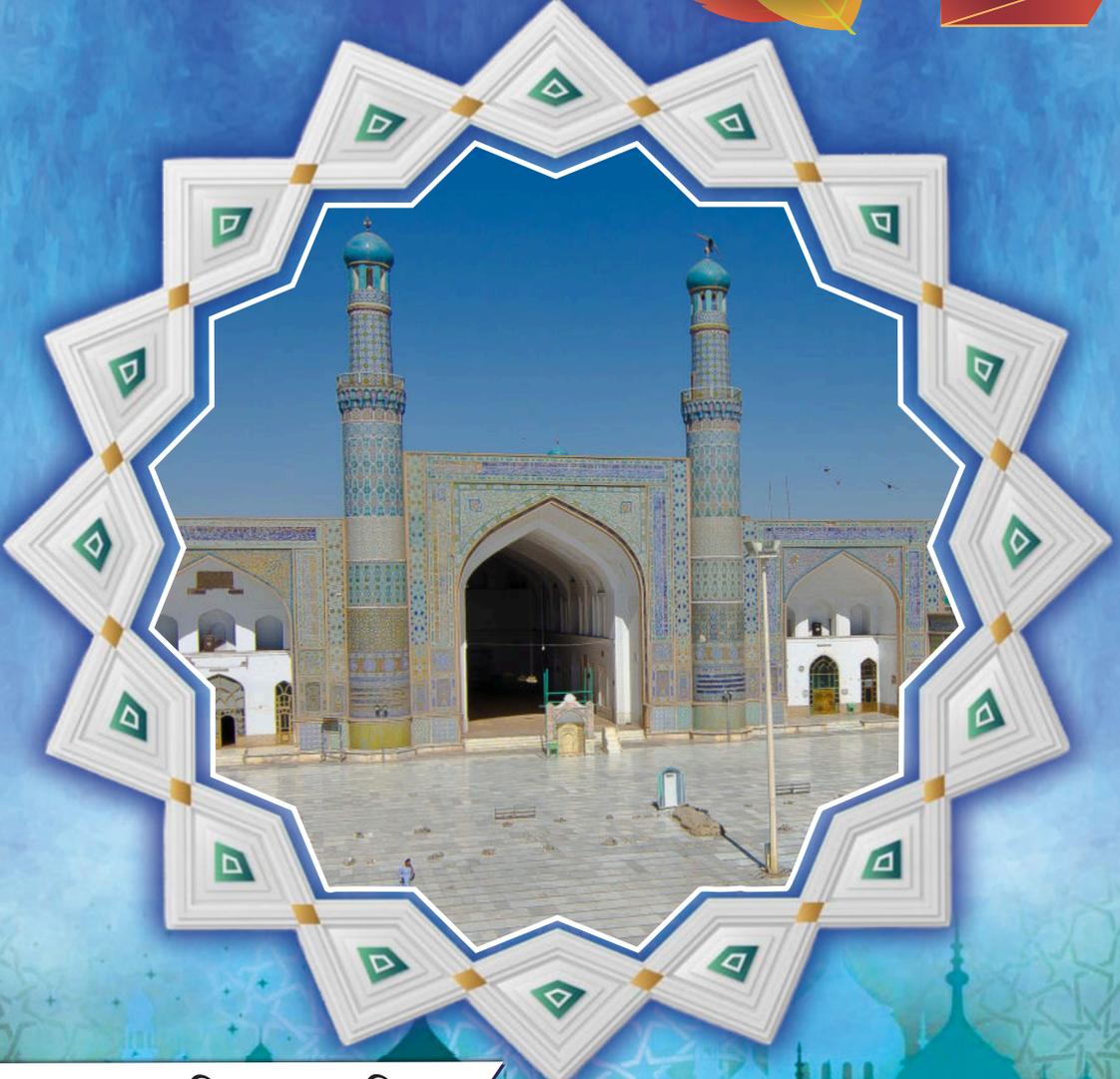
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭
বর্ষ

সংখ্যা: ১৭-১৮
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার



হেরাত জামে মসজিদ, আফগানিস্তান

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আন্দোলক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببغلاويش
٩٨. نواب فور، دكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٠٧٥٤٤٣٤ الجوال: ٠٩٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريني (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيه العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)
رئيس التحرير: الأستاذ محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমদয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিকash নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

গ্রাহক চাঁদার হার
(ডাকমাণ্ডলসহ)

বাংলাদেশ

বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

শেফা আইডিয়াল ইন্সটিটিউট এন্ড অরফানেজ
Shefa Ideal Institute and Orphanage

স্ট্যান্ডার্ড হিফয বিভাগে

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার



হিজায়ী পদ্ধতিতে পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন
ও আংশিক হিফয সম্পাদনের সুযোগ।

বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান এবং
আকীদাহ-মানহাযের উপর স্পেশাল ক্লাস

স্পেশাল কোর্স

যাতে শিক্ষার্থীরা হিফয সম্পন্ন করে বয়স অনুপাতে নির্ধারিত ক্লাসে ভর্তি হতে পারে...।
শিক্ষার্থীদের জন্য সুশৃঙ্খল, নিরাপদ এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।

কোর্স কো-অর্ডিনেটর: হাফেয শাইখ আকিবুর রহমান

ইয়াতিম ও অনাথ শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি

ফতেপুর কাউন্সিল বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর
মোবাইল: ০১৮৯০-৩৩৯৪৩৩, ০১৭৩১-৮২৬৪২০

<p>● সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক</p> <p>● উপদেষ্টামণ্ডলী প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি) প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী অধ্যাপক গোলাম কিবরিয়া নূরী অধ্যাপক আহমদ আলী</p> <p>● সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম</p> <p>● নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ গোলাম রহমান</p> <p>● সহকারী সম্পাদক শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ</p> <p>● প্রবাস সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাদানী হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী</p> <p>● সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ</p> <p>● সম্পাদনা পরিষদ প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ খ্রিশালী প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক</p> <p>● ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম</p> <p>● বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন</p> <p>● প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম</p>	<p>● মণির খনি ০২</p> <p>● সম্পাদকীয় ০৪</p> <p>● দারসুল কুরআন : আআশুদ্দির এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে মাহে রমায়ান! ● আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ- ০৫</p> <p>● দারসুল হাদীস : জেনে-বুঝে 'ইবাদত করার অপরিহার্যতা' ● আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক- ১০</p> <p>● বিশেষ নিবন্ধ- সমাগত মহিমাম্বিত রমায়ান; স্বাগত জানানোর পদ্ধতি ● মূল : মুহাম্মাদ আস-সায়্যিদ ভাষান্তর : শূয়াইব বিন আহমাদ- ১৩</p> <p>● ইসলামী প্রবন্ধ : রমায়ান প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধ সিয়াম ● জান্নাতুল মহল- ১৮</p> <p>উত্তম মৃত্যুর কিছু আলামত ও আমাদের করণীয় ● কে. এম আব্দুল জলিল- ২১</p> <p>● অনুবাদ সাহিত্য : সংক্ষিপ্ত যাদুল মা'আদ ● মূল : ইমাম ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহিমুল্লাহ) ভাষান্তর : মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান- ২৪</p> <p>● আলোকিত জীবন- ইমাম ইবনুল জাওযী (রহিমুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম ● ড. আহমাদুল্লাহ- ২৭</p> <p>● কাসাসুল হাদীস- ইয়াহুদী সরদারকে হত্যা : প্রজ্ঞার প্রতিফলন ● আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৯</p> <p>● ঐতিহ্য : সৌদিতে রমায়ান মাস ● অধ্যাপক ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম- ৩০</p> <p>● ফিলিস্তিনের গল্প : অতৃপ্ত ইফতার ● সুপ্ত রায়হান সজিব- ৩১</p> <p>● কবিতা ৩৫</p> <p>● জমদয়ত সংবাদ ৩৬</p> <p>● শুব্বান সংবাদ ৩৭</p> <p>● ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৮</p> <p>● প্রচ্ছদ পরিচিতি ৪৪</p>
---	--

সার্বিক যোগাযোগ: জমদয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat/f/groups/weeklyarafat

মণির খনি / منجم جواهر

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَا بِهِ مُتَشَابِهًا وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ * وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সং কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে- আমাদেরতো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল, বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে এবং তাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ থাকবে এবং তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।”

(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৫)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩)

﴿يَا أَيُّهَا مَعْذُورَاتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ * وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ * فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ * وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“ওটা নির্দিষ্ট কয়েক দিন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিংবা প্রবাসী হয় তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে, আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার্য দান করবে। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সং কাজ করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৪)

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“রমাযান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম (রোযা) পালন করে।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫)

﴿وَ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

“আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না এবং কল্যাণ সাধন করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণ সাধনকারীদের ভালোবাসেন।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৯৫)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়ন আছে পাষণ হৃদয় কঠোর স্বভাব মালাইকা (ফেরেশতা)। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।” (সূরা আত-তাহরীম : ৬)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

“আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে, আমি তো সতর্ককারী।” (সূরা আদ-দুখা-ন : ৩)

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (সূরা আল-বাক্বারাহ : ৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী,

১. রমায়ান এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় :

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتَأَبُجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَتُسَلِّسُ الشَّيَاطِينُ».

অর্থ : যখন রমায়ান মাস আসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৭৯)

২. ঈমান ও সওয়াবের আশায় রোযা রাখলে গুনাহ মাফ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমায়ানের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬০)

৩. রমায়ানে ক্বিয়াম (তারাবীহ) গুনাহ মাফের কারণ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় রমায়ানে ক্বিয়াম (তারাবীহ) করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৫৯)

৪. রোযা হলো ঢালস্বরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : «الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন, রোযা হলো ঢালস্বরূপ। অতএব রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না এবং মূর্খতা করবে না। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫১)

৫. রোযার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দেন (হাদীসে কুদসী) :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : «قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ».

অর্থ : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদম সন্তানের প্রতিটি 'আমল তার নিজের জন্য; কিন্তু রোযা ব্যতীত। রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। (বুখারী- ১৯০৪; মুসলিম- হা. ১১৫১)

৬. রোযাদারের দু'টি আনন্দ :

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ».

অর্থ : আবী সালাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে- একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী- হা. ১৯০৪; মুসলিম- হা. ১১৫১)

৭. জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক দরজা :

عَنْ سَهْلِ (رضي الله عنه)، «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

অর্থ : সাহল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা রয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন রোযাদারগণ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫২)

৮. এক রমায়ান থেকে অন্য রমায়ান গুনাহ মোচনের মাধ্যম :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) : «وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

অর্থ : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, এক রমায়ান থেকে পরবর্তী রমায়ান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ করা হয়, যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

(সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৩)

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় :

«الْخُلُوفُ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

অর্থ : রোযাদারের মুখের গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে মেশকের স্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। (সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৪, ৩/২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫১)

গণতন্ত্র, নির্বাচন এবং আমাদের সংকট

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি-২০২৬ বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ নির্বাচন মূলত দু'পক্ষের ভোটের লড়াই হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র নেতৃত্বে একটি জোট এবং 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র নেতৃত্বে অপর একটি জোটই এ লড়াইয়ের প্রধান প্রতিপক্ষ। ২০২৪-র ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের ফলে উৎখাত হওয়া এবং পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ এবং তাদের প্রকাশ্য সঙ্গীরা এ ময়দানে অনুপস্থিত। নিষিদ্ধ না হলেও সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের 'জাতীয় পার্টি' বেশ দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। চরমোনাইয়ের পীরের দল 'ইসলামী আন্দোলন' শুরুতে জামা'আতের জোটে থাকলেও পরবর্তীতে বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' শুরু থেকেই বিএনপি জোটে যোগ দিয়েছে। তবে সবচে' উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে চক্ৰিশের জুলাই বিপ্লবের ফসল 'ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি' (জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি) জামা'আতের ১০ দলীয় জোটের সক্রিয় অংশীদার। এর বাইরেও কিছু দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ১৭৩২ জন এবং ২৪৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রায় ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ ভোটার এবার ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন। এই প্রথম প্রবাসীরাও পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে এই নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সংবিধানে চক্ৰিশের বিপ্লবের ইশতেহার বহু কাজক্ষিত 'জুলাই সনদ' সংযোজনের পক্ষে সাংবিধানিক গণভোট (হ্যাঁ/না ভোট) যা যুগপৎ অনুষ্ঠিত হবে। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রচারণাও শুরু হয়েছে। 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে একটি যৌক্তিক ভারসাম্য তৈরি করা হবে। কোনো ব্যক্তি ১০ বছরের বেশি (বা দুই মেয়াদের বেশি) প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না -এমন নিয়ম স্থায়ী করা হবে। জাতীয় সংসদে একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে, যা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে একক দলের আধিপত্য রোধ করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বিশেষজ্ঞ মতামত নিশ্চিত করবে। বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও শক্তিশালী হবে, যাতে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পেতে পারে। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা বা এ জাতীয় কোনো স্থায়ী কাঠামো গঠনের বিধান আসবে, যাতে ভবিষ্যতে নির্বাচনের আগে অনিশ্চয়তা তৈরি না হয়। ইন্টারনেট সেবা কখনোই বন্ধ করা যাবে না -এমন অধিকারসহ নাগরিক অধিকারের তালিকা আরও দীর্ঘ ও শক্তিশালী করার সুযোগ আসবে। নির্বাচন কমিশন (EC) এবং সরকারি কর্ম কমিশন (PSC) গঠনে সরকারি ও বিরোধী দলের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।

১৭ বছরের আওয়ামী শাসনের পর আসন্ন এই নির্বাচন এক দিকে ব্যাপক অগ্রহের জন্য দিয়েছে; অপরদিকে, মুসলিমপ্রধান এই দেশে শাসক নির্বাচনের এ গণসংঘাতমূলক এবং হিংসাত্মক এই নির্বাচন পদ্ধতি আমাদের জাতীয় অনৈক্যের বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক দানবীয় লিঙ্গা আর দলীয় ফ্যাসিজমের যাতাকলে পিষ্ট আজ গোটা দেশ। কারণ চাঁদাবাজি, ঘুষ, খুন, ধর্ষণ, মানব পাচার, অর্থ পাচার, রাহাজানি, পরনিন্দা, মিথ্যা অপবাদ -এ সব অপকর্ম আগে শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তো এগুলো রাজনৈতিক শেল্টারে সম্পন্ন হয়। ভোট ব্যাংক রক্ষা করতে গিয়ে অপরাধীদের অপরাধ আমলে নেয়া হয় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোও এ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারে না। এ অবস্থার আশু সমাধান সেকিউলার এবং 'আমজনতার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। আর এ কারণে অনেকেই গণতন্ত্রের সমালোচনা করছেন। তবে শুধু স্বপ্ন আর সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকলে সমাধান আসবে না। সুনির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে সং, যোগ্য এবং পরহেজগার ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে সংসদ পর্যন্ত কাউন্সিল গঠন করে অগ্রসর হলে একটি বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠতে পারে, যা ক্রমশ খিলাফত ব্যবস্থায় রূপ নিতে পারে। আলেম সমাজ সক্রিয় উদ্যোগ নিলে সাফল্য আসবে ইন শা-আল্লাহ।

📖 দারসুল কুরআন / درس القرآن

আত্মশুদ্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে মাহে রমাযান!

আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

বাক্য/শব্দার্থ

তোমাদের - كُتِبَ عَلَيْكُمْ, হে বিশ্বাসীগণ!, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
- সিয়াম সাধনাকে, الصِّيَامُ - উপর ফরয করা হলো, كَمَا
- যেমন, كُتِبَ - ফরয করা হয়েছিল, عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ -
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, لَعَلَّكُمْ - যাতে করে, تَتَّقُونَ
- তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পারো।

সরল বঙ্গানুবাদ

“হে বিশ্বাসীগণ! ওপর সিয়াম ফরয করা হলো যেমন
তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে
তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পারো।”^১

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দরসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল-বাক্বারাহ'র ১৮৩ নং
আয়াত। সূরা আল-বাক্বারাহ কুরআনুল কারীমের একটি
বৃহত্তম সূরা। এ যেন কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্তরূপ।
এ সূরাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রায় সকল দিক-
নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে সলাত, সিয়াম ও যাকাতের
বিধি-বিধান। এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর
মদীনায় নবী (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। কয়েকটি
আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার
কারণে এ সূরায় এগুলো শামিল হয়েছে। এই সূরাটি
মাদানী সূরা হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

অর্থ : “হে বিশ্বাসীগণ!”

* সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক,
জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

^১ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩।

কুরআনুল কারীমের একটি অসাধারণ বর্ণনা রীতি হলো-
প্রয়োজন অনুসারে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা
সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করা। আলোচ্য আয়াতাতংশে
ইসলামের মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই
বুঝা যায় এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে একটি
বিশেষ হুকুম (বিধান) দিতে চান। যা মু'মিনরা পালন
করতে প্রস্তুত থাকবে। আমরা এ বিধান সম্পর্কে জানার
পূর্বে মু'মিনদের পরিচয় জানার চেষ্টা করব। স্বয়ং আল্লাহ
মু'মিনদের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে-

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাতে তারা সন্দেহ
পোষণ করে না। আর তারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।”^২

সুতরাং বুঝা যায়, আল্লাহ যখন মু'মিনদেরকে সম্বোধন
করে কোনো বিধান নাযিল করেন, তখন মু'মিনরা
এটিকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বলে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন
করতঃ তা পালন করতে সর্বাস্তকরণে চেষ্টা করে।

সিয়ামের বিধান : আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

“তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো।”

সিয়ামের এ বিধানটি আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা
ক্বিব্ব শব্দটি দিয়ে আবশ্যিক করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য
এখানে অনেক ভাবনার বিষয় লুকিয়ে আছে। এই একটি
শব্দ- একটি গ্রন্থসদৃশ। এতে রয়েছে সিয়ামের বিশেষ
গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ইশারা। শব্দটি সিয়ামকে অনেক
বেশি তাৎপর্যবহু করে অন্যান্য বহু নির্দেশ হতে এটিকে

^২ সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৫।

একটি ভিন্নমাত্রায় সংযোজন করেছে। এ বিধান শুধু আমাদের উপরেই নয়; বরং পূর্ববর্তীদের উপরেও অনুরূপ বিধান ছিল। আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

“যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল।” এই বিধানটি হলো- সর্বজনবিদিত। এর মাধ্যমে বিধানটির গুরুত্ব বুঝানোর সাথে সাথে এটাও বুঝানো হয়েছে যে, বিধানটি কঠিন হলেও পূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভবপর।

রমাযানের প্রাচীন ইতিহাস (ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট) : রমাযানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সুদীর্ঘ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসে রমাযানের গুরুত্ব কেবল একটি নির্দিষ্ট “ইবাদত হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পরিবর্তনের সাক্ষী। সিয়ামের বিধান সরাসরি একবারে কঠোরভাবে দেওয়া হয়নি। প্রথমে যারা সিয়াম রাখতে পারতেন কিন্তু রাখতেন না তাদের জন্যও বিকল্প ছিল মিসকিন খাওয়ানো কিন্তু পরবর্তীতে ১৮৫ নং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে সুস্থ ও মুকিম ব্যক্তিদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক করা হয়। মানসিক ভয় দূর করে সিয়াম পালনে রাখতে উৎসাহিত করতে দারসে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, “যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল।” এ আয়াত থেকে জানা যায় পূর্ববর্তী সকল জাতীর ওপর সিয়াম ফরজ ছিল। বর্ণিত আছে, আদম (ﷺ) প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (অর্থাৎ- আইয়্যামে বিয়ের) সিয়াম রাখতেন। তুরা পাহাড়ে অবস্থানকালে ওয়াহী লাভের পূর্বে মূসা (ﷺ) একটানা ৪০ দিন সিয়াম রেখেছিলেন। ঐ সময়ে বানী ইসরা-ঈলের লোকেরাও সিয়াম রেখেছিল। ইহুদীরা আজও মুহাব্বরমের ১০ তারিখ (আশুরা) সিয়াম রাখে, যা মূলত ফেরাউনের হাত থেকে বাঁচার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পালন করা হয়। দাউদ (ﷺ) একদিন পরপর সিয়াম রাখতেন, যা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় “ইবাদত হিসেবে গণ্য। ইনজিল কিভাবে নাযিলের পূর্বে ‘ঈসা (ﷺ) মরুভূমিতে ৪০ দিন ও ৪০ রাত সিয়াম পালন করেছিলেন। বর্তমানে খ্রিষ্টানদের মধ্যেও ‘লেণ্ট’ (Lent) নামক ৪০ দিনের বিশেষ সিয়াম পালনের রীতি রয়েছে। নূহ (ﷺ) দুই ঈদ ও নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া বছরের প্রায় পুরো সময় সিয়াম রাখতেন। তবে তাদের সিয়ামের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। যেমন- মারইয়াম ও যাকারিয়াহ (ﷺ)-এর সিয়াম। তাদের সিয়াম ছিল ‘মৌন সিয়াম’ বা কথা বলা থেকে বিরত থাকা। তাছাড়া হাদীসে সাওমে বিসালের কথা এসেছে। সাওমে বিসাল

হলো- ইফতারের পর ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য-পানাহারের অনুমতি। কেউ যদি এই সময়টাতে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছু খাওয়া যেত না। পরবর্তীতে সেহরি খাওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করে এই কঠিন বিধানকে সহজ করা হয়েছে। মদীনায হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য সিয়ামের বিধান ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেবল আশুরার সিয়াম রাখার বিধান ছিল। অতঃপর হিজরির দ্বিতীয় সালের (৬২৪ খ্রি.) শা'বান মাসে রমাযানের সিয়াম ফরজ করার বিধান নাযিল হয়।

সংজ্ঞা : صوم-এর صوم-এর মাসদার হলো- صوم শাব্দিক অর্থ : বিরত থাকা। কেউ কেউ এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেন।

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾

“আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে সিয়াম মানত করেছি।”^০

এখানে صَوْمًا শব্দটি কথা-বার্তা হতে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী صوم-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ করেছেন নিম্নরূপ-

إِمْسَاكٌ مَخْضُوصٌ فِي زَمَنِ مَخْضُوصٍ عَنِ شَيْءٍ مَخْضُوصٍ بِشَرَائِطٍ مَخْضُوصَةٍ.

অর্থ : নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কতিপয় বস্তু হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম।^১

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি (رحمته الله) বলেন : صوم শব্দের অর্থ হলো- কোনো কাজ হতে বিরত থাকা। এ জন্য যে ঘোড়া চলা হতে বিরত থাকে তাকে ‘সায়েম’ বলা হয়। পারিভাষিকভাবে صوم শব্দের অর্থ হলো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকাল্লাফ ব্যক্তি ফজর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও যৌন কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা হতে নিবৃত্ত থাকা।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন صوم বা সিয়ামের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,

هُوَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الْمُفْطَرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

^০ সূরা মারইয়াম : ২৬।

^১ ফাতহুল বারী- ৪/১০২, ৪/১০২, মা. শা., ২/৭৫৮।

অর্থ : সুবেহ সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সর্বপ্রকার সিয়াম ভঙ্গকারী বস্তু হতে বিরত থাকার মাধ্যমে ‘ইবাদত করাকে রোযা বলে অভিহিত করা হয়।

তাকুওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : আয়াতের শেষাংশে ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ বলে সিয়ামের মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তাকুওয়া অর্জনকে। তাকুওয়া মানুষকে সম্মানিত করে। আল্লাহ সুবহা-নাহ ওয়া তা’আলা বলেন—

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾

অর্থাৎ— “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সম্মানিত যার মধ্যে বেশি তাকুওয়া রয়েছে।”^৫

আর এই তাকুওয়া যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবহা-নাহ ওয়া তা’আলা ধারণাতীত উৎস থেকে তার রিযকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন—

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

অর্থাৎ— “আর যে তাকুওয়ার পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জীবন চলার পথ বের করে দেন আর ধারণাতীত জায়গা থেকে তার রিযকের ব্যবস্থা করেন।”^৬

যারা এই তাকুওয়া অর্জন করে আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

অর্থাৎ— “আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেন।”^৭

যারা ঈমান ও তাকুওয়া অবলম্বন করে চলে তাদেরকে আল্লাহ উভয় জগতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

অর্থাৎ— “আর যারা ঈমান ও তাকুওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ।”^৮

মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ তা’আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন—

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

অর্থাৎ— “আর জান্নাত, যার প্রশস্ততা আকাশ-পৃথিবীর সমান এটি আল্লাহ মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।”^৯

^৫ সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৩।

^৬ সূরা আত-ত্বালা-ক্ব : ২-৩।

^৭ সূরা আত-ত্বালা-ক্ব : ৪।

^৮ সূরা ইউনুস : ৬৩-৬৪।

^৯ সূরা আ-লি-ইমরান : ১৩৩।

আর আল্লাহ তা’আলা এই তাকুওয়া অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন বিভিন্ন ‘ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন-সলাতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা’আলা বলেন—

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا لَنْ نَزُودَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾

অর্থাৎ— “আর তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাকো, আমি তোমার কাছে রিযক চাই না; বরং তোমাকে আমি রিযক দেই আর শেষ পরিণাম তো তাকুওয়া অর্জনকারীর।”^{১০}

কুরবানিতেও রয়েছে তাকুওয়ার পরীক্ষা : আল্লাহ বলেন,

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

অর্থাৎ— “আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না, পৌঁছায় তোমাদের তাকুওয়া।”^{১১} এই তাকুওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে মাহে রমাযানে।

তাকুওয়ার সংজ্ঞা : তাকুওয়া শব্দটি আরবী ত্ত, মূলধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ বেঁচে থাকা, ভয় করা, সাবধান হওয়া। তাকুওয়া বলতে আল্লাহ ভীতিকে বুঝায়। তাই আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার নামই তাকুওয়া।

উবাই ইবনু কা’ব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) উবাই ইবনু কা’ব (رضي الله عنه)-এর কাছে তাকুওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনি কী কন্ট্রোলকীর্ণ পথে চলেন? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা’ব (رضي الله عنه) বলেন, ‘তখন আপনি কিভাবে চলেন? তিনি বলেন, খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটার আঁচড় থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে চলি। উবাই ইবনু কা’ব (رضي الله عنه) বলেন, এটাই তাকুওয়া।’^{১২}

মুত্তাকীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (رحمته الله) বলেন, “শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে এমন সব কিছু থেকে রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে রাখেন, যা তাকে পরকালে ক্ষতির সম্মুখীন করবে।”^{১৩}

^{১০} সূরা ত্ব-হা- : ১৩২।

^{১১} সূরা আল-হাজ্জ : ৩৭।

^{১২} তাফসীর খায়েন- পৃ. ২৮; মা’আলিমুত তানযীল- পৃ. ৩৫।

^{১৩} কাযী নসির উদ্দীন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (رحمته الله), আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল ওরফে তাফসীর বায়যাবী, দেওবন্দ, আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া- পৃ. ১৬।

আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবন মাস'উদ আল বাগাবী (রাহিমুল্লাহ) বলেন, “মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যিনি শিরক, কবীরা গুনাহ ও সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। মুত্তাকী শব্দটি আল ইত্তিকাউ থেকে নির্গত। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দু'বস্তুর মাঝখানের অন্তরাল-দেয়াল। যেমন- এক হাদীসে আছে, ...

সাহাবায়ে কিরামের উক্তি- “যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আড়াল করে থাকতাম। অর্থাৎ- যখন যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমাদের ও শত্রুদের মাঝখানে অন্তরায় করে রাখতাম। সুতরাং মুত্তাকী আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকাকে তার এবং আল্লাহর শাস্তির মাঝখানে অন্তরায় তৈরি করে বলেই তাকে মুত্তাকী বলা হয়।^{১৪}

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (রাহিমুল্লাহ) বলেন, “ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজ সত্তাকে রক্ষা করে এমন বিষয় থেকে, যার জন্য সে শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়; সেটি করণীয় হোক বা বর্জনীয়।^{১৫}

ইমাম গাজ্জালী (রাহিমুল্লাহ)-এর মতে, আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করে যাবতীয় ভালো ও উত্তম কাজকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার নামই তাকুওয়া। রমাযানে তাকুওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ : সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন ও মহান প্রভুর সান্নিধ্য ও সন্তোষ অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আগমন করে সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমাযান। একটু সচেতন হলেই এই মাসে আমরা তাকুওয়ার অনুশীলন করতে পারি। তাকুওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সংকাজে অনুপ্রাণিত করে। তাকুওয়া অর্জনের জন্য যে সকল বিষয়গুলো খুবই জরুরি সে বিষয়গুলোই আমরা মাহে রমাযানে প্রতিনিয়ত করে থাকি। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো-

জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প : তাকুওয়া অহংকারী মানুষকে বিনয়ী করে। পাপাত্মাকে পুণ্যাত্মায় পরিবর্তিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। মাহে রমাযানে আমরা একটু চেষ্টা করলেই বিনয়ী ও পুণ্যবান হতে পারি। জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ

করতে পারি। রমাযান এলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের রুটিন পরিবর্তন করে থাকি। রমাযানের রুটিনটি যদি আমরা সবসময় অনুসরণ করি তবেই তো আমরা আমাদের জীবন বদলাতে পারব। চলতে পারব তাকুওয়ার পথে। আসুন! সামনের রমাযান থেকেই আমরা আমাদের জীবন বদলের চেষ্টা করি।

পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন : মাহে রমাযানে আমরা পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন করে থাকি। কেননা পাপাচারে লিপ্ত থেকে সিয়াম সাধনা করলে সে সিয়াম আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ছাড়তে পারল না তার খাদ্য-পানাহার ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।^{১৬} পাপ ছেড়ে দিয়ে আমরা যেমন সিয়াম সাধনা করি। ধারাবাহিকভাবে সবসময়ে এটি অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারি, যা তাকুওয়া অর্জনের মূল সহায়ক।

ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর 'ইবাদত করা : ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর 'ইবাদত মানুষকে মুত্তাকী বানায়। মাহে রমাযানে আমরা তো ইখলাসের সঙ্গে অনেক 'ইবাদত করে থাকি। যেমন- সিয়াম সাধনা, ক্রিয়ামূল লাইল (তারাবী বা তাহাজ্জুদ) ও লাইলাতুল ক্বাদর উদযাপন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে (তথা ঈমান ও ইখলাসের সাথে সওয়াবের আশায়) রমাযানের সিয়াম রাখবে, তার অতীত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।^{১৭} তিনি আরো বলেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।^{১৮} তিনি আরো বলেন-

^{১৪} আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী (মৃ. ৫১০ হি.), মা'আলিমুত তানযীল ফিত তাফসীর ওয়াত তাবীল, বৈরুত, দার আল ফিকর, ১৯৮৫, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫।

^{১৫} আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনু 'উমার আল যামাখশারী, আল-কাশশাফ 'আন হাক্বায়িকি আল তানযীল ওয়া 'উয়ূনি আল আক্বাবীল ফী ওয়ূহি আল তাবীল- খণ্ড : ১, পৃ. ৩৭।

^{১৬} বুখারী- পর্ব : ২৩/সাওম, পরিচ্ছেদ : ১৯১/সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী 'আমল বর্জন করা, ১৭৮২।

^{১৭} বুখারী- পর্ব : ২৩/সাওম, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯/যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, ১৭৮০।

^{১৮} সহীছুল বুখারী- পর্ব : ২/ঈমান, পরিচ্ছেদ : ২৭/রমাযানের রাতে নফল 'ইবাদত ঈমানের অঙ্গ, হা. ৩৬।

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তাঁর পেছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমায়ানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে।^{১৯}

এই রকম সবসময় যদি আমরা আমাদের 'ইবাদতগুলো ইখলাসের সাথে করে থাকি তাহলেই আমরা চলতে পারব তাকুওয়ার পথে।

কুরআন শিক্ষা করা : রমায়ান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- এ মাসে আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন হলো মুত্তাক্বীদের পথপ্রদর্শক। এ মাসে প্রায় সকল মুসলিমই কুরআন পাঠের চেষ্টা করে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এ মাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই কুরআন পাঠ থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারি তাহলেই আমরা মুত্তাক্বী হতে পারব।

জাগতিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করার শিক্ষা : মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য হলো- ওরা জাগতিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করে সদা-সর্বদা হিদায়াতের উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করে। সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিগণও সারাদিন জাগতিক লোভ-লালসার উর্ধে থেকে সিয়াম সাধনা করে। সুতরাং সিয়াম পালনকারীদের পক্ষে তাকুওয়ার পথে চলা সহজ।

সুবিচার বা ইনসাফ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
“তোমরা সুবিচার করো। কেননা তা তাকুওয়ার নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকুওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।”^{২০}

আমরা যদি মাহে রমায়ান থেকে দুঃস্থ অসহায় মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করে তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তবেই তো আমরা আমাদের কাজিত সেই তাকুওয়া অর্জন করতে পারব। হে আল্লাহ! এই রমায়ান মাসে আপনি আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। আল-কুরআনের শিক্ষায় তাকুওয়া অবলম্বন করতঃ জান্নাতের পথে চলার তাওফীক দান করুন -আমীন।

^{১৯} বুখারী- পর্ব : ২৩/সাগুস, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯/যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, ১৭৮০।
^{২০} সূরা আল-মায়িদাহ : ৮।

ইমাম ইব্বনুল জাওয়যী (رحمته الله) : জীবন ও কর্ম

[৩০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

দায়িরাতু মা'আরিফিল ইসলামিয়ায় গ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রায় ৭৮ জন শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।^{২১} ইব্বনুল জাওয়যী তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৩ জন মহিলাসহ মোট ৮৯ জন উল্লেখ করেছেন।^{২২} আয-যাহাবী বলেছেন, তিনি প্রায় ৮০ জন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।^{২৩} তাঁর শিক্ষণের মধ্যে ৩ জন মাহিলাও ছিলেন।^{২৪} উন্নত চরিত্র ও গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষকগণ পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, সততা ও জ্ঞানে বুৎপত্তির কারণে ইব্বনুল জাওয়যীর মতো যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তৈরি হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা ও আচার-আচরণে তাঁর শিক্ষকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষকগণ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন যা مشيخة ابن الجوزي নামে পরিচিত।

তাকুওয়া ও 'ইবাদত : ইব্বনুল জাওয়যী (رحمته الله) অত্যন্ত আস্থাশীল, বিশ্বস্ত ইমাম, দ্বীনদার, আমানতদার, আত্মমর্যাদাশীল, লজ্জাশীল, পরহেয়গার, তাকুওয়াশীল, আল্লাহভীরু, দুনিয়াবিমুখ পরকালমুখী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সিবত ইব্বনুল জাওয়যী তাঁর দাদা সম্পর্কে বলেন, তিনি প্রতি সাতদিনে একদিন কুরআন খতম করতেন।^{২৫} ইব্বনুল কাদেসী বলেন, তিনি রাতে ক্বিয়াম করতেন আর দিনে সিয়াম পালন করতেন। তাঁর অনেকগুলো মু'আমালাত ছিল যেমন তিনি অন্ধকার নামলেই যারা সলেহ ব্যক্তি ছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন, ইফতার করতেন, প্রতি রাতে-দিনে কুরআন খতম করতেন।^{২৬} ইব্বন রাজাব বলেন, তিনি প্রচুর লিখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।^{২৭} [চলবে ইন শা-আল্লাহ]

^{২১} দায়িরাতু মা'আরিফিল ইসলামিয়ায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।
^{২২} ইব্বনুল জাওয়যী, পৃ. ৩৫; ইব্বনুল জাওয়যী, মাশীখাতু ইব্বনিল জাওয়যী, সম্পাদনা : মুহাম্মাদ মাহফুয (তিউনিসিয়া : তাবা'উশ শিরকাতিত তিউনিসিয়াহ লিতাতাওয়ী' ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৫৯; ইব্বনুল জাওয়যী, নাওয়াসিখুল কুরআন, পৃ. ৩৬৬।
^{২৩} সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।
^{২৪} মাশীখাতু ইব্বনিল জাওয়যী, পৃ. ৫৩। যায়ল 'আলা তবাকাতিল হানাবিলা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১।
^{২৫} মিরআতুয-যামান, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২; যায়লু 'আলা ত্ববাকাতিল হানাবিলা ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।
^{২৬} যায়লু 'আলা ত্ববাকাতিল হানাবিলা ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩-১৪।
^{২৭} পূর্বেক্ত।

📖 দারসুল হাদীস / درس الحديث :

জেনে-বুঝে 'ইবাদত করার অপরিহার্যতা

আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ (ﷺ)، فَقَالَ :
دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ : «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا
تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ
الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا
أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وُتِيَ، قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ
يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا).

সরল অনুবাদ

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আরবের এক বেদুঈন ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল; হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি আমাকে এমন একটি 'আমলের কথা বলুন, যা পালন করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। নবী (ﷺ) বললেন; মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না। ফরয সলাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে। অতঃপর লোকটি বলল : সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এর উপর একটুও বেশি করবো না। যখন লোকটি ফিরে যাচ্ছিল তখন নবী (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেনো এ ব্যক্তিকে দেখে।^{২৮}

বর্ণনাকারীর পরিচয়

হাবরুল উম্মাহ ও ইমামুল ফাক্বীহ খ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) ইসলাম গ্রহণ করার পর মূল নাম হতে কুনিয়াতি নামেই বেশি পরিচিত। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের নাম সম্পর্কে উলামাগণের মাঝে কিছুটা মতভিন্নতা

* মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
পাঠাগার সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস,
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ।

^{২৮} সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৯৭।

পরিষ্কৃত হয়। কারো মতে ইসলাম পূর্বে তার নাম ছিল আব্দুর রহমান, কারো মতে 'আব্দুশ শামস, কারো মতে আবে 'আমর ইত্যাদি। তবে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, আইয়্যামে জাহেলিয়াতে আমার নাম ছিল 'আব্দুশ শামস, ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী (ﷺ) আমার নাম 'আব্দুর রহমান রাখেন। তিনি বলেন, একদা আমি একটা বিড়াল ছানা পেলাম অতঃপর আমি সেটা আমার আস্তিনের ভেতর রাখলাম। নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, এটা কি? আমি বললাম, বিড়াল ছানা। তিনি বললেন, তবে তুমি আবু হুরাইরাহ। সেই থেকে আমি আমার উপনাম হিসাবে আবু হুরাইরাহ গ্রহণ করেছি।

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হিজরতের ২৯/৩০ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্তম হিজরিতে দাউস ক্বাবিলার সাথে হিজরত করে মদীনায়ে গেলে জানতে পারেন যে, নবী (ﷺ) খায়বার অভিযুখে যাত্রা করেছেন। তিনি খায়বারে নবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ছিলেন। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা হলো ৫৩৭৪টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম একত্রে বর্ণনা করেছেন ৩২৬টি হাদীস। ইমাম বুখারী (رحمتهما الله) এককভাবে বর্ণনা করেছেন ৯৩টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম (رحمتهما الله) এককভাবে বর্ণনা করেছেন ৯৮টি হাদীস।

তিনি ৫৭ হিজরিতে ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের প্রাসঙ্গিক বিষয়

আলোচ্য হাদীসে মুসলিম জীবনঘনিষ্ঠ ও অতীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যথা- (১) শিরকমুক্ত 'ইবাদত করার প্রতি গুরুত্বারোপ। (২) ফরয 'ইবাদত করার আবশ্যিকতা। (৩) 'আমল করার আগে 'আমল সম্পর্কে জানার গুরুত্ব। (৪) রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতা। (৫) জান্নাতের পথের নির্দেশনা। আলোচিত সকল বিষয়ই মুসলিম জীবনের জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যিকীয় বিষয়।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

রাসূল (ﷺ)-এর বাণী :

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

“মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকেই অংশীস্থাপন করবে না।”

অর্থাৎ- তোমরা মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করো এবং মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে তাঁর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীস্থাপন করো না। মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করা যেমন ফরয ঠিক তেমন ‘ইবাদতকে শিরক মুক্ত করাও ফরয। শিরক মিশ্রিত ‘ইবাদত কোনোক্রমেই ‘ইবাদত নয়; বরং তা প্রবৃত্তির পূজা। আর ‘ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই তা শিরক মুক্ত হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

“যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাক্ষাত পেতে চায় সে সৎ ‘আমল করে এবং তাঁর রবের ‘ইবাদতের ক্ষেত্রে যেনো কাউকে শরীক না করে।”^{২৬}

সুতরাং কিয়ামতের দিবসে রবের সাক্ষাত তথা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অবশ্যই শিরক মুক্ত ‘ইবাদত করতে হবে। আমরা জানি যে, শিরক প্রধানত দুই প্রকার। যথা- (১) শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের ‘ইবাদত করা বুঝায়। (২) শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক, যা মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে মানুষের মনোতুষ্টি তালাশ করা কিংবা মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের ইচ্ছা করাকে বুঝায়। যার অপর নাম রিয়া বা লৌকিকতা। বড় শিরকের কারণে সমস্ত ‘আমল বাতিল হয়ে যায় এবং ছোট শিরকের কারণে লৌকিকতায়ুক্ত ‘আমল বাতিল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

“قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتَهُ وَشَرَكْتَهُ.”

^{২৬} সূরা আল-কাহফ : ১১০।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোনো ‘আমল করলো যাতে সে আমার সাথে অন্যকে অংশীদার বানাতে, আমি তাকে এবং তার শিরকী কাজকে প্রত্যাখান করি।^{২৭}

সুতরাং শিরক মিশ্রিত ‘আমলের পাহাড় থাকলেও মহান আল্লাহর সামনে তার কোনো মূল্য নেই, কাজেই সৎ ‘আমলগুলোকে অবশ্যই শিরকের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। নবী (ﷺ)-এর বাণী :

وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُوَدِّي الرِّكَاهَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ.

ফরয সলাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমায়ান মাসের সিয়াম পালন করবে। হাদীসের উল্লেখিত বাক্যে ফরয ‘ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সবার আগে সলাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ শাহাদাতাইন তথা “আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত পুরুষ এবং রাসূল” এ ঘোষণা দেওয়ার পর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত হলো সলাত। আল্লাহ তা‘আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর পাঁচ ওয়াজ্ব সলাত ফরয করেছেন, যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর পালন করা আবশ্যিক। আর সলাত মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করে। সলাতবিহীন একজন মানুষ কখনো পূর্ণাঙ্গ মুসলিম দাবি করতে পারেন না। নবী (ﷺ) বলেছেন,

«إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.»

আমাদের ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্যকারী ‘আমল হলো সলাত আদায় করা। যে সলাত পরিত্যাগ করলো সে কুফরী করলো।^{২৮}

সুতরাং সলাত পরিত্যাগ করা কুফরী কাজ, আর কুফরী কাজের উপর কেউ চলমান থাকলে অবশ্যই তার মুসলমানিত্ব বাতিল হবে। সুতরাং সলাতের আবশ্যিকতা অস্বীকার করলে সরাসরি কাফির হয়ে যাবে এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। যাকাত সিয়ামের বিধানও সলাতের বিধানের অনুরূপ, হুকুমগতভাবে সলাত ও যাকাত এবং রমায়ানের সিয়ামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে যাকাতের জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পত্তি হওয়া শর্ত, নিসাব পরিমাণ সম্পদ না হলে যাকাত ওয়াজ্ব নয়।

^{২৭} সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৮৫।

^{২৮} সুনান আন নাসায়ী- হা. ৪৬৩।

নবী (ﷺ)-এর কথা :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا.

‘ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! এর উপর আমি একটুও বৃদ্ধি করবো না।’

হাদীসের এ বাক্য আমাদেরকে ‘আক্বিদার শিক্ষা প্রদান করে। আমাদের দেশের কতিপয় ইসলামপন্থীদের দাবি হলো ঈমান ও ‘আমলই তো যথেষ্ট, এখানে ‘আক্বিদার কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? ‘আক্বিদাহ্ ‘আক্বিদাহ্ বলে শুধু মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে! আউয়ুবিল্লাহ। এমন কথা যারা বলে নিঃসন্দেহে তারা অজ্ঞ এবং ঈমান সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদের নবী এ বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রুকনের একটি রুকন, আর বিশ্বাস না রাখলে ঈমান থাকবে না এটা আমরা সবাই জানি এবং মানি। কিন্তু শরীয়ত মানার ক্ষেত্রে ও ‘ইবাদত সম্পাদনের পদ্ধতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমরা চার ইমাম মানা ফরয বলে ফাতাওয়াও প্রদান করে থাকি। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হলো রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে সঠিক ‘আক্বিদাহ্ পোষণ না করা। মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদের নবী এটা যেমন আমাদের বিশ্বাস, ঠিক তেমনি মুহাম্মাদ (ﷺ) ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে শারঈ কর্মপন্থা, ‘ইবাদত সম্পাদনের পদ্ধতি এবং তার দেওয়া বিধি-বিধানের বাহিরে অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করা যাবে না মর্মে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম হলো ‘আক্বিদাহ্। যেটা নবী (ﷺ)-এর একজন বেদুঈন সাহাবী জানলেও আমাদের যামানার মুফতি মুহাদ্দিসগণ জানেন না! এমনকি জানার চেষ্টাও করেন না। আরো বিপত্তি বাধে তখন, যখন ‘আক্বিদার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। কারণ ‘আক্বিদাহ্ অস্বীকার করলে মুহাম্মাদী শরীয়তের পরিবর্তে বিভিন্ন পন্থিবাদীদের মনগড়া শরীয়ত প্রবর্তন করার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

নবী (ﷺ)-এর কথা :

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ هَذَا.»

‘তোমাদের কেউ জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চাইলে সে যেনো এ লোকটার দিকে দেখে, কারণ সে জান্নাতি।’

একজন বেদুঈন ব্যক্তিকে নবী (ﷺ) জান্নাতি বলে ঘোষণা দিলেন, এর কারণ হলো তার সেই দৃঢ় প্রত্যয়,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا.

‘সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! রাসূল (ﷺ) যা শেখালেন তার উপর একটুও বেশি করবো না।’

অন্য বর্ণনায় রয়েছে— ‘তিনি যা বললেন তার একটু বেশিও করবো না, একটু কমও করবো না।’ এ বাক্য ব্যক্ত করার জন্যই নবী (ﷺ) তাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ এ বাক্যটাই নবী (ﷺ) সম্পর্কে তার বিশুদ্ধ ‘আক্বিদার উপর প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

“তোমাদের জন্য রাসূল (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তোমরা তা গ্রহণ করে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।”^{৩২}

হাদীসের শিক্ষা

- ঈমানদার ব্যক্তির আলামত হলো দীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হওয়া, কারণ মানার আগে জানা আবশ্যিক।
- মু‘মিনদের প্রথম লক্ষ্য হলো পরকালীন জান্নাত লাভ করা, আর দুনিয়ার লোভ-লালসা জান্নাতের পথের প্রথম বাধা।
- প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শির্কমুক্ত ‘ইবাদত করা আবশ্যিক, কারণ শির্ক মিশ্রিত ‘ইবাদত মহান আল্লাহর ‘ইবাদত বলে গণ্য হবে না।
- মুসলিম মাত্রই সকলের উপর পাঁচ ওয়াজ সলাত আদায় করা ফরয, স্বেচ্ছায় সলাত ছেড়ে দেওয়া কুফরী।
- সলাত অনাদায়ের উপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করলে তা হবে কুফরীর মৃত্যু।
- নিসাব পরিমান সম্পদ হলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।
- দীনে মুহাম্মাদীতে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বৈধ নয়।
- রাসূলের প্রকৃত উম্মত হতে হলে অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে বিশুদ্ধ ‘আক্বিদাহ্ পোষণ করতে হবে, কারণ ‘আক্বিদাহ্গত বিভ্রান্তি জান্নাত থেকে মাহরুম হওয়ার বড় কারণ।
- অবশ্যই জেনে-বুঝে ‘আমল করতে হবে, কারণ না জেনে-ভুল ‘আমল করলে তা কোনো উপকারে আসবে না।
- আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সঠিক ‘আক্বিদাহ্ ও বিশুদ্ধ মানহাজের উপর থেকে সৎ ‘আমল করে জান্নাতের মেহমান হওয়ার তাওফীক দান করুন।

^{৩২} সূরা আল-হাশর : ৭।

✍️ مقالة خاصة / বিশেষ নিবন্ধ :

সমাগত মহিমাবিত রমায়ান; স্বাগত জানানোর পদ্ধতি

মূল : মুহাম্মাদ আস-সায়্যিদ, ভাষান্তর : শূয়াইব বিন আহমাদ*

রমায়ান মাসকে যেভাবে স্বাগত জানাবেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যান্য মাসের তুলনায় রমায়ান মাসকে একটু ভিন্নভাবে স্বাগত জানাতেন। রমায়ান মাসকে তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম খুবই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমায়ান মাসের আগমনে সাহাবায়ে কেরামকে এভাবে সুসংবাদ জানাতেন,

أناكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم.

অর্থ- ‘তোমাদের নিকট রমায়ান মাস সমাগত হয়েছে। এটা একটি বরকতপূর্ণ মাস। আল্লাহ তা’আলা এ মাসে তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানের উচ্ছৃঙ্খলতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, যে তার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো সে অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হলো।’^{৩০}

সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর মাঝেও এ মাসের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। রমায়ান মাসকে পাওয়ার আশায় পূর্বের ছয় মাস তারা দু’আ করতেন এবং এই মাসের ‘আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য পরবর্তী ছয় মাস আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাতে থাকতেন। সালফে-সালেহীন দু’আ এবং অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে এ মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কারণ রমায়ান মাস হলো বরকতের মাস, কুরআনের মাস, জান্নাতের দরজা খোলা এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধের মাস, শয়তানকে রুদ্ধ করার মাস। রমায়ান মাসের অন্যতম ফযিলত হলো এটি সিয়ামের মাস, তাহাজ্জুদ, জিহাদ এবং দু’আর মাস। এজন্য একজন মুসলিমের উপর আবশ্যিকীয় কর্তব্য হলো এ বরকতপূর্ণ

মাসকে স্বাগত জানানোর, পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং নিজেকে ‘ইবাদত-বন্দেগির জন্য বিশেষভাবে আত্ননিয়োগ করা। নিম্নে এমন কিছু ‘আমল তুলে ধরা হলো, যা দ্বারা একজন মুসলিম রমায়ান মাসকে স্বাগত জানাতে পারে। তা হলো-

ক. রমায়ান মাসের আগমনে আনন্দিত এবং খুশি হওয়ার মাধ্যমে : একজন সৎ ব্যক্তি কল্যাণকর বা ‘ইবাদতের মৌসুমে আনন্দিত হয় এবং তা সুসংবাদস্বরূপ গ্রহণ করে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنُوا فَزَادْتُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ لَا يَسْتَبْشِرُونَ﴾

অর্থ : “আর যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, ‘এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করল?’ আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে।”^{৩৪}

রমায়ান মাসকে ঐ সব বরকতপূর্ণ সময়ের মাঝে গণ্য করা হয়, যে সময়ে বান্দা তার রবের দিকে ফিরে আসতে পারে এবং পাপী তার পাপ হতে বিরত থাকতে পারে। এ সময়ে বান্দার আগমনে মসজিদগুলো ভরপুর হয়ে যায়। ফলে মু’মিনের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। পবিত্র আত্মা প্রফুল্ল হয় তার রবের সান্নিধ্যে।

খ. রমায়ান মাসকে আল্লাহ তা’আলার হামদ ও শুকরিয়া দ্বারা গ্রহণ করার মাধ্যমে : বরকতপূর্ণ রমায়ান মাস পাওয়া এবং সিয়াম সাধনায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারা বান্দার উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের অন্যতম। তাই বান্দার উপর উচিত হলো বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। সিয়ামের ফযীলাতের ব্যাপারে তুলহা ইবনু ‘উবায়দুল্লাহ (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, দু’জন ব্যক্তি বালিঈ নামক গ্রাম থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তারা ছিল খাঁটি মুসলিম। তাদের একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিশালী মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলো এবং

* অধ্যয়নরত, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

^{৩০} সহীহুল জামে - পৃ. ৫৫।

^{৩৪} সূরা আত্-তাওবাহ : ১২৪।

অপরজন এক বছর পর মারা গেলো। তালহাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এলো এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলো। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বললো, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকাল বেলা তালহাহ্ (رضي الله عنه) উক্ত ঘটনা লোকেদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হলেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কানে গেলো এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি বললেন, কী কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিশ্বর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে একটি রমায়ান মাস পেয়েছে, রোযা রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই নামায কি পড়েনি? তারা বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আসমান-জমীনের মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান।^{৩৫}

গ. নিয়তকে ইখলাসপূর্ণ করার মাধ্যমে : রমায়ান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য নিয়তকে নবায়ণ করা এবং এ মাসের সময়গুলো কাজে লাগানোর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। এটা হতে পারে 'ইবাদতকে আঁকড়ে ধরা, সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকা, অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা এবং সত্যিকারার্থে তাওবাহ্ করার মাধ্যমে। বিশেষ করে (নিয়তের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ) আল্লাহ তা'আলা নিয়ত অনুযায়ী বান্দাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ.»

অর্থ : 'সমুদয় কার্যাবলী নিয়ত নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে যা সে নিয়ত করে।'^{৩৬}

ঘ. রমায়ানের আগমনে অগ্রীম প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে : এটা নাফসকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং 'ইবাদতের (যেমন-কিয়ামুল লাইল, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি) জন্য

অভ্যস্ত করে তোলার অন্যতম মাধ্যম। এমনভাবে নাফসের প্রস্তুতি পরিপূর্ণ করা যে, নাফস যেন কোনোরকমের কষ্ট-ক্লান্তি ছাড়াই রমায়ানের 'ইবাদত সম্পন্ন করতে পারে। সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) রমায়ানের প্রস্তুতিস্বরূপ শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনেই সিয়াম পালন করতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كَلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.»

আমি রাসূল (ﷺ)-কে শা'বান মাসের চেয়ে অন্য্যন্য মাসে বেশি (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি। তিনি শা'বান মাসের কিছুদিন বাদে যেন পুরো মাসই সিয়াম রাখতেন।^{৩৭}

ঙ. ষাঁটি তাওবার মাধ্যমে : প্রত্যেক অবস্থায় বা সময় তাওবাহ্ করা আবশ্যিক। বিশেষত বান্দার যেকোনো পাপকর্ম সংঘটিত হলে। তবে রমায়ান মাসের ক্ষেত্রে তাওবাহ্ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রমায়ান মাস হলো কল্যাণ এবং 'ইবাদতের মৌসুম। বাস্তবিকভাবে অবাচ্ছরণ এবং পাপকর্মকে 'ইবাদতের তাওফীকু না পাওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে ব্যক্তি রবের নেকট্যশীল হওয়ার তৃপ্তি লাভ করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালন করতে ব্যর্থ হয়। হাসান আল-বসরি (رحمته الله) কে বলা হলো- 'আমি কিয়ামুল লাইল করতে পারছি না। তিনি বললেন, 'তোমার কৃত পাপ তোমাকে বাধাগ্রস্ত করছে'। সালফদের মাঝে কেউ কেউ বলতেন, 'আমি কোনো একটি পাপকর্ম সম্পাদন করার দরুণ একবছর কিয়ামুল লাইল থেকে বঞ্চিত হয়েছি'। ফুযাইল ইবনু ইয়ায (رحمته الله) বলেন, 'যখন তুমি কিয়ামুল লাইল করতে ব্যর্থ হবে, দিবসের সিয়াম পালনে সক্ষম হবে না, তখন বুঝে নিও যে, নিশ্চয় তুমি বাধাগ্রস্ত, তোমার পাপ তোমাকে আটকে রেখেছে'। এজন্যই নবায়নকৃত তাওবাহ্ এবং তার শর্তসমূহ ভালোভাবে লক্ষ্য করার মাধ্যমে রমায়ান মাসকে স্বাগত জানানো উচিত।

তাওবার শর্তসমূহ- কৃত পাপকর্মের বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পুনরায় পাপকর্ম সম্পাদন না করা, অধিকারী বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা এবং তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রবের তরে অনবরত দু'আ করা।

চ. সময়ের মূল্য জানার মাধ্যমে : অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে যায় তার মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে। এই জন্য প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যিক হলো সৎ 'আমলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সেকেডকে গানিমাহ হিসেবে

^{৩৫} সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯২৫, সনদ সহীহ।

^{৩৬} সহীহুল বুখারী- হা. ১।

^{৩৭} সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৬।

গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা রমাযান মাসকে أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ বলে বিশেষায়িত করেছেন।

উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রমাযানের সময়গুলো খুবই মহত্বপূর্ণ তবে এর দিবস সংখ্যা কম এবং দ্রুত চলমান। সুতরাং এ মাসকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, যেন রমাযান মাস দিবাগত হওয়ার পর সময় নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আফসোস না হয়।

ছ. খাবার কম গ্রহণ করার মাধ্যমে : মাত্রাতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 'ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা এবং উদাসীনতার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। অপরদিকে অল্প খাবার গ্রহণ হলো সিয়ামের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। মাত্রাতিরিক্ত খাবার গ্রহণ নিন্দিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কোনো একজন ব্যক্তি টেকুর তুললে তিনি বলেন,

«كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكَمُ جُوعًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شَبَعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا.»

অর্থ : 'তোমার টেকুরকে আমাদের থেকে প্রতিহত করো। কারণ পার্থিব জীবনে যারা ভুরিভোজ করে তারাই হবে অধিক ক্ষুধার্ত।'^{৮৬}

সালামাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) বলেন, 'ব্যক্তি স্বীয় পাপকর্মের কারণে যেভাবে তিরস্কৃত হয়, অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত খাবার ভক্ষণের কারণে সেভাবে তিরস্কৃত হবে।'

জ. সিয়ামের আহকাম জানার মাধ্যমে : আহলুল ইলমের মতে, সিয়াম ফরয হওয়া সকলের উপর সিয়ামের আহকাম জানা আবশ্যিক। কারণ সিয়ামের আহকাম, আদব এবং শর্ত না জানাটা এর বিপুল পরিমাণ নেকি থেকে বঞ্চিত হবার কারণ। অনেক সময় ব্যক্তি সিয়াম পালন করে অথচ তার সিয়াম ভঙ্গের আবশ্যিকীয় শারঈ কারণ রয়েছে। আবার কখনও ব্যক্তি সিয়াম পালন করে অথচ সে ক্ষুধা এবং পিপাসা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারে না। মাত্র সিয়ামের আহকাম না জানার কারণে।

পরিবর্তনের বিশেষ সুযোগ রমাযান মাস : আল্লাহ সৎ বান্দাদের উপর এমন কিছু বরকতময় সময় দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, যেখায় রয়েছে দ্বিগুন নেকি, ঈমান বৃদ্ধির বিস্তৃত পরিবেশ এবং আত্মার মর্যাদা সম্মুন্নত করণের অফুরন্ত সুযোগ। এর মাঝে অন্যতম রমাযান মাস। এ মাসকে তাওবাহ করা, নিজেকে পাপ মুক্ত করা এবং ঈমান নবায়ণ করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়।^{৮৭} ফলে মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যিক হলো, আত্মিক বা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এ মাসকে স্বাগত জানানো। সাহাবায়ে কেরাম

(ﷺ) রমাযান মাস আসার পূর্বে থেকেই দু'আটি পাঠ করতেন, "আল্লাহুমা বা-রিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শা'বানা, ওয়া বাল্লিগনা রমাযানা।" অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রজব ও শা'বান মাসে বারাকাহ দিন এবং আমাদেরকে রমাযান মাসে পৌছে দিন। সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) জাগরুক অন্তর দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে রমাযান মাসকে গ্রহণ করতেন এবং 'ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হওয়া ও ঘৃণিত কাজ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা নবায়ণ করতেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ؛ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ؛ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكَبِيرِ فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْخَيْتَةَ."

অর্থ : ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধূলাচ্ছন্ন হোক, যার নিকট আমাকে উল্লেখ করা হলো অথচ সে আমার উপর দূরদ পাঠ করলো না। ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধূলাচ্ছন্ন হোক, যে রমাযান মাস পেল, অতঃপর তাকে ক্ষমা করার পূর্বেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধূলাচ্ছন্ন হোক, যে মাতা-পিতাকে বৃন্দাবস্থায় পেল অথচ তা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলো না।^{৮০}

সুতরাং যারা অবদ্বন্দ্বিতা এবং পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা যেন এই রমাযান মাসকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবাহ ও ইস্তিগফারের পথ বেছে নেয়। নচেৎ উদাসীনতা এবং আল্লাহর আদেশকে অবজ্ঞা করার দরুণ চরম লজ্জিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব! আমাকে আবার (দুনিয়ায়) প্রেরণ করুন।"^{৮১}

রজব মাসে রমাযানের জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন : রমাযানের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সালফগণ শুধু শা'বান মাসের উপর সীমাবদ্ধ থাকতেন না; বরং রজব মাস থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতেন। তাদের কেউ কেউ বলতেন, 'রজব হলো বৃক্ষ রোপণের মাস। শা'বান হলো তাতে পানি দেওয়ার মাস। আর রমাযান হলো ফল আহরণ করার মাস। সুতরাং যদি তুমি রমাযানে ফল পেলে খেতে চাও তবে রজব মাসে বৃক্ষ রোপণ এবং শা'বান মাসে তাতে পানি দেওয়া আবশ্যিক'। আস-সারি আস-সাক্বাতি (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। এজন্য রজব মাসে সৎ 'আমল সম্পাদনের দৃঢ় প্রস্তুতি নেওয়া এবং শা'বান মাসে তা

^{৮৬} ইবনু মাজাহ- হা. ২৭২১, মা. শা., হা. ৩৩৫০, হাসান।

^{৮৭} দুরুসু আশ-শাইখ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস- খণ্ড- ৭৭, পৃ. ৮।

^{৮০} সহীহ আত তারগীব- হা. ১৬৮০।

^{৮১} সূরা আল-মুমিনুন : ৯৯।

গুরুত্বের সাথে চলমান রাখা উচিত। তাহলেই ফল আহরণ এবং রমাযানের 'ইবাদতের স্বাদ আশ্বাদন করা সম্ভব।^{৪২}

শা'বান মাসে রমাযানের জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন : শা'বান মাসকে কল্যাণ এবং 'ইবাদতের মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ দান করেছেন। কারণ শা'বান মাস মহিমাম্বিত রমাযান মাসের অগ্রগামী হয়ে থাকে। এজন্যই রমাযান মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য শা'বান মাস থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। নিম্নে শা'বান মাসে পালনীয় কিছু 'আমল উল্লেখ করা হলো—

ক. শা'বান মাসের সিয়াম : মু'মিনদের জন্য অধিক উপযুক্ত যে, তারা শা'বান মাসের সিয়ামের ক্ষেত্রে তাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণ করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রায় সম্পূর্ণ শা'বান মাসই সিয়াম রাখতেন। উম্মুল মু'মিনিন 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন,

«كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.»

অর্থ : 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একাধারে সিয়াম রাখতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর সিয়াম ছাড়াবেন না। আবার তিনি এমনভাবে সিয়াম ছেড়ে দিতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর (এ মাসে) সিয়াম রাখবেন না। তিনি শা'বান মাসের চেয়ে (রমাযান ব্যতীত) অন্য মাসে বেশি সিয়াম রাখতেন না। যেন তিনি পুরো শা'বান মাসই সিয়াম রাখতেন।^{৪৩}

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— বান্দার অন্তরে শয়তান এভাবে ধোঁকা দেয় যে, শা'বান মাসে সিয়াম পালন করলে রমাযানের সিয়ামের ক্ষেত্রে দুর্বলতা চলে আসবে। অথচ সঠিকতা হলো— যে ব্যক্তি পাপের ক্ষমা ও নেকির আশায় শা'বান মাসেও সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে উভয় মাসেই সিয়াম পালনের তাওফীক দান করবেন। আল্লাহ যখন বান্দার জন্য 'ইবাদত বা ক্ষমার পথ উন্মুক্ত করেন তখন তার জন্য 'ইবাদত পালনের সহযোগী বিষয়াদীও সহজ করে দেন। মৌলিক কথা হলো, মুসলিম ব্যক্তি শেষ পরিণতির কথা চিন্তা না করে 'ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। কারণ শেষ পরিণতিটা কেবল রবের হাতেই আর নিশ্চিতরূপেই তা প্রশংসিত হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

^{৪২} আসরার আল-মুহিব্বি-ন ফি রমাযান- পৃ. ৪৮।

^{৪৩} সহীহ আন্ নাসায়ী- হা. ২১৭৮।

খ. অবসর সময়কে 'ইবাদতে রূপান্তরিত করা : শা'বান মাসের 'ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলিমই উদাসীন থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়ে সতর্কতা আরোপ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে সে অন্যসব মানুষের উদাসীনতার প্রতি আগ্রহী হয় না। কারণ তাদের উভয়ের চলার পথ আলাদা; বরং সে রবের প্রদর্শিত পথে ধাবিত হয় এবং ভগ্ন হৃদয়, বিনয়, দু'আ, আনুগত্য ও যিক্রের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যশীল হওয়ার চেষ্টা করে। অবসর সময়কে 'ইবাদতে রূপান্তরিত করণের কয়েকটি উপকার নিম্নে দেওয়া হলো। যথা—

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন : বিশেষত আল্লাহ ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যারা এমন সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করে যখন অন্যরা উদাসীনতায় বিভোর থাকে।

বিপদাপদ দূরীভূত হয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَايِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَأَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا غَنِيًّا﴾

অর্থ : “আল্লাহ কেনইবা তোমাদেরকে শান্তি প্রদান করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন করো? এবং আল্লাহ তা'আলা তো অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।”^{৪৪}

দ্বিগুন নৈকি লাভ : মানুষের উদাসীনতার সময়ে 'ইবাদত করাটা কঠিন এবং অধিকতর জটিল। ফলে এ সময়ের 'ইবাদতে দ্বিগুন নৈকি পাওয়া যায়।

গ. 'ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা : কঠিন অন্তর, আনুগত্যে উদাসীনতা এবং মহান আল্লাহর আদেশের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অগ্রগামী করার মাধ্যমে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তার উপর আবশ্যিক হলো নাফসের বিরুদ্ধে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করা। এটা হলো সত্য এবং সঠিকতায় অবিচল থাকার পথ। বান্দার মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাদের নিকটবর্তী হন, যারা তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। আর যখন আল্লাহ কারো দিকে অগ্রগামী হন তখন তাকে সংকর্মে তাওফীক দান করেন, অনিষ্ট থেকে হিফায়ত করেন, চলার পথ সঠিক করে দেন এবং সীমাহীন কল্যাণ দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন,

'আমার বান্দা যে সমস্ত 'ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় 'ইবাদত হলো যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর বান্দা নফল 'ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন

^{৪৪} সূরা আন্-নিসা : ১৪৭।

প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি।^{৪৫}

ঘ. উত্তম 'আমল সম্পাদন করা যাতে তা আল্লাহর কাছে উত্থাপিত হয় : উত্তম বা শ্রেষ্ঠ 'আমল সম্পাদনের জন্য শা'বান মাসকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা বান্দার কর্তব্য। কারণ শা'বান মাসে আল্লাহর কাছে 'আমলসমূহ উত্থাপন করা হয়। রাসূল (ﷺ) শা'বান মাস সম্পর্কে বলেন, «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»।

অর্থ : 'এটা রজব ও রমায়ান মাসের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যাতে মানুষেরা উদাসীন থাকে এবং এ মাসে (শা'বান) বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট 'আমলসমূহ উত্থাপন করা হয়। আমি পছন্দ করি যে, আমি সিয়াম পালন করা অবস্থায় আমার 'আমল উত্থাপিত হোক।^{৪৬}

ঙ. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা : রমায়ান মাসের প্রস্তুতিস্বরূপ শা'বান মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। কারণ রমায়ান হলো কুরআনের মাস। আল্লাহ বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রমায়ান হলো এমন মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।"^{৪৭}

যে ব্যক্তি শা'বান মাসে কুরআন তিলাওয়াত চলমান রাখবে সে সহজেই রমায়ান মাসে কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ আন্বাদন করতে পারবে।

চ. তাহাজ্জদের সলাত এবং দীর্ঘ সময় ক্রিয়াম করা : নিয়ম হলো একজন মুসলিম তাহাজ্জদ এবং দীর্ঘ ক্রিয়ামে নিজেকে অভ্যস্ত করবে, যেন এমন না হয় যে, রমায়ান মাস অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে অথচ সে দীর্ঘ ক্রিয়ামে অভ্যস্ত হয়নি। কারণ 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্রিয়ামুল লাইলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

^{৪৫} সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২।

^{৪৬} সহীহ আন নাসায়ী- হা. ২৩৫৬।

^{৪৭} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫।

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»।

অর্থ : 'রব বান্দার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকেন রাতের শেষ মধ্যভাগে। যদি সক্ষম হও তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা ঐ সময়ে মহান আল্লাহর যিকুর করে।^{৪৮}

সালাফগণ যেভাবে রমায়ানের প্রস্তুতি নিতেন : সালাফগণ রমায়ান মাসের আগমনে ব্যাপক খুশি হতেন। কারণ সিয়াম ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ تَحْمِيسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»।

অর্থ : 'ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। যথা- (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। (২) সলাত কায়ম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) সোমর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা। (৫) রমায়ান মাসের সিয়াম পালন করা।^{৪৯}

সালাফগণ নিজেদেরকে নফল সিয়ামে অভ্যস্ত করতেন। কারণ সিয়াম হলো জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرْفًا»।

অর্থ : 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় একদিন সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে দেন।^{৫০}

এছাড়াও সালাফগণ নিজেদেরকে দীর্ঘ ক্রিয়ামুল লাইলের প্রশিক্ষণ দিতেন। সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব (رضي الله عنه) বলেন, 'বান্দা যখন নিয়মিত ক্রিয়ামুল লাইল করে তখন আল্লাহ তার চেহারায় এমন নূর দান করেন, ফলে সকল মুসলিম তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তাকে যারা কখনোই দেখেননি তারাও তাকে চিনে ফেলেন এবং বলেন, অবশ্যই আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসি।' সালাফগণের 'ইবাদতের মাঝে কুরআন তিলাওয়াত অন্যতম। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (رضي الله عنه)র ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রমায়ানের প্রত্যেক দিনে কুরআন খতম করতেন। সুফিয়ান আস-সাওরি (رضي الله عنه) অন্যান্য 'ইবাদত ব্যক্তি রেখে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ধাবিত হতেন।

^{৪৮} সহীহ আল-জামে' - হা. ১১৭৩।

^{৪৯} সহীহুল বুখারী- হা. ৮।

^{৫০} সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৩।

✍️ مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ :

রমায়ান প্রস্তুতি ও বিশুদ্ধ সিয়াম

জান্নাতুল মহল (দাঈ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প)

ভূমিকা : মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামতের মধ্যে একটি নিয়ামত- সুস্থতা। আর সুস্থ জীবনের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত- সময়। জীবনের প্রতি মুহূর্ত প্রতিটি সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। জীবনের এত বড় নিয়ামত শেষ হয়ে যাচ্ছে। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ হারিয়ে গেলে তা আবার পাওয়া যাবে কিন্তু জীবন থেকে যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর কখনোই পাওয়া যাবে না। সারাজীবন অঝোরে কান্না করে বা পৃথিবীর যে কোনো কিছুর বিনিময়েও হারানো সেই সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অতএব, মহান আল্লাহর দেয়া নিয়ামত- জীবনের মহামূল্যবান সময়। এই মহামূল্যবান সময়কে যে মূল্যায়িত করে, সেই সফলকাম। আমাদের সামনে আসছে আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত রমায়ান মাস। অনেক অনেক ফযীলাত, রহমত, মর্যাদা ও বরকতের মাস। গুনাহ মাফের মাস। অতএব, এই রমায়ান মাসকে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদা দিতে হবে। মনে রাখবেন, জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি কাজে বিশেষ করে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পজিশন বা সর্বোচ্চ মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ইন্ শা-আল্লাহ- আখিরাতে সফলকাম হওয়া যাবে।

রমায়ানের প্রস্তুতি : জীবনের মহামূল্যবান সময়কে মূল্যায়িত করে সফলতা লাভের উদ্দেশ্য বা এই চিন্তাধারাকে সামনে রেখে অনেক অনেক ফযীলাত ও রহমতে ভরপুর রমায়ান মাসের একটি প্রস্তুতি লিখলাম। যে কোনো কাজের পরিপূর্ণ সফলতা লাভে সেই কাজটি করার আগে অবশ্যই একটা প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা দরকার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. মানসিক প্রস্তুতি : রমায়ান মাসের ফযীলাতের হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্ট, এই মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, আবার আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শেকলবন্দী করা হয়, এই মাসে এমন একটা রাত আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। অতএব এই মাসের গুরুত্ব অনুধাবনে মানসিক অনেক বড় প্রস্তুতি নিতে হবে। এতে এই মাসের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি রাতের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যায়ন হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

২. তাওবাহ-ইস্তিগফার : বিগত দিনের সকল গুনাহ থেকে তাওবাহ-ইস্তিগফার করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ সুবাহানাহ তা'আলা বলেন-

﴿لَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

“তবে তারা নয় যারা তাওবাহ করবে, ঈমান আনবে, আর সৎ কাজ করবে। আল্লাহ এদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দিবেন। আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।”^{৬১}

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য যারা অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করে, অতঃপর তাওবাহ করে ও নিজেদের 'আমল সংশোধন করে, তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য অবশ্যই বড়োই ক্ষমাশীল, বড়োই দয়ালু।”^{৬২}

৩. প্রশিক্ষণ নেওয়া : ব্যতিক্রম এই মাসে রমায়ানের পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভে ক্লাসের পর ক্লাস করতে হবে। ফযীলাত ও মর্যাদার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৪. রমায়ানের সকল মাসআলা-মাসায়েল জানা : সিয়াম কি, সাহারী ও ইফতারীর নিয়ম, ফিয়ামুল লাইল, যাকাত, দান-সাদাকাহ, ফিতরা, শেষ দশকের 'আমলের জ্ঞান অর্জন, ফিদইয়া ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন।

৫. রমায়ানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি?
তাকুওয়া অর্জন, মুত্তাকীন হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।”^{৬৩}

গুনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র করতে পারলেই তাকুওয়া অর্জন সম্ভব। আল্লাহ এবং তার রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধ পালনেই তাকুওয়া অর্জন সম্ভব।

* দাঈ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।

^{৬১} সূরা আল-ফুরকান-ন : ৭০।

^{৬২} সূরা আন-নাহল : ১১৯।

^{৬৩} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩।

৬. জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য 'ইবাদতের পরিকল্পনা : ⇨ বিশুদ্ধ সিয়াম, ⇨ ফিয়ামুল লাইল, ⇨ কুরআন তিলাওয়াতের পরিকল্পনা, ⇨ দান-সাদাক্বার পরিকল্পনা, ⇨ ইফতারীর পরিকল্পনা, ⇨ বেশি বেশি নেক 'আমলের পরিকল্পনা, ⇨ গুনাহ থেকে বাঁচার পরিকল্পনা ।

৭. হিংসা-অহংকার থেকে দূরে থাকা : হিংসা কী? অহংকার কী? জানতে হবে ।

৮. শিরক ও কুফর : এই বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে ।

৯. সোসাল মিডিয়া, মোবাইল থেকে দূরে থাকা : অবশ্যই ইন্টারনেট, ফেসবুক থেকে দূরে থাকতে হবে । কারণ এগুলো জীবনের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছে আবার ফেসবুকে নিজের ইফতারী, দান-সাদাক্বাহ বা বিভিন্ন 'আমলের প্রচারে রিয়া হচ্ছে ।

১০. গতবার কেনো ভালো হয়নি, তা চিহ্নিত করতে হবে ।

১১. ঈদের প্রস্তুতি নিতে মার্কেটিং-এ সময় নষ্ট, পর্দা নষ্ট, সলাত নষ্ট না করার পরিকল্পনা করতে হবে ।

১২. রমায়ানের চাঁদ দেখা বা তালাশ করা : তালাশ করা সুল্লাহ । চাঁদ উঠার পর দু'আ করা সুল্লাহ ।

১৩. রমায়ানের পরিপূর্ণ সওয়াব অর্জনে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা ।

১৪. রমায়ানের প্রস্তুতি বিশুদ্ধ সিয়াম আদায়ে বা তাক্বওয়া অর্জনে কিছু করণীয় ও কিছু বর্জনীয়- 'আমলে আনা ।

১৫. রমায়ান মাসের প্রতিটি সময়ের একটি রুটিন তৈরির পরিকল্পনা ।

রমায়ানের প্রস্তুতিতে তাক্বওয়া অর্জনে ও বিশুদ্ধ সিয়াম আদায়ে কিছু করণীয় ও কিছু বর্জনীয়

তাক্বওয়া অর্জনে কিছু করণীয় : ১. ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা ।

২. সর্বদা পরিপূর্ণ ইখলাস- ছোট-বড় প্রতিটি কাজ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য করতে সচেষ্ট থাকা । ৩. কুরআন ও সুল্লাহ নির্দেশিত 'আমলে সচেষ্ট থাকা । ৪. আওয়াল ওয়াক্তে সলাত সুন্দর করে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা । ৫. কুরআন বুঝে পড়া, সাথে সাথে যে আয়াত পড়ছেন সেই আয়াতের অর্থ বুঝে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া । যেমন- 'আযাবের আয়াত হলে তা থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করা । অনুরূপ জান্নাতের আয়াত হলে তা পাওয়ার জন্য দু'আ করা ।

৬. হালাকায় অংশ গ্রহণ করা । প্রতিদিন তাফসীর পড়া । ৭. প্রত্যেক ভালো কাজ মহান আল্লাহর নামে অর্থাৎ- بِسْمِ اللّٰهِ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা । কাজটি শেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলা । ৮. দান-সাদাক্বাহ করা । ৯. সম্পদের যাকাত দেওয়া ।

১০. নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশির হক্ব আদায়ে ইফতারী বা সাহারীতে ব্যয় করা । ১১. মিসকীন ও ইয়াতীমের জন্য ব্যয় করা । ১২. বিশুদ্ধ সিয়াম আদায়ে বিরত থাকা- ক. অহেতুক

কথা ও অহেতুক কাজ; খ. মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক দেখা; গ. মিউজিক, নাটক, সিনেমা বা T.V দেখা বা গান শোনা; ঘ. অপচয়; ঙ. চোখ, কান, হৃদয়ের অনিশ্চিন্তা । ১৩. অন্যকে সং কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা করা । ১৪. ছোট-বড়, গরীব-ধনী সবাইকে সালাম দেওয়া । ১৫. অধীনস্থদের প্রতি সদয় থাকা । তাদের কাজের বোঝা হালকা করা । তাদের সাথে সদাচরণ করা । ১৬. পরিবারের সবাইকে ইফতারীতে সাহায্য করা এবং যত বেশি পারা যায় অন্যকে ইফতারী খাওয়ান । ১৭. ইফতারী ও সাহারীতে একটি হলেও খেজুর খাওয়া । ১৮. সিয়াম অবস্থায় এবং ভোর রাতে বেশি বেশি ইস্তিগফার করা এবং দু'আ করা । সর্বদা মহান আল্লাহর স্মরণে থাকা । ১৯. পথে কষ্টদায়ক কিছু দেখলে তা পরিষ্কার করা । ২০. তারাবী বা তাহাজ্জুদ বা ফিয়ামুল লাইল আদায় করা । ১৯. সর্বদা গুনাহ মোচনকারী 'আমল করতে সচেষ্ট থাকা । ২০. অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া । ২১. মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গোসল, জানাযা, সান্ত্বনা দেওয়া এবং মৃতের বাড়ীতে খাবাড় দেয়া । ২২. যে কোনো 'ইবাদতে রিয়া থেকে দূরে থাকা । এতে আমাদের সকল 'আমল নষ্ট হয়ে যায় । ২৩. সময়ের ও 'ইবাদতের মূল্যায়ণ করা । ২৪. হালাল উপার্জন । ২৫. ধৈর্য ধারণ । ২৬. ভালো ব্যবহার বা উত্তম আচরণ ।

তাক্বওয়া অর্জনে বর্জনীয় : ১. ঈমান বিনষ্ট হওয়ার প্রতিটি কাজ । ২. রিয়া বর্জন । যেমন- দান-সাদাক্বাহ বা ইফতারী খাওয়ানোর ছবি ফেসবুকে বা সোস্যাল মিডিয়াতে প্রদর্শন । ৩. মিথ্যা কথা বা অহেতুক কোনো কাজ । ৪. অপচয়- পানি, অর্থ, খাবার, বেশি কেনাকাটা । ৫. সময় নষ্ট হয় এমন যে কোনো কাজ । ৬. পর্দা নষ্ট হয় এমন যে কোনো কাজ । ৭. চোখ, কান ও হৃদয়ের যিনা । ৮. গেমস খেলা । ৯. টাইম কিলার- ইউটিউব, ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ । ১০. হারাম উপার্জন, হারাম খাবার । ১১. তর্ক বা বাগড়া পরিহার । ১২. যে কোনো ছোট-বড় খারাপ কাজ পরিহার । ১৩. অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা বা সন্দেহ বা সমালোচনা । ১৪. কারো প্রতি রূঢ় আচরণ বা খারাপ ব্যবহার । ১৫. হিংসা, অহংকার, গীবত । ১৬. কারো মনে কষ্ট হয়, এমন কোনো আচরণ বা কথা । ১৭. সাহারী, ইফতারী বা ঈদের কেনাকাটায় সময় ও অর্থ অপচয় । ১৮. সংসারে বা যে কোনো কর্মক্ষেত্রে রাগ/ক্রোধকে পরিহার । ১৯. অতিরিক্ত খাওয়া ও অতিরিক্ত ঘুম । ২০. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ । ২১. মহান আল্লাহর এবং তাঁর রাসুলের সকল নিষিদ্ধ কর্ম, শিরক ও বিদআত । ২২. স্বার্থপরতা অর্থাৎ- শুধু নিজে খাওয়া, নিজে নেওয়া বা শুধু নিজের ভালো থাকার চিন্তা করা বা শুধু নিজের সুবিধার চিন্তা বা আচরণ । ২৩. সবশেষে যে কোনো গুনাহ থেকে বিরত থাকা ।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন-

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

“নিষিদ্ধ কাজের বড় বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো, তাহলে আমি ছোট ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবো। আর তোমাদের মর্যাদাময় স্থান দিবো।”^{৫৪}

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾

“যারা বিরত থাকে বড় বড় গুনাহ হতে আর অশ্লীল কার্য থেকে ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি ছাড়া। তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে অতি প্রশস্থ।”^{৫৫}

রমাযান পরিকল্পনা : ১. সাহরী খাওয়ার আগে বা পরে কমপক্ষে ২ রাকা'আত সলাত এবং ইস্তিগফার। ২. ফজরের সলাতের পর সকালের তাসবীহ বা দু'আ। ৩. সলাতুত দ্বোহা। ৮. প্রতিদিনের দান-সাদাকাহ। ৫. Rest বা বিশ্রাম। ৬. Rest বা বিশ্রাম থেকে উঠে ২-৪ রাকা'আত সলাত। ৭. সকাল ১১টা থেকে ১২টা : হালাকা বা তাফসীর বা হাদীস পড়া। ৮. যোহরের সলাত- আওয়াল ওয়াজে। ৯. কুরআন তিলাওয়াত- কুরআন বুঝে পড়া। ১০. Rest বা বিশ্রাম। ১১. ইফতারীর প্রস্তুতি। ১২. বিকালের দু'আ। ১৩. ইফতারীর গ্রহণ ও অন্যকে ইফতার করানো। ১৪. মসজিদে ক্রিয়ামুল লাইল। ১৫. কুরআন তিলাওয়াত। ১৬. ঘুমানোর আগে দু'আ।

মনে রাখব- ⇒ আমার পরিকল্পনায় নির্দেশিত 'আমলগুলো আমার সুবিধামতো সময়ে আদায় করতে সচেষ্ট থাকব। ⇒ পরের দিনের কাজের তালিকা আগের দিন লিখে রাখব। ⇒ কোনো 'আমল নির্দিষ্ট সময়ে করতে না পারলে পরে সুবিধামতো সময়ে তা আদায় করব। ⇒ প্রতিদিন একটি বিশেষ 'আমল করার উদ্যোগ নিব। যে 'আমল আমার মনে প্রশান্তি দান করবে। ⇒ প্রতিদিন হিসনুল মুসলিমের সবগুলো দু'আ একটু-আধটু করে পড়ব- যাতে মহান আল্লাহর রাসূলের শিখানো সব দু'আ রমাযান মাসে ২/৩ বার শেষে হয়। ⇒ মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা পড়ার চেষ্টা করব। ⇒ বেশি বেশি দুর্দাদ পড়ব। ⇒ বেশি বেশি ইস্তিগফার করবো। ⇒ বেশি বেশি দুনিয়া ও আখিরাতের দু'আ করবো। ⇒ কুরআনের সবগুলো দু'আ, অন্তত প্রতিদিন একবার পড়ব। ⇒ প্রত্যেক সলাত আওয়াল ওয়াজে আদায়ের চেষ্টা করবো।

যে কাজগুলো করতে পেরেছি তা টিক চিহ্ন দিব।

^{৫৪} সূরা আন-নিসা : ৩১।

^{৫৫} সূরা আন-নাযম : ৩২।

সিয়াম (রোযা) : রমাযানের সিয়াম পালন করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। সিয়াম আরবী ভাষা। এক বচনে সওম এবং বহু বচনে সিয়াম। সাওম বা সিয়াম অর্থ 'কোনো কিছু থেকে বিরত' থাকা।

শারীআতের পরিভাষায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সক্ষম মুসলিম নারী-পুরুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন সন্তোষ ও গুনাহের কাজ (অশ্লীল, গর্হিত প্রভৃতি, অহেতুক কাজ ও কথাবার্তা) থেকে বিরত থাকাকে 'সিয়াম বা সওম' বলে।

আমাদের পরিবার বা সমাজে আমরা 'রোযা' বলে অভ্যস্ত। রোযা ফার্সি শব্দ। আর রোযা অর্থ 'উপবাস'। অতএব, রোযা না বলে 'ইবাদতের সঠিক নাম 'সিয়াম' বলতে সচেষ্ট হবো। যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে, সিয়াম নামে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি ফরয 'ইবাদতের মধ্যে 'সিয়াম' রমাযান মাসের এক গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। মূলতঃ সিয়ামের নেকীর সাথে অন্য কোনো 'ইবাদতের তুলনা হয় না।^{৫৬} তাই এর প্রতিদান সরাসরি আল্লাহ তা'আলা দিবেন।^{৫৭} আল্লাহ আকবার! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পারো।”^{৫৮}

উপরের আয়াতে সুস্পষ্ট- সিয়াম ফরয করা হয়েছে, তাকুওয়া অর্জনের জন্য, মুত্তাকী হওয়ার জন্য। তাকুওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করা, আর তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা। সাধারণতঃ আমরা মনে করি, খাওয়া থেকে বিরত থাকাই সিয়াম। আসলে সিয়াম অর্থ নিষিদ্ধ সময় খাওয়া থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল আদেশ এবং নিষেধ মান্য করা। ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম 'তাকুওয়া'।

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি (সিয়ামে) মিথ্যা কথা, মিথ্যা কারবার ও মুর্থতা পরিহার করল না, তার খানা-পিনা পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোনো দরকার নেই।”^{৫৯} [চলবে ইন শা-আল্লাহ]

^{৫৬} সুনান আন নাসায়ী- হা. ২২২৩, সনদ সহীহ।

^{৫৭} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩।

^{৫৮} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩।

^{৫৯} সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : সিয়াম।

উত্তম মৃত্যুর কিছু আলামত ও আমাদের করণীয়

কে. এম আব্দুল জলিল

[দ্বিতীয় (শেষ) পর্ব]

১১) হজ্জের সফরে মৃত্যুবরণ করা : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “জনৈক ব্যক্তি আরাফাত ময়দানে উকুফ করা অবস্থায় হঠাৎ তার বাহন উটনী হতে আছড়ে পড়ল। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল এবং সে মারা গেল। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, “পানিতে বরই পাতা মিশিয়ে তাকে গোসল দাও এবং তাঁর মস্তক আবৃত করবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুণরুত্থিত হবে।”^{৬০}

১২) মৃত্যুকালীন কালেমায়ে শাহাদতের স্বীকৃতি : মৃত্যুকালীন সময়ে কালেমার তালকীন দেয়া উচিত। আর প্রকৃত মু‘মিনগণ মৃত্যুর সময় কালেমা উচ্চারণ করতে পারবে এবং এটা মহা সৌভাগ্যেরও বিষয়। রাসূল (ﷺ) বলেন,
 «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.»

অর্থাৎ- “যার শেষ বাক্য হবে লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{৬১} সে কারণে রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু স্মরণ করাও।’^{৬২} তবে মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কালেমা উচ্চারণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা কিংবা বারবার তাকে পীড়াপীড়ি করা অনুচিত। কেননা তার মুখ থেকে অযাচিত ও বেফাস মন্তব্য উচ্চারিত হয়ে যেতে পারে।

নিকৃষ্ট মৃত্যু : যে ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাওবাহ করার সুযোগ না পায়, তাকে আমরা নিকৃষ্ট মৃত্যু বলতে পারি। মুজাহিদের বরাতে আল্লামা যাহাবী উল্লেখ করেন যে, জনৈক ব্যক্তি দাবা খেলায় আসক্ত ছিল এবং দাবাড়ুদের সাথেই তার উঠা-বসা হতো। একদা সে মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত হলে তাকে বলা হলো, তুমি বলো, لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; কিম্ব সে বলল, ‘তোমার দাবার গুটি; তার মুখ থেকে সেটাই বেরিয়ে গেল, যার সাথে সে নিমগ্ন থাকত। অতঃপর লোকটি মৃত্যুবরণ করল। সে কালেমায়ে তাওহীদের পরিবর্তে শয়তানী বাক্য উচ্চারণ করল।’^{৬৩} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিষ্ক্ষেপ করে আত্মহত্যা করে, সে

জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ঐভাবে লাফিয়ে নিজেকে নিষ্ক্ষেপ করতে থাকবে, যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করে, সে-ও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ঐভাবে নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে, আর যে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে সেই ধারালো অস্ত্র হাতে করে থাকবে, যা দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেট ফুঁড়তে থাকবে।”^{৬৪} আল্লাহ বলেন,
 «يُعَذِّبُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ»

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।”^{৬৫}

উত্তম মৃত্যুর জন্য যা যা করণীয় :

১) মহান আল্লাহর বিধানের নিকট সর্বদা প্রস্তুত থাকা : মু‘মিনকে সদা-সর্বদা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান থাকতে হবে। সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় ধৈর্য ও ত্যাগের বাস্তব নমুনা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
 «فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَبِئْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفِّيَ مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ»

“হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়নদের অন্তর্ভুক্ত করুন।”^{৬৬} আরো বলেন,

«قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعْ وَأَرَى»

অর্থাৎ- “তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।”^{৬৭}

২) আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর উপর সুধারণা পোষণ ব্যতীত কোনোভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।”^{৬৮} তিনি বলেন, (ﷺ) আল্লাহ বলেন, “আমি আমার বান্দার নিকটে তার ধারণার অনুরূপ। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে, যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর

* সভাপতি, বিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

^{৬০} বুখারী- হা. ১৮৫১; মুসলিম- ১২০৬; মিশকাত- হা. ১৬৩৭।

^{৬১} আবু দাউদ- ৩১১৬; মিশকাত- ১৬২১; সহীহুল জামে'- ৫০৫১।

^{৬২} সহীহ মুসলিম- হা. ৯১৬-৯১৭; মিশকাত- হা. ১৬১৬।

^{৬৩} কিতাবুল কাবায়ের- শামসুদ্দীন যাহাবী, পৃ. ৯১।

^{৬৪} সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

^{৬৫} সূরা ইব্রা-হীম : ২৭।

^{৬৬} সূরা ইউসুফ : ১০১।

^{৬৭} সূরা তু-হা- : ৪৬।

^{৬৮} সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৭৭; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৬৩৬।

যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম বৈঠকে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর সে এক হাত আমার নিকটে আসলে আমি তার এক বাহু নিকটবর্তী হই। আর সে আমার নিকটে হেঁটে আসলে, আমি তার নিকটে দৌড়ে যাই এবং সে আমার নিকটে শিরুক মুক্ত অবস্থায় পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসলে, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে।”^{৬৯}

৩) প্রকৃত আল্লাহভীতি অর্জন করা : আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

অর্থাৎ- “আর যে কেউ আল্লাহর তাকুওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ বের করে দেবেন।”^{৭০}

তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর তাকুওয়া অবলম্বন করো তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান তথা ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মহাকল্যাণের অধিকারী।”^{৭১} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “যে দু’টি কারণে মানুষ সর্বাধিক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাহলো আল্লাহভীতি ও সুন্দর চরিত্র।”^{৭২}

৪) সর্বদা নেক ‘আমল সম্পাদন করা : আল্লাহ বলেন,

﴿الْحَجُّ أَشْهُمٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ

وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوْوْا فَإِنْ حَضِرَ

الرَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقَوْا فِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

“হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে যে হজ্জের সময় স্ত্রী সঙ্কোচ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই করো আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকুওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকুওয়া অবলম্বন করো।”^{৭৩}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ‘আমল হচ্ছে, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম

হয়।”^{৭৪} তিনি আরো বলেন, “ফিৎনাসমূহ উপস্থিতি হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক ‘আমল সম্পাদন করো।”^{৭৫}

৫) অধিক হারে দু’আ করা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ﴾.

“তোমাদের কেউ যখন তাশাহহদের শেষ বৈঠকের দু’আসমূহ সমাপ্ত করে, সে যেন মহান আল্লাহর নিকট ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। জাহান্নামের ‘আযাব হতে, কবরের ‘আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হতে এবং দাজ্জালের ফিৎনা হতে।”^{৭৬} আল্লাহ বলেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

“হে আমাদের রব! সরল পথ দেয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লজ্জনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।”^{৭৭} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

﴿يَا مَدْلَبَ الثُّلُوبِ تَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ﴾، «اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرَّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

“হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখুন। হে অন্তরসমূহের রূপান্তরকারী! আপনার আনুগত্যের দিকে আমাদের অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দিন।”^{৭৮}

৬) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকুওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।”^{৭৯} অন্যত্র বলেন,

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ﴾

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দিন।”^{৮০}

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

“আর আপনি নিজকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের রবকে তাঁর

^{৬৯} বুখারী- ৭৪০৫; মুসলিম- ২৬৭৫; মিশকাত- ২২৬৪-২২৬৫।

^{৭০} সূরা আত-ত্বালা-ক্ব : ২।

^{৭১} সূরা আল-আনফাল : ২৯।

^{৭২} তিরমিযী- ২০০৪; ইবনু মাজাহ- ৪২৪৬; মিশকাত- ৪৮৩২।

^{৭৩} সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৯৭।

^{৭৪} মুসলিম- হা. ৭৮৩; বুখারী- ৬৪৬৫; মিশকাত- হা. ১২৪২।

^{৭৫} সহীহ মুসলিম- ১১৮; মিশকাত-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৩৮৩।

^{৭৬} সহীহ মুসলিম- হা. ১৩০/৫৮৮; মিশকাত- হা. ৯৪০।

^{৭৭} সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৮।

^{৭৮} আত তিরমিযী- ২১৪০; মিশকাত- ১০১; মুসলিম- ২৬৫৪।

^{৭৯} সূরা আত-তাওবাহ : ১১৯।

^{৮০} সূরা আল-আ’রাফ : ১২৬।

সম্ভৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।”^{৮১} রাসূল (ﷺ) বলেন, “তোমরা সত্যবাদিতাকে আবশ্যিক করে নাও। কেননা সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে পথ প্রদর্শন করে, আর সৎকর্ম জান্নাতের পথ নির্দেশ করে, কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সত্য সন্ধান করতে থাকলে অবশেষে মহান আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি মহা সত্যবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়।”^{৮২}

৭) মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করা এবং দুনিয়ার উচ্চাকাঙ্খা পরিহার করা : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجُونِي﴾^{৮৩}
 ﴿تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

“অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, হে আমার রব! আমাকে আবার ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি। না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই। তাদের সামনে বারযাখ থাকবে উত্থান দিন পর্যন্ত।”^{৮৪} রাসূল (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি কবর খিয়ারত করতে চায়, সে তা করতে পারে। কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।”^{৮৫}

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنهما) বলেন, “একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আনসারদের জৈনিক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কোন মু’মিন সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। মূলতঃ তারাই হলো সর্বাধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি।”^{৮৬}

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنهما) বলেন, “একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার দেহের একাংশে তাঁর হাত রেখে বললেন, আগন্তুক অথবা পথযাত্রীর ন্যায় তুমি দুনিয়াতে বসবাস করো এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য করো।”^{৮৭}

৮) অধিকহারে তাওবাহু করা : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَبِينًا أِيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”^{৮৮} অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

^{৮১} সূরা আল-কাহফ : ২৮।

^{৮২} সহীছুল বুখারী- হা. ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮২৪।

^{৮৩} সূরা আল-মূ’মিনূন : ৯৯-১০০। আরও- সূরা আল-মুনাব্বিহীন : ১০-১১; সূরা ফা-ত্বির : ৩৭; সূরা আল-আন’আম : ২৮।

^{৮৪} নাসায়ী- ৫৬৫১; ৪৪৩০; তিরমিযী- ১০৫৪; ইরওয়া- ৭৭২।

^{৮৫} সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৫৯; সহীহাহ্- হা. ১৩৮৪।

^{৮৬} বুখারী- ৬৪১৬; আত্ তিরমিযী- ২৩৩৩; মিশকাত- ৫২৭৪।

^{৮৭} সূরা আন-নূর : ৩১।

“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহু করো, বিশুদ্ধ তাওবাহু; সম্ভবতঃ তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।”^{৮৮}

কুরআন ও সুনানহর পরিভাষায় তাওবার অর্থ বিগত গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। “তাওবাতুন নাসূহা”-এর অর্থ এমন তাওবাহু, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি- কেবল আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অর্জন ও ‘আযাবের ভয়ে এবং গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গুনাহ পরিত্যাগ করা। রাসূল (ﷺ) বলেন, “আল্লাহ ততক্ষণ কবুল করেন বান্দার তাওবাহু যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন গর্গরা শব্দ শুরু হয়।”^{৮৯}

উপসংহার : পরিশেষে বিনীতভাবে আহ্বান করি আসুন, আমরা সমস্ত রকমের পাপ ও সীমালঙ্ঘনের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকলে তা আন্তরিকতার সাথে পরিহার করতঃ “তাওবাতুন নাসূহা” সম্পন্ন করি। সদা-সর্বদা মনে মনে মহান আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখি। আমরা যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। আর মৃত্যু আমাদের চিরন্তন, অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ক্ষণস্থায়ী জীবনের সর্বস্তরে পাপ-পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করার চেষ্টা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মৃত্যুকালে কালেমা শাহাদাতের সাথে উত্তম পছায় মৃত্যুবরণকারীগণের কাতারে শামিল করুন -আমীন।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা ও যত্নের প্রতিশ্রুতি!

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানায় ছাত্র ভর্তি চলছে। ঢাকার সন্নিকটে সুবিস্তীর্ণ জমঈয়ত ক্যাম্পাসে অবস্থিত আমাদের ইয়াতিমখানায় আপনার সন্তান বা অধীনস্থ ইয়াতিম শিশুকে ভর্তি করার সুযোগ রয়েছে।

নিরিবিলা ও মনোরম পরিবেশে পারিবারিক আবহে শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য আমরা এক সুশৃঙ্খল এবং সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করি।

শিক্ষার ধরণ : ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়।
 শিক্ষার্থী বয়স : ৫-১২ বছর।

আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি : জন্মনিবন্ধন সনদ, অভিভাবকের পরিচয়পত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানা, কাইচাবাড়ি, বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। ☎ ০১৭১১৬৮৬২২২

^{৮৮} সূরা আত্-তাহরীম : ৮।

^{৮৯} তিরমিযী- ৩৫৩৭; ইবনু মাজাহ্- ৪২৫৩; মিশকাত- ২৩৪৩।

অনুবাদ সাহিত্য / الأدب المترجم :

সংক্ষিপ্ত যাদুল মা'আদ

মূল : ইমাম ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়া (رحمتهما الله تعالى), ভাষান্তর : শাইখ আব্দুর রব আফ্ফান মাদানী*

(কিতাবুস সিয়াম)

(পরিচ্ছেদ : ১) সিয়াম বা রোযা পালন সম্পর্কে নবী (ﷺ)

হেদায়াত বা নির্দেশনা

(সিয়ামের উদ্দেশ্য ও হিকমত)

বিখ্যাত আলেম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়া-এর রচিত 'যাদুল মা'আদ' কিতাবের এটি "কিতাবুস সিয়াম" অংশ। এখানে রোযা বা সিয়ামের আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু রোযা রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো নফস বা আত্মাকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা এবং অভ্যাসগত বিষয়গুলো থেকে তাকে দূরে রাখা; যাতে আত্মার পাশবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সে এমন পবিত্রতার জন্য প্রস্তুত হতে পারে যাতে তার চিরস্থায়ী সুখ নিহিত রয়েছে। সিয়ামের মাধ্যমে আত্মা এমন সব বিষয় গ্রহণ করে যা তাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তার চিরন্তন জীবনের পাথেয় হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাধ্যমে নফসের তীব্রতাকে দমন করা হয় এবং এটি নফসকে অভাবী ও দরিদ্র মানুষের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি শয়তানের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করে দেয় (খাদ্য ও পানীয়ের পথ সংকুচিত করার মাধ্যমে), যা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে এমন সব শক্তির কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে যা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর।

রোযা হলো মুত্তাকীদের লাগাম, মুজাহিদদের ঢাল এবং নেককার ও মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জন্য একটি অনন্য সাধনা। এটি এমন এক 'ইবাদত যা সমস্ত 'আমলের মধ্যে একমাত্র রাব্বুল 'আলামীনের জন্য নিবেদিত। কারণ, রোযাদার কোনো লৌকিকতার জন্য নয়; বরং তার মা'বুদের (মহান আল্লাহর) সন্তুষ্টির জন্যই নিজের খাদ্য, পানীয় এবং প্রবৃত্তি বিসর্জন দেয়।

এটি বান্দা এবং তার রবের মধ্যকার একটি গোপন রহস্য যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মানুষ কেবল দেখতে পায় যে সে পানাহার করছে না, কিন্তু মনের গভীরে মহান আল্লাহর জন্য তার এই ত্যাগের খবর অন্য কেউ পায় না। এটাই সিয়ামের প্রকৃত হাকিকত বা বাস্তবতা।

সিয়ামের একটি বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিকে সুরক্ষা দেওয়ার

ক্ষেত্রে। এটি শরীরকে ক্ষতিকারক উপাদান ও সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য বের করে দিতে সাহায্য করে। তাই সিয়াম হলো তাকুওয়া অর্জনের সবচেয়ে বড় সহায়ক, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকুওয়া (পরহেযগারী) অর্জন করতে পারো।"^১

নবী (ﷺ) বলেছেন : "الصَوْمُ حُنَّةٌ" "রোযা হলো ঢালস্বরূপ।"^২ তিনি সেই ব্যক্তিকে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যার বিয়ের আকাঙ্ক্ষা তীব্র কিন্তু সামর্থ্য নেই; রোযাকে তিনি এই আকাঙ্ক্ষা দমনের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

(সিয়ামের বিধান ও ক্রমবিকাশ)

এখানে সিয়াম বা রোযা ফরয হওয়ার ইতিহাস এবং এর বিভিন্ন বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সিয়ামের ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ ছিল সবচেয়ে নিখুঁত, যা লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত কার্যকর এবং নফসের জন্য সহজসাধ্য।

যেহেতু নফসকে তার অভ্যাস এবং কামনা-বাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাই ইসলামের মাঝামাঝি সময়ে হিজরতের পর রোযা ফরয করা হয়েছে। যখন মানুষের অন্তরে তাওহীদ ও নামায দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল এবং তারা কুরআনের নির্দেশাবলীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তখনই ক্রমান্বয়ে রোযার বিধান দেওয়া হয়।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রোযা ফরয করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকাল পর্যন্ত মোট নয়টি রমাযান রোযা রেখেছিলেন। শুরুতে বিধানটি ছিল ঐচ্ছিক- অর্থাৎ- কেউ চাইলে রোযা রাখবে অথবা চাইলে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে

* সহ-সভাপতি, প্রবাসী জেলা জমিদারত আহলে হাদীস, সৌদি আরব (পূর্বাঞ্চল)। দ্বীরা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।

^১ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৩।

^২ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। পরবর্তীতে এই সুযোগ রহিত করে রোযা রাখাকেই আবশ্যিক (ফরয) করা হয়। তবে অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর জন্য, যারা রোযা রাখতে সক্ষম নন, তাদের জন্য ফিদইয়া বা মিসকিন খাওয়ানোর বিধানটি বহাল রাখা হয়।

অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফিরের (ভ্রমণকারী) জন্য রোযা ভেঙে পরবর্তীতে তা কাজা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী যদি নিজেদের প্রাণের ভয় পান, তবে তারাও রোযা ভাঙতে পারবেন। আর যদি তারা সন্তানের ক্ষতির ভয় পান, তবে কাজা করার পাশাপাশি প্রতিটি রোযার বদলে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ান। (ইসলামের শুরুতে সুস্থ ব্যক্তির জন্যও মিসকিন খাওয়ানোর যে বিধান ছিল, এটি অনেকটা সেরকমই)।

সিয়ামের বিধান তিনটি স্তরে অভিযুক্ত হয়েছে—

প্রথম স্তর : রোযা রাখা বা মিসকিন খাওয়ানোর মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল।

দ্বিতীয় স্তর : রোযা রাখাকে আবশ্যিক করা হয়েছিল; তবে নিয়ম ছিল রোযাদার ব্যক্তি যদি ইফতারের পর ঘুমানোর আগে খাবার না খান এবং ঘুমিয়ে পড়েন, তবে পরবর্তী রাত পর্যন্ত তার জন্য পানাহার হারাম হয়ে যেত। যা তৃতীয় স্তরের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়।

তৃতীয় স্তর : এটিই চূড়ান্ত বিধান যা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে (যেখানে সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে)।

(পরিচ্ছেদ : ২) রমায়ান মাসে নবী (ﷺ)-এর “ইবাদত রমায়ান মাসে নবী (ﷺ)-এর আদর্শ ছিল “ইবাদতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। জিবরা-ঈল (ﷺ) রমায়ান মাসে তাঁর সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও পর্যালোচনা (দাউরা) করতেন। যখন জিবরা-ঈল (ﷺ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি প্রবাহমান বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। তিনি রমায়ানে সাদাক্বাহ, ইহসান (পেরোপকার), কুরআন তিলাওয়াত, নামায, যিকর এবং ইতিকাকফের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন।

তিনি রমায়ানে এমন কিছু বিশেষ “ইবাদত করতেন যা অন্য মাসে করতেন না। এমনকি কখনও তিনি “বিসাল” (একটানা না খেয়ে কয়েকদিন রোযা রাখা) করতেন যাতে তাঁর সময় বেঁচে যায় এবং রাত-দিন “ইবাদতে মগ্ন থাকতে পারেন। সাহাবীগণ তাঁকে বিসাল করতে দেখলে তিনি বলেন :

«إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.»

“আমি তোমাদের মতো নই; আমার রব আমাকে আহাির করার এবং পান করান।”^১ এই আহাির ও পানীয় সম্পর্কে

আলেমদের দু’টি মত রয়েছে— এটি অনুভূতিগত অর্থেই খাবার ও পানীয় যা মুখে গ্রহণ করা হয়।

অধিক গ্রহণযোগ্য মত : এটি হলো আল্লাহ প্রদত্ত আধ্যাত্মিক খাদ্য যা তাঁর অন্তরে প্রশান্তি, মহান আল্লাহর নৈকট্য এবং মুহব্বতের মাধ্যমে আসত। এটি শরীরের খাবারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী যা শরীরকে পুষ্ট রাখে।

রাসূল (ﷺ) উম্মতের প্রতি দয়া করে এবং তাদের উপর সহজ করার উদ্দেশ্যে “বিসাল” (ইফতার না করে টানা রোযা রাখা) করতে নিষেধ করেছেন এবং সেহেরি পর্যন্ত দীর্ঘ করার অনুমতি দিয়েছেন। বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন :

«لَا تُؤَاوِلُوا، فَإِنَّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُؤَاوِلَ، فَلْيُؤَاوِلْ حَتَّى السَّحْرِ.»

‘তোমরা বিরতিহীন রোযা (বিসাল) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বিসাল করতে চায়-ই, তবে সে যেন সেহেরি পর্যন্ত তা দীর্ঘ করে।’^২

ইমাম কুরতুবী (رحمته الله) হাদীসটিতে উল্লেখিত “তবে সে যেন সেহেরি পর্যন্ত তা দীর্ঘ করে” এর ব্যাখ্যায় বলেন : উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটি (হাদীসের নির্দেশটি) মূলত সাহাবীর সময় পর্যন্ত ইফতার বিলম্বিত করার একটি বৈধতা মাত্র। যারা “বিরামহীন রোযা” (সোওমে বিসাল) রাখতে চান, তাদের জন্য এটিই শেষ সময়সীমা। তবে এক দিনকে অন্য দিনের সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ- মাঝখানে কোনো কিছু না খেয়ে টানা কয়েক দিন) রোযা রাখা নিষেধ। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (رحمته الله)-ও একই মত পোষণ করেছেন।^৩

(পরিচ্ছেদ : ৩) রমায়ান শুরু ও শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে নবী (ﷺ)-এর আদর্শ

নবী (ﷺ)-এর আদর্শ ছিল যে, নিশ্চিতভাবে চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা একজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া তিনি রমায়ানের রোযা শুরু করতেন না। যদি চাঁদ দেখা না যেত এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে ত্রিশে শা’বান রাতে চাঁদ দেখা বাধাশ্রু হতো, তবে তিনি শা’বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করতেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিনি ত্রিশতম দিনে রোযা রাখতেন না, কিংবা কাউকে রোযা রাখার নির্দেশও দিতেন না; বরং তিনি শা’বান মাসের সংখ্যা পূর্ণ করার নির্দেশ দিতেন। তাঁর এই ‘আমল তাঁর এই বাণীর সাথে কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক নয় যে, “যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা তার হিসাব

^১ সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৬৭।

^২ ইমাম কুরতুবীর উক্তিটি সূরা আল-বাক্বারাহ’র ১৮৭ নং আয়াত ﴿رَبُّهُمُ أَرْسَلُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾-এর তাফসীর দ্র. -অনুবাদক।

^৩ সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৯৯ ও সহীহ মুসলিম।

নির্ধারণ করে।^১ “কারণ এখানে ‘ক্বাদর’ বা হিসাব নির্ধারণ করার অর্থ হলো গণনা করা (অর্থাৎ- ৩০ দিন পূর্ণ করা)। যেমনটি সহীহুল বুখারীর অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে— “তোমরা শা’বান মাসের সংখ্যা (৩০ দিন) পূর্ণ করো।”

তাঁর (ﷺ) সূন্যাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, তিনি একজন মুসলমানের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রমায়ানের রোযা শুরু করার নির্দেশ দিতেন, কিন্তু রোযা শেষ করার (ঈদুল ফিতরের) ক্ষেত্রে দু’জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন।

তাঁর (ﷺ) আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, যখন দু’জন সাক্ষী ঈদের নামায়ের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিত, তখন তিনি সবাইকে রোযা ভাঙার (ইফতার করার) নির্দেশ দিতেন এবং পরবর্তী দিন তার যথা সময়ে ঈদের নামায় আদায় করতেন।

(পরিচ্ছেদ : ৪) ইফতার ও সাহরীর সূন্যাহ

নবী (ﷺ)-এর আদর্শ ছিল দ্রুত ইফতার করা এবং সাহরী দেয়তে করা। তিনি মানুষকেও ইফতার দ্রুত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং সাহরী খাওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা ও দেয়তে খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন।

ইফতারের পদ্ধতি : তিনি নামায় পড়ার আগেই ইফতার করতেন। তিনি সাধারণত ‘ক্বতাব’ (তাজা খেজুর) দিয়ে ইফতার করতেন, তা না থাকলে শুকনা খেজুর (তামর), আর তা ও না থাকলে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে ইফতার করতেন। এটি উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া ও হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার প্রমাণ।

ইফতারের দু’আ : যখন তিনি ইফতার করতেন বলতেন,

«ذَهَبَ الظَّمَاُ وَأَبْتَلَّتِ العُرْوُوقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.»

উচ্চারণ : ‘যাহাবায় যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইন্ শা-আল্লাহ।’ অর্থ : ‘তৃষ্ণা নিবারিত হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং ইন্ শা-আল্লাহ সওয়াব নির্ধারিত হলো।’^২

রোযাদারের আচরণ : তিনি রোযাদারকে অশ্লীল কথা, শোরগোল এবং গালিগালাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। যদি কেউ তাকে গালি দিত, তবে তিনি বলতে বলতেন : «إِنِّي صَائِمٌ.» “আমি রোযাদার।”^৩

^১ সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

^২ সুনান আবু দাউদ- আলবানী, হা. ২৩৫৭, হাসান।

^৩ বুখারী- হা. ১৮৯৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১২৩/১১২৭।

সাণ্ডাহিক আরাফাত

রমায়ান ও ঈদুল ফিতরের বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রকাশিতব্য সাণ্ডাহিক আরাফাত-এর বিশেষ ঈদ সংখ্যার জন্য আহলে ইল্ম, দাঈ, গবেষক ও চিন্তাশীল লেখকবৃন্দের নিকট থেকে মানসম্মত, দলিলভিত্তিক ও মৌলিক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

◆ লেখার বিষয়বস্তুর ধরন ◆

১. ‘আক্বীদাহ্‌ভিত্তিক প্রবন্ধ : ▶ কুরআন ও সহীহ সূন্যাহর আলোকে সালাফী ‘আক্বীদাহ্‌ ▶ তাওহীদের প্রকারভেদ ও তার গুরুত্ব ▶ শিরক, বিদ’আত ও ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্‌ -পরিচয় ও পরিণতি ▶ আহলে সূন্যাহ ওয়াল জামা’আতের ‘আক্বীদাহ্‌।

২. সালাফে সালাহীন ও মানহাজ বিষয়ক লেখা : ▶ সালাফে সালাহীনের মানহাজ ও তা অনুসরণের অপরিহার্যতা ▶ মানহাজে সালাফের মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য ▶ ইখতিলাফের আদব ও দলাদলি থেকে বাঁচার উপায়।

৩. ঈদ ও ‘ইবাদতকেন্দ্রিক প্রবন্ধ : ▶ ঈদুল ফিতরের শিক্ষা ও তাৎপর্য ▶ ঈদের সূন্যাহসমূহ ও প্রচলিত বিদ’আত ▶ রমায়ানের পর ইবাদতের ধারাবাহিকতা ▶ আনন্দ ও উৎসবে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

৪. দা’ওয়াত ও সংস্কারমূলক লেখা : ▶ তাওহীদ ও সূন্যাহ্‌ভিত্তিক দা’ওয়াত ▶ শিরক ও বিদ’আতবিরোধী দা’ওয়াতের কৌশল ▶ পরিবার ও সমাজ সংস্কারে দা’ওয়াত দায়িত্ব।

৫. উম্মাহর সমসাময়িক সমস্যা ও সমাধান : ▶ বর্তমান উম্মাহর ‘আক্বীদাগত ও নৈতিক সংকট ▶ সামাজিক অবক্ষয় ও তার শরয়ী সমাধান ▶ তরুণ সমাজের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়।

৬. নসীহত ও আত্মশুদ্ধিমূলক প্রবন্ধ : ▶ তাকুওয়া, ইখলাস ও ‘আমলের পরিপূর্ণতা ▶ আখলাক ও চরিত্র গঠনে সালাফদের দৃষ্টান্ত ▶ ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের নসীহত।

◆ লেখার শর্তাবলি ◆

▶ লেখা অবশ্যই সালাফে সালাহীনের ‘আক্বীদাহ্‌ ও মানহাজের আলোকে প্রণীত হতে হবে। ▶ কুরআন, সহীহ হাদীস ও সালাফের বুঝ অনুযায়ী দলিলভিত্তিক আলোচনা থাকতে হবে। ▶ বিদ’আত, কুসংস্কার ও মনগড়া মতবাদ পরিহার করতে হবে। ▶ ভাষা শুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও শালীন হতে হবে। ▶ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত নয় -এমন মৌলিক লেখা অগ্রাধিকার পাবে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ০২ মার্চ-২০২৬ ঈ.

লেখা পাঠানোর মাধ্যম : ✉ weeklyarafat@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ/অন্যান্য : 01834801870

প্রাপ্ত লেখাসমূহ সাণ্ডাহিক আরাফাত-এর সম্পাদনা পরিষদের নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন, প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদনা অথবা বর্জন করা হবে।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সবাইকে সহীহ ইল্ম ও খালিস নিয়তে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দিন -আমীন।

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন :

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রাহিমুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

[তৃতীয় পর্বা]

শৈশব ও কৈশোর জীবন : ইবনুল জাওয়ীর শৈশবকাল তাঁর পৈত্রিক নিবাসেই কাটে। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর পিতা ইত্তিকাল করলে শৈশবেই তিনি পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন।^১ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর লালন-পালন করেন তাঁর মাতা এবং ফুফু উভয়ে। তাঁদের তত্ত্বাবধানেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়।^২ অবশ্য ইবনুল জাওয়ীর জীবনীকার খ্যাতনামা পণ্ডিত ‘আব্দুল ‘আযীয আল-গায়ুলী লিখেছেন যে, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতা তাঁকে তাঁর ফুফুর কাছে রেখে অন্যত্র চলে যান এবং তাঁর ফুফু তাঁকে লালন-পালন করেন।^৩ ইবনুল জাওয়ী বলেন, শৈশবকালে আমার যত্নে আমার মায়ের কোনো অংশ নেই। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখনও আমার আকল হয়নি আর আমার মা আমার প্রতি কোনো লক্ষ্যই করেননি।^৪ কি কারণে তাঁর মাতা তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর মাতা দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে চরিতকারগণ কোনো তথ্যই পরিবেশন করেননি।

ইবনুল জাওয়ী (রাহিমুল্লাহ) তাঁর পরিবার ও পিতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, আমার পিতা সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে আমার সন্তানেরা! জেনে রেখো আমরা হলাম আমিরুল মু‘মিনীন আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাহিমুল্লাহ)‘র সন্তান। আর আমাদের

পূর্ববর্তীগণ সবাই ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।^৫ তিনি আরো বলেন, বৎস তুমি এটাও জেনে রেখো নিশ্চয় আমার পিতা একজন ব্যবসায়ীক হিসেবে ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি এক হাজার মুদ্রা রেখে যান।^৬

শিক্ষাজীবন : ইবনুল জাওয়ীর ছয় বছর বয়সে তাঁর ফুফু এবং মা তাঁকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনু নাসির আল ফকীহ আল-লাগবীর নিকট নিয়ে যান।^৭ এখানে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে অল্প সময়ের মধ্যে কুরআনুল কারীম মুখস্ত করেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন।^৮ এ সময় তিনি তাজবীদ শাস্ত্রের উপরও বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন।^৯ এ সময়ে তিনি বড় বড় কিতাব শ্রবণ করেন। ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রাহিমুল্লাহ)-এর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি বড় নিয়ামত যে, তিনি ‘ইল্মের পথের উপর ছিলেন।^{১০} তিনি সিবত আল-খিয়াতের নিকট কুরআনা এবং আবু মানসুর আল-জাওয়ালিকির নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িককালে হাদীস শিক্ষার জন্য কোনো ভ্রমণ করেননি; বরং তিনি হাদীস বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেমন মুসনাদুল ইমাম আহমাদ, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আরবা‘আ এবং তাবাকাতু ইবনু সা‘দ প্রভৃতি গ্রন্থ মুখস্ত করেন।^{১১} তবে দায়িরাতুল মা‘আরিফ

* প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।

^১ আল-মুত্তাফাদু মিন যায়লি তারিখি বাগদাদ, পৃ. ৪১৮।

^২ সিয়রু আ‘লামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮; ইবনুল জাওয়ী, পৃ. ২০; তারীখে দা‘ওয়াত ওয়া ‘আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫; দায়িরাতুল মা‘আরিফিল ইসলামিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭; ইবন রজব, আয-যায়ল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।

^৩ ইবনুল জাওয়ী, পৃ. ২০; সিয়রু আ‘লামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭।

^৪ ইবনুল জাওয়ী (রাহিমুল্লাহ), কিতাবু সাযাদিল খাতির, পৃ. ৪৭; কিতাবুল মাওযু‘আত মিনাল আহাদীছিল মারফু‘আত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

^৫ নুফতাতুল কাবাদ ফী নাসীহাতিল ওয়ালাদ, পৃ. ৪৮।

^৬ নুফতাতুল কাবাদ ফী নাসীহাতিল ওয়ালাদ, পৃ. ৪৭।

^৭ কেউ কেউ বলেন, তাঁর ফুফুর পরিবর্তে তাঁর ফুফা (আবুল বারাকাত) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনু নাসিরের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন। আল-মুত্তাফাদু মিন যায়লি তারিখি বাগদাদ, পৃ. ৪১৭-৪১৭।

^৮ আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯; তারীখে দা‘ওয়াত ওয়া ‘আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫; সিয়রু আ‘লামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

^৯ তারীখে দা‘ওয়াত ওয়া ‘আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫।

^{১০} কিতাবুল মাওযু‘আত মিনাল আহাদীসিল মারফু‘আত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

^{১১} সিয়রু আ‘লামিন নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

আল-ইসলামিয়ায় গ্রহে^১ হাদীস সংগ্রহ এবং শিক্ষার জন্য তার যে ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।^২ ইবনুল জাওয়ী সহপাঠীদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ হলেও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণে তিনি সকল শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ইবনুল জাওয়ী বলেন, আমি যখন লাইব্রেরীতে পড়াশুনা শুরু করি তখন আমার বয়স হয়েছিল ছয় বছর।^৩ তিনি আরো বলেন, আমার বড় বড় কিশোর বন্ধু ছিল আমার মনে নেই আমি কবে তাদের সাথে খেলাধুলা করেছি, কবে তাদের সাথে হাসি-তামাসা করেছি অথচ তখন আমার বয়স সাত বছর ছিল।^৪ ফলে দজলার তীরে কিংবা রাস্তায় খেলাধুলা করা, অনর্থক সময় ব্যয় করা, উচ্চস্বরে হাসা, বাগাড়ম্বর প্রভৃতি বিষয় তিনি সর্বদা বর্জন করে চলতেন। সময়ের গুরুত্ব প্রদান, গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন, নিয়মিত শিক্ষকদের দারসে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।^৫ ইবনুল জাওয়ী বলেন, আমি শায়েখদের দারসে বসতাম তারা যখন সিরাত বিষয়ে পড়াতেন আমি খুব ভালো করে শ্রবণ করতাম এবং বাসায় গিয়ে লিপিবদ্ধ করতাম।^৬ তিনি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর তাঁর জ্ঞান চর্চাকে সীমিত করেননি; বরং ইসলামে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রয়াশ চালিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি এমন একজন মানুষ যে আমার নিকট শিক্ষা অর্জন করাটাই প্রিয় হয়ে গেল সেই ছোটকাল থেকেই ফলে আমি মগ্ন হয়ে গেলাম। যদিও প্রত্যেকটি বিষয়ে হয়তোবা আয়ত্ত্ব করা কঠিন তবুও তা শিক্ষা করার জন্য আমার রয়েছে অদম্য অভিপ্রায় ও ইল্লিতঅভিলাষ। এই স্পৃহা বয়সকে করতে পারে অপারগ। আমি অনেক পণ্ডিতকে দেখেছি তারা কোনো এক বিষয়ে পারদর্শী কিন্তু অন্য আরেকটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমি তাকে জ্ঞান সম্ভারদীপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করি না। যেমন-অনেক মুহাদ্দিস ফিকহ জানেন না তদ্রূপ ফিকহবীদ হাদীস জানেন না। আমি এরূপ অপছন্দ করি না। আমি সাহসিকতার অভাবকে এর কারণ হিসেবে মনে করি। আমি বিদ্যা অর্জনের

জন্য সর্বোচ্চ পরিশ্রমকে ব্যয় করায় বিশ্বাস করি। যাতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান পারঙ্গমতা অর্জিত হয়।^৭ ইবনুল জাওয়ীর জ্ঞান সাধনা বিশেষ কোনো শাখায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা-সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে।^৮ তিনি সমকালীন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। হাদীস সম্পর্কে তাঁর এত গভীর জ্ঞান ছিল যে, তিনি দাবি করে বলতেন প্রতিটি হাদীস সম্পর্কেই তিনি বলতে পারেন- হাদীসটি সহীহ, হাসান না-কি মাওযু'।^৯ নতুন নতুন বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি ইতিহাস, ঐতিহ্য, পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণ, শৌর্য-বীর্য, 'ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি এ সকল বিষয়ে বিশ হাজারেরও বেশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।^{১০} এছাড়াও সমকালীন খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী থেকে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। নিম্নে কয়েকজন প্রথিতযশা শিক্ষকমণ্ডলীর আলোচনা করা হলো-

শিক্ষকমণ্ডলী : ইবনুল জাওয়ী সমকালীন অনেক প্রথিতযশা 'আলেমগণের নিকট থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।
[পরবর্তী অংশ ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

^১ মূল আরবী :

اننى أروم من العلم ما اتيقن إني لا أصل اليه بعيد -

ড. ইবনুল জাওয়ী, সায়দুল খাতির, ড. 'আব্দুর রহমান আল-বাবর (আল-মানসুরাহ: দারুল ইয়াকীন, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩২৪-৩২৫।

^২ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২; দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭; ইবনুল জাওয়ী, পৃ. ২৩ ও ৩৫; ইবনুল জাওয়ী, সায়দুল খাতির, সম্পাদনা : ড. 'আব্দুর রহমান আল বাবর, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

^৩ তারিখে দা'ওয়াত ওয়া আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫-২২৭।

^৪ ইবনুল জাওয়ী, পৃ. ২৪; তারিখে দা'ওয়াত ওয়া আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-২২৭। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন,

ولو قلت انى طالعت عشرين الف مجلد كان اكثر وانا بعد فى الطلب فاستفدت بانظر فيها من ملاحظة مسير القوم و قدر همهم و حفظهم وعبادتهم و غرائب علومهم مالا يعرفه من لم يطالع فرصت استزرى ما للناس فيه و احتقرهم الطلاب.

ড. সায়দুল খাতির, সম্পাদনা : ড. 'আব্দুর রহমান আল বাবর, পৃ. ৫৫৭।

^১ দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়াহ (আরবী), ১ম খণ্ড (কিতাবুশ শ'আব, ১৯৯৩ খ্রি.) পৃ. ২৪৩।

^২ ইবনুল জাওয়ী, পৃ. ২১।

^৩ কিতাবুল মাওযু'আত মিনাল আহাদীসিল মারফু'আত, ১ম খণ্ড, পৃ ১১।

^৪ প্রাণ্ডক্ত।

^৫ তারিখে দা'ওয়াত ওয়া আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫-২২৬।

^৬ কিতাবুল মাওযু'আত মিনাল আহাদীসিল মারফু'আত, ১ম খণ্ড, পৃ ১২।

قصص الحديث / ক্বাসাসুল হাদীস :

ইয়াহুদী সরদারকে হত্যা : প্রজ্ঞার প্রতিফলন

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

কোনো একদিন রাসূল (ﷺ) বললেন, কে (ইয়াহুদী সর্দার) কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করতে পারবে? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনেক অনেক কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) উঠে বললেন, ইয়া রাসূল (ﷺ)! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তখন বললেন, তাহলে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইলে আমাকে তা বলার অনুমতি প্রদান করবেন? নবী (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, বলতে পার। এরপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) কা'ব ইবনু আশরাফ ইয়াহুদীর কাছে গিয়ে বললেন, এ লোকটি [রাসূল (ﷺ)] আমাদের কাছে শুধু সাদাক্বাহ্ চায়। আর আমাদেরকে সে জ্বালাতন করছে, আজ আমি তোমার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। তখন কা'ব ইবনু আশরাফ তাকে বলল, আরে, এখনি জ্বালাতনের কি দেখেছ, পরে সে তোমাদেরকে আরো অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলবে! মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তখন বললেন, সে যাই হোক, আমরা তো তাকে মেনে নিয়েছি। শেষ পরিণাম কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভালো মনে করি না। আমি এখন তোমার নিকটে এক ওয়াসাক বা দু'ওয়াসাক পরিমাণ খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফইয়ান বলেন, 'আমর ইবনু দীনার আমার কাছে হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি এক ওয়াসাক বা দু'ওয়াসাক শর্ত উল্লেখ করেননি। তাই তাকে আমি মনে করিয়ে দিলাম, এ হাদীসে তো এক ওয়াসাক বা দু'ওয়াসাক কথাটি আছে। তিনি বললেন, আমি মনে করি তাতে এক ওয়াসাক বা দু'ওয়াসাক কথাটি উল্লেখ আছে। যা হোক, কা'ব ইবনু আশরাফ তখন বলল, ঋণ তো পেয়ে যাবে, তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তখন বললেন, আচ্ছা! তুমি কি জিনিস বন্ধক চাও? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) বললেন, তুমি আরবের সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি, তোমার কাছে আমাদের স্ত্রীদের কিভাবে বন্ধক রাখা যেতে পারে? সে তখন বলল, তাহলে তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) বললেন, আমাদের ছেলে-সন্তানদেরকেই বা কিভাবে বন্ধক রাখা যেতে পারে? তাহলে পরবর্তী সময়ে লোকেরা সুযোগ পেয়ে তাদেরকে খোঁটা দিয়ে বলবে, "তোমাদেরকে মাত্র এক বা দু'ওয়াসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল।" এটা আমাদের জন্য লাঞ্ছনাকর অপমানজনক; বরং আমরা আমাদের তলোয়ার (লামা) বন্ধক রাখতে পারি। সুফইয়ান বলেন, (লামা) শব্দের অর্থ তলোয়ার। সুতরাং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ পুনরায় যাওয়ার অঙ্গীকার করে চলে আসেন। দ্বিতীয় বার মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) আবু নায়ীলাকে (কা'ব ইবনু আশরাফের দুধ ভাই) সাথে নিয়ে রাতের বেলা তার কাছে যান। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নেয়। রাতের

বেলা তাদের কাছে আসার সময় কা'বের স্ত্রী তাকে বলল, এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ভয়ের কোনো কারণ নেই। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ ও আমার দুধ ভাই আবু নায়ীলাহ্ এসেছে, তাদের কাছে যাচ্ছি। বর্ণনাকারী সুফইয়ান বলেন, 'আমর ইবনু দীনার ব্যতীত এ হাদীসের অন্য বর্ণনাকারীগণ এতটুকু কথা বেশি সংযোগ করে বর্ণনা করেছেন, কা'ব ইবনু আশরাফের স্ত্রী বলল, এ ডাকে যেন রক্তের গন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, আরে কিছু না। আমার ভাই মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ এবং দুধ ভাই আবু নায়ীলাহ্ ডাকছে। আর বংশগত অভিজাত ব্যক্তিকে রাতের বেলায় বর্শাবিন্দ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত। বর্ণনাকারী 'আমর ইবনু দীনার বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তার সঙ্গে আরো দু'ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছিলেন। বর্ণনাকারী সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আমর ইবনু দীনার কি তাদের দু'জনের নাম বলেছিলেন? উত্তরে সুফইয়ান বললেন, একজনের নাম বলেছেন।

'আমর বলেছেন, তিনি তার সাথে দু'জন লোক নিয়ে আসেন। অন্যরা বলেছেন, তিনি আবু 'আবস ইবনু জাবর, হারিস ইবনু আউস ও 'আব্বাদ ইবনু বিশরকে সাথে করে নিয়ে আসেন। 'আমর ইবনু দীনার বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তাঁর সঙ্গী দু'জনকে বলে রেখেছিলেন, যখনই কা'ব ইবনু আশরাফ আসবে, তার মাথার চুল ধরে আমি গুঁকতে থাকব। সে সময় তোমরা দেখতে পাবে, আমি খুব শক্ত করে তার মাথার চুল মুষ্টিবদ্ধ করেছি, অমনি তোমরা তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করবে। তিনি আরো বললেন, একবার আমি তোমাদেরকেও গুঁকাব। অতঃপর কা'ব ইবনু আশরাফ শরীরে চাদর জড়িয়ে যখন তাঁদের কাছে আসে, তার শরীর থেকে তখন সুগন্ধ বের হচ্ছিল। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তাকে দেখে বললেন, এত উত্তম সুগন্ধ এর আগে আমি কোনোদিন দেখিনি। এ স্থলে 'আমর ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ এতটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন, "তখন কা'ব তাকে বলল, বর্তমানে আমার কাছে 'আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ও সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী নারী আছে।" 'আমর বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তখন কা'বকে বললেন, আমাকে তোমার মাথা গুঁকতে অনুমতি দিবে কি? সে বলল, হ্যাঁ! অবশ্যই দেব।

তারপর তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্) তার মাথার ঝ্রাণ গুঁকলেন এবং সাথীদেরকেও গুঁকালেন। তারপর আবার বললেন, আমাকে আরেকবার গুঁকার অনুমতি প্রদান করবে কি? সে বলল, হ্যাঁ! এবার মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) তার মাথার চুল দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে সঙ্গীদেরকে বললেন, এবার নাও। আর তখনই তাঁরা তাকে হত্যা করেন এবং নবী (ﷺ)-এর কাছে ফিরে এসে এ সংবাদ জানান। (বুখারী- ৪০৩৭)

ত্রাত / ঐতিহ্য :

সৌদিতে রমাযান মাস

অধ্যাপক ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম (সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস)

তারাবিহ সলাত : রমাযান মাসে ‘ইশার সলাতের পর পরই তারাবিহর আট রাকা’আত ও তিন রাকা’আত বিতর (আরবগণ বলেন ওয়েতের) মোট ১১ রাকা’আত জামা’আতে আদায় করা হয়। সৌদি আরবে শুধু পবিত্র হারামাইনে অর্থাৎ- কা’বা ও মসজিদে নব্বীতে জামা’আতে দুই ইমাম কর্তৃক তারাবিহ (১০ + ১০) বিশ রাকা’আত আদায় করা হত। কোভিড মহামারীর পর থেকে ১০ রাকা’আত আদায় করা হয় এবং এখনও চলমান। আমি আর আর শহরে থাকতাম। সেখানে কোনো মসজিদে তারাবিহতে আল-কুরআন খতম হতো না। কোনো কোনো মসজিদে দেখেছি ইমাম সাহেবের পিছনে মুজাদির কাতারে সলাতরত অবস্থায় একজন তরুণ (সম্ভবত ছাত্র) ছোট একটি কুরআন খুলে ডান হাতে ধরে চোখ বুলিয়ে নিতে। সম্ভবত ইমামের কিরাতের কোনো ভুল হয় কি-না দেখার জন্যে। সলাতরত অবস্থায় সেই তরুণটি প্রয়োজনে কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে নিতেন। রুকু’-সিজদার পূর্বে পকেটে রাখতেন। আবার কোথাও দেখেছি ইমাম সাহেবের সামনে ডান পার্শ্বে রস্তুম (বজ্রতার জন্য কাঠ নির্মিত উঁচু টেবিল)-এর ওপর একটা বড় কুরআন খুলে রেখে দেখে দেখে তিলাওয়াত করছেন। সলাতরত অবস্থায় তিনি ডান হাত দিয়ে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে নিচ্ছেন। প্রতি মসজিদে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য ব্যবস্থা আছে। এখানে বিতের নামাযে রুকু’ থেকে ওঠে হাত তুলে মুনাযাত করা হয় কান্নাজড়িত কণ্ঠে দীর্ঘক্ষণ। ইমামের এই মুনাযাত সমস্ত ক্ষমার আকাঙ্ক্ষী মুসল্লীদের অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনা ও অশ্রুসজল করে। সৌদিতে বিশ রমাযানের পর হতে রাতের কেয়ামের সলাত ৮ রাকা’আত সাহরীর আগ পর্যন্ত মসজিদে জামা’আতে আদায় হয়।

রমাযান মাস এলে সৌদি আরবের অফিস, ব্যাংক, হাসপাতাল প্রভৃতির সময়সূচি পরিবর্তন হয়। রমাযান মাসে এটা পরিবর্তন হয়ে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা আবার রাত ৯টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত। দু’বার আমাদের হাসপাতালে যেতে হতো এবং দু’বার হাসপাতালে আমরা রোগী দেখতাম। রমাযানের শেষ দশকের প্রতি রাতে ‘ইশার সলাতের পর শুধু আট রাকা’আত তারাবিহ জামা’আতে আদায় করে সবাই চলে যান। পুনরায় রাত একটায় নারী-পুরুষ আলাদাভাবে হাজির হন ফিয়ামুল লাইল আরো আট রাকা’আত ও বিতর (ওয়েতের) তিন রাকা’আত জামা’আতে আদায় করতে।

ওয়েতের/বিতর : বিতর সলাতে সূরা আল-ফাতিহাহ’র পর প্রথম রাকা’আতে সূরা ‘আলা- এবং দ্বিতীয় রাকা’আতে সূরা আল-কা-ফিরকন পড়ে সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকা’আতে সূরা আল-ফাতিহাহ’র পর সূরা আল-

ইখলা-স পড়েন। কদাচিৎ ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ- এক টানায ৩ রাকা’আতও আদায় করতেন। মাগরিবের মতো ৩ রাকা’আত আদায় করে না। রুকু’র পর দাঁড়িয়ে উভয় হাত তুলে একাধিক দু’আয়ে কুনুতের পর বহু লম্বা লম্বা ও ছোট ছোট দু’আ দীর্ঘক্ষণ পড়েন, কান্নাকাটি করেন অতঃপর হাত মুখমণ্ডল না মুছে সিজদায় যান। মুখমণ্ডলে হাত না মুছার কারণ সম্পর্কে ঐ দেশের আলেমগণ বলেন, রাসূল (ﷺ) হাত তুলে দু’আ করেছেন এটা প্রমাণিত কিন্তু তিনি মুখমণ্ডল মুছতেন এটা প্রমাণিত নয়।

ইফতার : ইফতার ও মাগরিবের আযান সূর্য ডুবার সাথে সাথে দেয়া হয়, মনে হয় দিন এখনও শেষ হয়নি। মরুভূমির দেশ গাছপালা, বন-জঙ্গল নেই বিধায় সূর্য ডুবে গেলেও কিছুটা আলোকিত থাকে। ফলে মনে হয় সূর্য ডুবেনি। প্রতিটি মসজিদে সরকারী লোকজন কিংবা স্থানীয় কেউ ইফতারী হিসেবে বিশাল আকারের খালাতে খেবসা (বাসমতি চালের পোলাও সাথে দু’ থেকে চারটা আস্ত মুরগীর রোস্ট), কয়েকটি কোক, স্প্রাইট, সেভেন আপ, ফলের রসের ক্যান, খেজুর ও অন্যান্য ফল ইত্যাদি দিয়ে যান। মসজিদে ছাদে কিংবা মসজিদের ভিতরে ঐ সরবরাহকৃত ইফতার সামগ্রী দিয়ে সৌদি ছাড়া বাকীরা ইফতারী করে থাকেন। সৌদিরা বাসা বাড়ীতেই ইফতারী করে থাকেন। মসজিদে সৌদিদের ইফতারী করতে দেখিনি। দুঃখের বিষয় সরবরাহকৃত খাবারের অর্ধেকের বেশি থেকে যায় এবং ফেলে দেয়া হয়। কেননা ঐ খাদ্য নেওয়ার কেউ নেই। এই খাদ্য ফেলে দেয়ার দৃশ্য আমি ওখানে বহুবার বহু স্থানে দেখেছি এবং কষ্ট পেয়েছি। এটা ঐ দেশের দৈনন্দিন ঘটনা। সৌদি আরবে রমাযান মাসব্যাপী বেশিরভাগ মসজিদগুলোতে সৌদিদের উদ্যোগে রোযাদারদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ইফতারের আয়োজন উঁচুমানের। এ মাসে আরবরা দু’হাত ভরে দান-সাদাকাহ করে থাকেন। মাইকে এ্যানাউন্স করে প্রদর্শনীমূলকভাবে লাইন ধরিয়ে দান সামগ্রী বিতরণ করতে দেখা যায় না। মহান আল্লাহর পথে অর্থ দানের প্রতিযোগিতা ভোগ নয়; বরং ত্যাগেই সুখ। ইফতার ও দানের এই চিত্র মক্কা ও মদীনার হারাম শরীফদ্বয়েও দেখা যায়। বড় বড় কোম্পানীগুলোর পক্ষ থেকেও এখানে রোযাদারদের জন্য খাবার বিতরণ করা হয়। ইফতারের সময় হারাম শরীফে একজন অন্যজনকে প্রাধান্য দেয়। অনেকটা জোর করে ইফতারে শরীক করানো দেখে মনে হয় হাজার বছর ধরে বংশ পরম্পরায় ধারণ করা অতিথৈয়তার গুণটি তারা এখনও নিজেদের মধ্যে ধরে রাখছে।

قصة فلسطين / ফিলিস্তিনের গল্প :

অতৃপ্ত ইফতার

সুপ্ত রায়হান সজিব (সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুবান)

“আম্মা, আজ মাকলুবা রান্না কইরো। আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। আজকে আর “না” বইলো না, প্লিজ।”... মাকে জড়িয়ে ধরে আবদার করে ‘আয়িশাহ্। মায়ের মন বিষন্নতায় ভরে উঠে। এই আবদার সে কয়েকদিন যাবৎ রোজ শুনে আসছে। কিন্তু মেটাতে পারছে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে যেখানে মাথা পোঁজার ঠাই নেই, উপাদেয় খাদ্য সেখানে বিলাসিতা বৈ কিছু নয়। কোনোমতে অশ্রু পারাবারে বাঁধ দিয়ে মুচকি হেসে মেয়েকে সান্তনাস্বরূপ বললেন : “আজ হবে না রে মা। দেখছিস না ইফতারের সময় ঘনিয়ে এলো। বাজারে যেতে না যেতেই পথিমধ্যে আযান দিয়ে ফেলবে। এই অল্প সময়ের মাঝে কিভাবে রান্না করি বলো? “মুলুখেয়া” দিয়ে না হয় আজকের ইফতারটা সেরে ফেলি?”

‘আয়িশাহ্ রোজকার দিনের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো। কিন্তু কোনো এক অচেনা অনুভূতির উদ্ভবে হৃদয়ের বাঁ পাশটায় হালকা মোচড় দিয়ে উঠলো। অতৃপ্ত রসনা সমুদ্রে ধৈর্যের তরী ইচ্ছের তীব্র হাওয়ায় মাঝে মাঝে গতি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু বিবেক নামক দমকা হাওয়ার তোড়ে তরী তটেই ফিরে আসে। গভীর মুখ নিয়ে তাঁবুর জানালা খুলে বিছানায় বসে ভাবনার স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে যায়। যে রাজ্যে কোনো দুঃখ নেই, আছে শুধুই কোমল সুখের স্পর্শ।

“মুলুখেয়া” নিয়ে মা তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলেন। এটাই আজকের ইফতারের একমাত্র উপজীব্য। ‘আয়িশাহ্ পাশের প্রতিবেশী তাঁবু হতে এক বোতল পানি চেয়ে আনলো। দু’জনে ইফতার সামনে নিয়ে বসে মহান আল্লাহর নাম জপছে। হঠাৎ গ্লেটভর্তি মুলুখের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠলেন মা। ‘আয়িশাহ্ হতবিস্মল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো।

বিবেকের কাঠগড়ায় তিনি আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সত্যের সারথি হয়ে অভাবের তাড়নায় মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। মুলুখের নামে তাঁর আট বছর বয়সী পঙ্গু কন্যাকে খবিজা নামক বন্য লতা, জরদ ঘাস ও লেবুর রস একত্রে সিদ্ধ করে খাওয়াচ্ছেন। জঠর জ্বালা সইতে না পেরে নিজেও খাচ্ছেন। রমাযানের প্রথম দিনে, মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা কাঁটায়ুক্ত ক্যাকটাসের ভেতরকার পানসে অংশ দিয়ে ইফতার

করেছিলেন। আজ সেহরীতে কিছুই জোটেনি। মা ও মেয়ে শুধুমাত্র এক মশক পানি পান করে রোযা রেখেছেন।

প্রতিনিয়ত এমন কষ্টকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে পুরো ফিলিস্তিনবাসী। এ বছর যুদ্ধ-বিরতির মাঝেই শুরু হয়েছে মহিমাশিত রমাযান। ইহুদিদের নগ্ন বসন্তকালীন উৎসব পাসোভার চলমান, তাই রমাযান মাসের দোহাই দিয়ে ওরা এই যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর করতে মরিয়া। এটা তো মামুলি প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু, যুদ্ধ-বিরতির পেছনে আরো অনেক গুণ্ড পরোক্ষ কারণ বিদ্যমান।

মূলত, বেনগুরিয়নের বেহায়া উত্তরসূরীরা যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠেছে, এখন ওদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রয়োজন। কন্ট্রোল রুমের ড্রোন নিয়ন্ত্রণকারী রক্তপিপাসু হায়নারা মিসাইল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এখন ওদের পতিতা নারীর সুডৌল দেহ ভোগ করা প্রয়োজন। ১৫টি মাস ধরে গাজার বুকে ইসরাঈলি দখলদার বাহিনী নারকীয় হত্যায়ুক্ত চালিয়ে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এখন ওদের বারে গিয়ে বোতলের পর বোতল রেড ওয়াইন সাবাড় করা প্রয়োজন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ওদের বেহাল দশা। এই মিথ্যা কথাটা ওরা সহজভাবে বলতে পারে না। তাই বিশ্রাম পর্ব সারতে যুদ্ধ বিরতির নাটক সাজিয়েছে। ওদের এই ভীমরতি বুঝতে পেরেছে হামাস। ওরা এই স্বল্প যুদ্ধবিরতির আহ্বান মেনে নেয়নি ও ইসরাঈলি বন্দীদের মুক্তি দেয়নি। তাই যে কোনো সময় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠতে পারে। এতো উদ্বেগ, আতংক ও খাবারের অভাবের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন করছেন সাধারণ মানুষ। না খেয়ে যাদের দিন কাটে তাঁদের কাছে সংযম নতুন কিছু নয়; বরং এটা নিত্যকার ব্যাপার।

তবুও সবাই সৃষ্টিকর্তার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। শুকরিয়া তো এজন্য যে সেহরী ও ইফতারের সময় মিসাইলের আঘাতে কাঁপে না জমিন। শোনা যায় না স্বজন হারানো মানুষের গগনবিদারী আত্ননাদ।

কয়েকবছর আগের কথা মনে পড়ে। গাজায় তখন দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি চলছিল।

সেইবার রমাযানে ফিলিস্তিন জুড়ে প্রবাহিত হয়েছিল আনন্দের ফোয়ারা। মাকলুবাব চাইতে অনেক দামী খাবার রান্না হতো।

পরিবারের সবাই মিলে সোমাগিয়া, মাফতাউল, মোসাখান, মানসাফ, হুন্না, বিভিন্ন আচার ও সালাদ দিয়ে সেহরী ও ইফতার করতে।

খাওয়ার মাঝে মাঝে পান করতো পুরনো জেরঞ্জালেমের জনপ্রিয় জুস তামারিন। সেহরিতে ভারী খাবারের পর পনির ও দই ছিল নিত্যদিনের ডেজার্ট। কিন্তু আজ এক প্লেট মাকলুবা ওদের জন্য স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজের অভিজাত শ্রেণির লোকেরা ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে শুধুমাত্র কয়েকটি শুকনো রুটি, মটরগুঁটির বোল ও স্বল্প পানি দিয়ে ইফতার সম্পন্ন করছে। অল্প ভাত ও সবজি যোগাড় করতে এখানে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়। অনেক পরিবারে এক জনের খাবার ৬-৭ জন মিলে ভাগ করে খায়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংস্থা এসে ত্রাণ হিসেবে টিনজাত খাবার সরবরাহ করে। দিনের পর দিন এসব টিনজাত খাবার খেয়ে বাচারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

মুসলমানরা গাজার ভূমিতে চাষাবাস করতে পারে না। দেশের সম্পূর্ণ আবাদি জমি ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। ওরা পুরো ফিলিস্তিন জুড়ে মুসলমানদের আবাদকৃত ভূমিতে ঘণ্য গারকদ গাছ লাগিয়ে সয়লাব করেছে। তৃণভূমিতে জায়োনিস্টদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান থাকার কারণে গবাদি পশু পালনেও মুসলমানরা অপারগ। মাঝে মাঝে চাষযোগ্য জমিতে পুঁতে রাখা মাইনের বিস্ফোরণে কৃষকের মৃত্যু সংবাদ অন্যান্য মুসলমানদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মরুপ বুকে খেজুর গাছ হতে শুরু করে ক্যাকটাসের ঝোপ পর্যন্ত ওদের করায়ত্তে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি বেনিয়ামিন প্রশাসনেরই চক্রান্ত। মাঝে মাঝে সীমান্তে ত্রাণ ও আমদানিকৃত পণ্য আটকে দিয়ে গাজার কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, আসমান হতে ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন ঘটবে না।

আযানের শব্দে সম্বিত ফিরে পেলেন মা। পানি খেয়ে দু'জনেই রোযা ভাঙলেন। বিশ্বাস সিদ্ধ ঘাস খেয়ে কোনোমতে পেটের ছুঁচোকে থামিয়ে রাখলেন। 'ইশার আযানের পূর্বেই 'আয়িশাহ্ যুমে'র রাজ্যে তলিয়ে গেলো। তায়াম্মুম করে এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন মা।

খাবার পানি যেখানে দুস্প্রাপ্য, ওয়ুর পানির সরবরাহ সেখানে অকল্পনীয়। মায়ের খুবই ইচ্ছে ছিল মসজিদে গিয়ে ইমামের পিছনে নেকাবে দাঁড়িয়ে তারাি নামায আদায় করবে। কিন্তু সেটা এখন কল্পনার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো গাজার একটি মসজিদেরও অস্তিত্ব নেই। মসজিদগুলো ওরা মিসাইলের আঘাতে গুড়িয়ে দিয়েছে। গত ৫ মাসের ইসরাঈলি হামলায় ৫০০-এর অধিক মসজিদ ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। গাজার এখন আযানের সুরে মানুষ ও প্রকৃতি

বিমোহিত হয় না। সম্মুখে খাবার রেখে আযানের জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। দলবেঁধে যিক্র করতে করতে তারাি নামায আদায়ের জন্য মসজিদের ঐ পথ দিয়ে কেউ হাঁটে না। সিজদায় নত হয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠলেন। প্রতিটি "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" -তাসবিহের সাথে মনের অব্যক্ত ভাষায় হৃষ্টার কাছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য চাইলেন। চোখের পানিতে জায়নামাযের বুকে ফরিয়াদের নহর বয়ে গেলো।

সালাম ফিরিয়ে বাইরে বের হয়ে তাঁবুর পাশেই একটি মরা খেঁজুর গাছের গুঁড়ির ওপর বসলেন। আকাশে রমাযানের প্রজ্জ্বলিত চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে চারপাশ। মৃদু বাতাস বইছে। সামনের ওয়াদিতে চাঁদের প্রতিফলিত আলো বাতাসের ছন্দে আলো-আধারী খেলা খেলছে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় সোনালী অতীত। ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যান। মুদিত চোখে সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে নারকীয় স্মৃতিগুলো ত্রাসের কাঁপন সৃষ্টি করে মস্তিষ্কজুড়ে। তবুও অল্পসল্প সুখস্মৃতি মস্তিষ্কের গোপন কুঠুরিতে কর্তব্যরত প্রহরীর ন্যায় পাহারা দেয়।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরবর্তী শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা নাম রাখেন হালিমা। ছয় ভাইয়ের এক বোন তিনি। সবাই আদর করে রাসূল (ﷺ)-এর দুধ মাতা বলে ডাকতো। ছোটবেলায় ভাইয়েরা মজ্বে পড়তে যেতো। ভাইদের বই নিয়ে সে খেলা করতো। একদিন বই দেখিয়ে বাবার নিকট মজ্বে যাওয়ার বায়না ধরলো। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব? মেয়েদের তো পাঠশালায় যাওয়া মানা। উপায় বাতলে দিলেন বড় ভাই 'উমার। বাড়িতেই ছোটবোনকে পড়াতে শুরু করলেন। দিন যায়, হালিমা খাতুনের মেধাও তত বিকশিত হয়। ঘরে বসেই তিনি প্রচুর বই পড়তেন। বাবার কাছে উচ্চশিক্ষা অর্জনের মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু ইহুদিদের কলেজ-ভার্সিটিতে মুসলমানদের লেখাপড়া দূরে থাক বিনা অনুমতিতে প্রবেশটাই নিষিদ্ধ।

সেখানে কোনো এক মুসলিম নারীর বিদ্যার্জনের সুযোগ-যা অকল্পনীয়! কিন্তু হালিমা খাতুনের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের খুবই ইচ্ছে। এই মহাসংকটে আবারও ত্রাতা রূপে হাজির হলেন বড় ভাই 'উমার।

তিনি বোনকে রাজধানী শহর বৈরুতের লেবাননী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শুরু হলো গভীর তপস্যা ও অধ্যবসায়। উচ্চশিক্ষা অর্জন শেষে দেশে ফিরে আসলেন। তখন পুরো দেশজুড়ে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ চলমান।

লেবানন থেকে ইসরায়েলের সেনা প্রত্যাহারের পর, হিজবুল্লাহ সীমান্ত বিরোধ এবং লেবানিজ বন্দীদের আটকের বিষয়ে

ইসরায়েলের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছিল। ১২ জুলাই-২০০৬, হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরাঈলে রকেট হামলা চালায়, যার ফলে হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা সীমান্তে অনুপ্রবেশ করলে আইডিএফ-এর মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায়, এতে বেশ কয়েকজন ইসরাঈলি সৈন্য নিহত হয় এবং আরো দু'জনকে বন্দী করা হয়। লেবাননের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ইসরাঈলকে চাপ দেওয়ার জন্য ইসরাঈল দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ শুরু করে। এর শুরুতে বৈরুত পর্যন্ত উত্তরে অবকাঠামো লক্ষ্য করে ব্যাপক বিমান অভিযান চালানো হয় এবং পরে স্থল অভিযান চালানো হয় যার লক্ষ্য ছিল হিজবুল্লাহকে ইসরাঈলি-লেবানিজ সীমান্ত থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া। বেশ কয়েকজন আরব নেতা সংঘাত উস্কে দেওয়ার জন্য হিজবুল্লাহর সমালোচনা করেন, যার ফলে এক হাজারেরও বেশি লেবানিজ নিহত এবং প্রায় দশ লক্ষ বাস্তুচ্যুত হন।

এই সংকটের মাঝেই গাজার খান ইউনিসে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। যেখানে দিনের বেলায় যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার দরিদ্র শিশু, কিশোরী ও তরুণীরা লেখাপড়া করতো। আর রাতের বেলায় চলতো নিরক্ষর বয়স্ক মহিলাদের স্বাক্ষরতা প্রদানের অধ্যবসায়। হালিমা খাতুনের ধারণা ছিল, এক মাত্র শিক্ষাই পারে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত এই ফিলিস্তিন জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

নারীরা স্বাবলম্বী হলে আর কিছু না হোক সংসারের অভাবটা ঘুচবে। এজন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাও প্রদান করতেন।

এভাবেই পেরুচ্ছিল সময়। সংবাদপত্রের কল্যাণে হালিমার এই প্রতিষ্ঠানের খবর তেল আবিব পর্যন্ত পৌঁছায়। নড়েচড়ে বসে তৎকালীন ইহুদি প্রশাসন। সেনাবাহিনী নামক সাবেক হাগানা পাঠিয়ে বন্দী করা হয় হালিমাকে। তাঁকে আতংকবাদী তথা জঙ্গি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। মিডিয়ায় আশ্রয়ে বিদ্যালয়টিকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের ট্রেনিং সেন্টার বলে প্রচার করা হয়। তুলে আনা হয় তেলআবিব ডিটেনশন সেন্টারে। চালানো হয় অমানবিক নির্যাতন ও যৌনত্যাচার। দলবদ্ধভাবে উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয় হালিমাকে। নির্যাতন পর্ব শেষে রাখা হয় বন্দীশালায়। বানানো হয় সেনাদের যৌনদাসী।

দিনের বেলায় ভালো কাটলেও রাতের বেলায় সেনাদের উন্মত্ত যৌনত্যাচারে দেহ হতে রুহ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিছুদিন পর অন্তঃসত্ত্বা হলেন। ক্যান্সার চুনসুরকি মোড়ানো সাদা ঘরে জন্ম দিলেন এক পুত্র সন্তানের। দায়িত্বরত কমান্ডার এসে আঁতুড়ঘরেই মায়ের সামনে নবজাতককে গুলি করে হত্যা করলো। অবলা মায়ের আর্তনাদে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে। চিৎকার শুনে কমান্ডার পরিহিত বুট জুতো দিয়ে

মায়ের মুখ চেপে ধরে। তলানিতে থাকা শক্ত লোহার আবরণ দিয়ে ঠোঁট ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে।

প্রস্থানের পূর্বে কমান্ডার বলে যায়— “যতদিন পর্যন্ত তুই কন্যা সন্তান প্রসব না করবি, ততদিন তোর মুক্তি নেই। তোর গর্ভের পুত্রসন্তান এক একটা গান্ধার হয়ে জন্ম নেবে। সাবালকত্ব অর্জন করার পর আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের স্পৃহায় হাতিয়ার তুলবে। আমরা কি সেটা নীরবে সহিবো? তাইতো আঁতুড় ঘরেই ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলাম। মেয়ে সন্তান জন্ম দিলে তুই এখান থেকে মুক্তি পাবি। কিন্তু মেয়েটার গাত্রবর্ণ হতে হবে ফর্সা। কালো ও পঙ্গু মেয়ে জন্ম দিলে, তোকে কুকুরের সাথে সঙ্গম করিয়ে সেই কুকুরের খাদ্যে পরিণত করবো।”

এক বুক ব্যাথা নিয়ে মাটিতে শুয়ে কাতরাতে থাকে। সেদিন রাতেও হায়েনাদের ভয়াল যৌনথাবা হতে রক্ষা পেলো না। এভাবেই কেটে গেলো আরো কয়েকটি বছর। মাঝখানে জন্ম নিলো ৩টি পুত্র সন্তান। ওদের পরিণতি হলো বড় ভাইয়ের মতোই। যেবার ‘আয়িশাহ্ দুনিয়ার আলো দেখলো, সবাই ভেবে নিয়েছিল এবারও পুত্র সন্তান জন্ম দেবে হালিমা। কিন্তু সবাইকে অবাধ করে দিয়ে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হলো।

কুলাংগার কমান্ডার নবজাতিকার যৌনীতে থুথু নিষ্ক্ষেপ করে ঘোষণা দিলো— “আজ হতে এই মেয়ে ইয়াছুদী জনগণের সম্পত্তি। ১৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই মেয়ে মায়ের কাছেই থাকবে। একে তোমরা এনা বলে ডাকবে। বয়ঃসন্ধি শুরু হলে ও আমার ব্যক্তিগত রক্ষিতা হিসেবে পরিগণিত হবে। আমার মৃত্যুর পর সে হবে সেনাদের যৌনদাসী। মা ও মেয়েকে একসাথে নিয়ে সম্মিলিত যৌন ক্রীড়ায় উপভোগ করে ওর যৌনজীবনের শুভ সূচনা করবো।”

নরপিশাচের এই উদ্ধত বচনের নিষ্ক্ষেপিত শরসম আঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ হলো। প্রতিবাদ করাটা এখানে বোকামি বৈ কিছু নয়। খোদার দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে নীরবে সহ্য করা ব্যতীত কোনোই গত্যস্তর নেই। নবজাতকের নামটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে লুকিয়ে মেয়ের নাম রাখলেন ‘আয়িশাহ্। দিন যায় ‘আয়িশাহ্ বড় হতে থাকে। ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভয় পায় মা। নাড়িছেঁড়া এই রক্তের ধনকে আর কয়েক বছর পরেই ছিনিয়ে নেবে ওরা-ভাবতেই হৃদয়ে শূল ফোঁটে।

“মেয়েটিকে ওই হায়েনার ভয়াল থাবা থেকে বাঁচাতেই হবে” —এই সংকল্পে অটল রইলেন মা। হঠাৎ একদিন পরিকল্পনার নিখুঁত ছক আঁকলেন। কয়েকদিন পর তা সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বাস্তবায়ন করতেও সমর্থ হলেন। মা ও মেয়ে দু'জনেই সিঁড়ি থেকে নামছিল। হঠাৎ, মেয়েকে পরিকল্পনা মাফিক সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে পা ভেঙে গেল ‘আয়িশাহ্‌র। মায়ের এই পরিকল্পনা কেউই বুঝতে পারলো না। বুকের পাজরে পাষণ

বেধে মেয়েকে অঙ্গহীন বানিয়ে পরাধীনতার বন্ধ কুঁচুরি হতে চিরদিনের জন্য মুক্তির বাতায়নে ফিরিয়ে আনলেন।

ক্যাম্পের কমান্ডার উন্মত্ত কুকুরের মতো ছুটে এসে দু'জনকেই ইচ্ছেমতো লাঠি দিয়ে পেটাতে লাগলো। বেয়নেট দিয়ে মায়ের ডান চোখ খুবলে নিলো। “এই পক্ষু মেয়ে ওদের খায়েশ পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারবে না” —এই মর্মে বিবৃতি দিলো। মা এটা খুব ভালোভাবেই জানতো। দীর্ঘ ২ ঘন্টা যাবৎ অবর্ণনীয় নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে দু'জনকেই রামাল্লার রাজপথে ফেলে দিয়ে গেলো। স্থানীয় মুসলমানরা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। দীর্ঘদিন পর তাঁরা দু'জনেই সুস্থ হলেন। কিন্তু মা হারিয়েছেন চোখ ও কন্যা হারালো পা।

পশ্চিম তীরে ফিরে আসলেন। পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন কেউই বেঁচে নেই। সেখানকার পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও অর্থের ভগ্নদশায় একেবারেই কপর্দকহীন হয়ে রাফায় চলে আসলেন।

এখানকার প্রতিবেশীরা বেশ সাহায্য করলেন। শিক্ষক পরিচিতি শোনার পর সম্ভ্রান্ত এক মুরব্বি এখানে একটি স্কুল খুলতে অনুরোধ করলেন ও এর বিনিময়ে মাসিক বেতন তাতে রাজি হলেন। সবার সাহায্য নিয়ে অচিরেই একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো।

শুরু হলো জীবনের নতুন এক অধ্যায়। ভালোই কাটছিল সময়। কিন্তু মাস কয়েক আগে ইসরায়েলী মিসাইলের আঘাতে ধ্বংসস্বরূপে পরিণত হয়েছে স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ।

হারিয়েছেন আবাস ও সেই সম্ভ্রান্ত মুরব্বিকে, যিনি শত হতাশার ভগ্ন ইমরাতের মাঝে আশার দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েকদিন খোলা আকাশের নিচে কাটিয়ে অবশেষে এক শরণার্থী সংস্থার উদ্যোগে এই তাঁবুতে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আর কতোদিন পেটের জ্বালা মেটানো যায়? তাইতো দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। নিজে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে পারেন। কিন্তু অসহায় মেয়েটি তা পারে না। ‘আয়িশার ক্ষুধার্ত শরীরের ঐ মলিন মুখটি বড়োই মায়ারী। দেখলেই মায়ী জন্মায়, বুকের পাজর ভেঙে যায়, বুক ফেটে কান্না আসে।

ইফতারে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট সিদ্ধ ঘাস দিয়ে সেহরী খেলেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠে শুনতে পান, হামাস যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হওয়ায়, বেনিয়ামিন প্রশাসন ত্রাণের গাড়ি গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে না।

এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড কার্যকর করতে ওরা সীমান্তে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করেছে। এতো মহাবিপদ। পুরো রমায়ান মাসটা কিভাবে কাটবে? মাথায় শত প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু তিনি ঘাবড়ে যান না। সিজদায় নত হয়ে কাঁদতে থাকেন। একটুপর খবর আসে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা কেন্দ্র UNRWA-এর

জাবালিয়া ক্যাম্পে ত্রাণ বিতরণ করছে। মেয়েকে রেখে প্রতিবেশীদের সাথে হেঁটে জাবালিয়া ক্যাম্পে আসেন।

পশ্চিমধ্যে, এক ধনী আরব ব্যবসায়ী বিভিন্ন মুখরোচক খাবার বিতরণ করছে। সেখানে অনায়াসেই এক থালা মাকলুবা পেয়ে যায় মা। খাবারটি পলিথিনের প্যাকেটে রেখে সিজদায় নত হন। মোনাজাতে স্রষ্টার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। বহুল প্রতীক্ষিত এই খাবার। ক্যাম্পের সম্মুখে প্রচণ্ড ভীড়ের সাথে যুদ্ধ করে তিন দিনের খাবার জুটলো। হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ক্লান্ত শরীর আর চলতে চায় না। ইচ্ছে হয় মরুভূমির তপ্ত বালির বুকেই শুয়ে পড়তে। কিন্তু খাবার পাওয়ার পর মেয়ের হাসিমুখটি কল্পনায় চোখে ভাসলে মায়ের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আসার পথে অনেক কিছুই ভাবতে থাকে মা। মেয়েটা আজ কতোই না খুশি হবে।

ইফতারের একটু আগে মহল্লার সীমানায় প্রবেশ করেন। একটু এগোতেই দেখতে পান, মেয়েটি ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে হাত নেড়ে মেয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। খাবার ভর্তি পলিব্যাগ উঁচিয়ে ধরলে ‘আয়িশাহ্ বুঝতে পারে মা ওর জন্য কোনো বিশেষ খাবার এনেছে। ক্রাচের পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। মায়ের মন অচেনা এক আনন্দে ভরে উঠে। দীর্ঘদিন পর মেয়েকে পরম তৃপ্তিতে খাওয়াবে। আনন্দ অশ্রুতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

হঠাৎ দ্রুম দ্রুম দ্রুম। কয়েকটা মিসাইল আঘাত হানলো পাশের অর্ধ ভগ্ন ভবনে। ওর হাত থেকে ক্রাচটা ছিটকে গেলো।

কনক্রিটের ভগ্ন দেয়ালের নিচে চাপা পড়লো ছোট্ট দেহটি।

নিমেষেই বের হলো ওর প্রাণবায়ু।

চারিদিকে লোক জমে গেছে। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

চোখের সামনে নাড়িহেঁড়া ধনের এমন মৃত্যু তাকে বাকরুদ্ধ করে ফেলেছে। পারলো না, মেয়ের মুখে এক লোকমা মাকলুবা তুলে দিতে পারলো না।

পূর্ণ হলো না মেয়ের অতৃপ্ত ইফতার।

মনের ভেতরকার সৃষ্ট দামাল হাওয়ায় মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে তুফান উঠলো।

মস্তিষ্ক সে অনুভূতির পসরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না।

হো হো রবে হেসে ওঠলেন মা।

যে অট্টহাসিতে এক লহমায় বিকৃত হলো মস্তিষ্ক।

কত যন্ত্রণার ফসল যে এই অট্টহাসি সেটা সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কেউ বুঝবে না। যাদের জন্য এই হাসির উৎপত্তি তাঁদের বিচার ঐ স্রষ্টাই সম্পন্ন করবেন।

আল্লাহ তা'আলা ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না।

قصيدة / কবিতা

মেই মে তেপান্তরে

মোল্লা মাজেদ*

শেষ হলো না সকল চাওয়া পাওয়া
যে গান শুধু গাইতে আসা আর হলো না গাওয়া ।
দিগন্তে ওই সূর্য চলে পড়ে
এবার তবে যেতেই হবে
সেই সে তেপান্তরে ।

অন্তরে চায় পীযুষ ধারা তৃষায় কাতর পায়না সারা
ক্ষণেক তরেও দেয়না ধরা বাহিরে অন্তরে;
দিনের শেষে রাত চলে যায় মাসের পরে মাস
কোন অশুভ শক্তি এসে জাগায় মনে ত্রাস ।

ভয়-ভীতি ত্রাস শংকা নিয়ে
জীবন তরী ভীড়বে গিয়ে নিকষ অন্ধকারে
সেই সে তেপান্তরে ।
নিষ্ঠা দিল্ আর সত্য ন্যায়ের
যাযবা যাহার বুকে
তিমির ঘন অন্ধকারেও
থাকবে মহা সুখে ।

আত্মপরিচয়

এম. এ মোমেন

তুমি কে? কি তোমার পরিচয়?
আমি? আমি একজন যুবক,
জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলতেই থাকি,
কোনো বাঁধা মানি না ।
যুদ্ধক্ষেত্রে- আমি বীর-বিক্রম, আমি চির দুর্দম,
দমন কি তা জানি না ।
আমার পদধ্বনি শোনলে কাঁপে বিশ্ব, কাঁপে ধরণী,
আমি মুসলিম, জাগ্রত জনতার উচ্চশীর,
এটাই আমার পরিচয়, এটাই আমার গর্ব,
আমি একজন তেজস্বী মহাবীর ।

শয়তানের আলত পথ, মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত মত,
আমার চলার পথ ও পাথেয় হতে পারে না ।
পারে না আমায় ভুলাতে ।
আমি সদা জাগ্রত, আমি চির দুরন্ত,
আমি একজন রণসৈনিক, আমি চিরস্বতন্ত্র ।
প্রভুভক্ত আমার মন, তাঁকেই যপি সর্বক্ষণ,
তাঁরই কথা শুধু শুনি ।
অন্যথায় আমি বধির- কারো কথা শুনতে চাই না
কেহই পারে না শোনাতে ।
আমি রাসূলের প্রেমিক, তাঁরই প্রেমেতে মত্ত ।
গরিব-দুঃখীদের বেলায় আমি অতি কোমল,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি সদা সোচ্চার,
পাথরের ন্যায় কঠিন আমি, আমি লৌহের চেয়েও শক্ত ।
আমি বর্ষার ঝড়-ঝাঞ্ঝা, দুপরের খরা-রৌদ্র,
আমি ঘুমন্ত নই, আমি জাগ্রত ।
আমি নহি ভীতু, নহি আত্মভোলা, নহি স্বার্থপর,
আমি তেজস্বী, আমি আপোষহীন, আমি নীতিবান,
আমি নীতিতে অনড় ।
স্বজনপ্রীতি আর অর্থের মোহ
আমাকে করিতে পারে না দিক-ভ্রান্ত
বজ্র-কণ্ঠ আমার,
আমাকে ভাবলেই জালিমের অন্তর
কেঁপে উঠে থর থর!
আমি সংগ্রামী, আমি বিদ্রোহী, আমি জাগ্রত
আমি ব্যস্ত, নহি আমি ক্লান্ত ।
আমি বিনয়ী, নম্র-ভদ্র,
আমি মিতব্যয়ী, স্বভাব সুলভ শান্ত ।
আমি নহি বাঘের বাচ্চা, নহি শিংহশাবক,
আমি নহি পশু, নহি নরাধম,
শুকর-বানর এমন ইতর প্রাণী
পূর্ব-পুরুষ নহে মোর ।
আমি স্বতন্ত্র, আমি আদম সন্তান ।
স্বয়ং ফেরেশতা আমায় করেছে সম্মান ।
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আমি, আমি মুসলমান ।

* বরণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০ ।

অخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

বিনাইদহ জেলা জমঈয়তের গ্রন্থভিত্তিক দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও এলাকা কমিটি গঠন

বিগত ১৬ জানুয়ারী-২০২৬ খ্রি. শুক্রবার বিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন সাতটি মসজিদ সফর করেন এবং কালিগঞ্জ এলাকা জমঈয়ত পুনঃগঠন করেন। জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ সাতটি গ্রন্থে বিভক্ত হয়ে জুম'আর খুত্বাহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মসজিদগুলো হলো একতারপুর তিনটি, সাইটবাড়ীয়া তিনটি এবং গয়েসপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদ। বাদ জুম'আহ সাইটবাড়ীয়া মাদ্রাসা আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শাজাহান আলীর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এক পরিকল্পনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এলাকা কমিটি পুনঃগঠন, সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন করা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য নিয়মিত মাসিক চাঁদা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা ইমরানুর রহমান, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহা. মিকাইল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ বিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি মুহা. সাবিত বিন আব্দুর রশীদ, জেলা জমঈয়তের শিশু ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মুহা. মেহেদী হাসান প্রমুখ। অতঃপর এলাকার বিভিন্ন শাখা প্রতিনিধির সমন্বয়ে কালিগঞ্জ সাইটবাড়ীয়া এলাকা কমিটি পুনঃগঠন করা হয়।

কালিগঞ্জ সাইটবাড়ীয়া এলাকা কমিটির তালিকা- সভাপতি : হাফেয অধ্যক্ষ মুহা. ইমরানুর রহমান, সহ-সভাপতি : মুহা. ইসরাঈল হোসেন খাঁন, সহ-সভাপতি : মুহা. আব্দুর রহমান, সহ-সভাপতি : অধ্যাপক মুহা. মুসা করিম, সেক্রেটারি : মুহা. আশরাফ আলী, কোষাধ্যক্ষ : মুহা. শরিফুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি : মুহা. আবু তাহের মাস্টার, সাংগঠনিক সেক্রেটারি : মুহা. মেহেদী হাসান, দা'ওয়াহ ও তাবলিগ সম্পাদক : মুহা. শরিফুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মতিয়ার রহমান, শুব্বানবিষয়ক সম্পাদক : মুহা. মোফাজ্জেল হোসেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক : মুহা. মাহবুবুর রহমান, সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক : মুহা. আব্দুল লতিফ,

পাঠাগার সম্পাদক : মুহা. জাকারিয়া, দফতর সম্পাদক : মুহা. আইয়ুব হোসেন। সদস্যবৃন্দ : মুহা. শাজাহান আলী, মুহা. আবুল কাশেম, মুহা. সাইফুর রহমান, মুহা. মোদাচ্ছের, মুহা. তোফাজ্জেল হোসেন, মুহাম্মদ আলী, মুহা. হাবিবুর রহমান খাঁন, মুহা. মোশারফ হোসেন, মুহা. হারুন অর রশীদ (বাবলু), মুহা. সিরাজুল ইসলাম, মুহা. জহিরুল ইসলাম।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সাধারণ সভা

১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১ : ৩০ মি. থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলীনগর মুন্সিপাড়াছ নতুন অফিসে ২০২৬ সালের নতুন বছরে ডা. সুলতান আহমদ-এর সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিলাওয়াত করেন তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক মাও. মুহা. জিয়াউর রহমান। সভা সঞ্চালন করেন সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. এনামুল হক। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে যা যা সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়- (১) প্রত্যেক উপজেলায় নতুন করে কমপক্ষে দশটি করে শাখা খোলা। (২) পূর্বের শাখা ও এলাকাসমূহকে পুনর্গঠিত ও পুনরাজীবিত করা। (৩) পূর্ণাঙ্গ তালিকা এলাকা প্রধানের মাধ্যমে জেলায় প্রেরণ করা। (৪) উপজেলা/এলাকার কাউন্সিল : ক) ২১/০২/২৬ শিবগঞ্জ উপজেলা, খ) ২৮/০২/২৬ গোমস্তাপুর, গ) ০৮/০৩/২৬ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর এবং ঘ) ভোলাহাটের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। নাকেল উপজেলার এখনও দু'বছর সময় রয়েছে। (৫) সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পত্রিকা দু'টির গ্রাহক বৃদ্ধি, এজেন্ট বৃদ্ধি এবং পূর্বের এজেন্টদের বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে সভাপতি জোরালভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে নাকেলের শাইখ আমিরুল ইসলাম স্বেচ্ছায় দশ কপি সাপ্তাহিক আরাফাতের এজেন্ট নেয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ফলে তাকে ধন্যবাদ জানানো হয়। (৬) সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ খুত্বার মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দা'ওয়াতী কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারের একটি মোক্ষম সুযোগ। সম্মানিত খতিবগণ যেন এ সুযোগটি কাজে লাগানো তার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তাছাড়া তিনি খতিবগণকে নিজ নিজ মাজিদ পরিবর্তনের মাধ্যমে খুত্বার ব্যবস্থা নেয়া হলে ফলাফল আরো ভালো হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। (৭) প্রেক্ষিত : নাকোল উপজেলার আখিলা মসজিদে ২৩ জানুয়ারি-২৬ সভাপতি খুত্বাহ দিবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। (৮) ২০২৫ খ্রি. আয়-ব্যয় উপস্থাপন করেন

বিজ্ঞ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল নূর। উপস্থাপিত আয় ও ব্যয় উপস্থিত সকলেই অনুমোদনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সভাশেষে উপজেলা প্রতিনিধির কাছে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। সম্মানিত দাতা ও উদ্যোক্তার জন্য বিশেষভাবে দু'আ করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ ও দু'আর আহ্বান

ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল্লাহ বিন সুরুজ সাহেবের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মো. আক্বাস আলী (রহমতুল্লাহ) ২৪ জানুয়ারি-২০২৬, শনিবার, বাদ ফজর ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তাঁর জানাযার সলাত অদ্য বিকাল ০৪ : ০০ ঘটিকায় চক শ্যামরামপুড় মোহাম্মাদিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন -আমীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আ-আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন -আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

শুক্বান সংবাদ / أخبار الشبان

কেন্দ্রীয় শুক্বানের সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত জমঈয়ত শুক্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি, বৃহস্পতি ও শুক্রবার আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালার রাজধানীর জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেলে কাফী আল-কোরায়শী (রহমতুল্লাহ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজীর, সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তাকী উদ্দীনের সঞ্চালনায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১০০ জন দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণে সকাল সাড়ে ৮টায় মাদরাসা দারুস সুনাহ মিরপুরের দায়িত্বশীল হাফেয মিসফতার পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয়।

দারসুল কুরআন পেশ করেন মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, মুহাদ্দিস ড. হারুনুর রশীদ খ্রিশালী আল মাদানী। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সবচেয়ে এগিয়ে শুক্বানের তরুণরা।

'মুসলিম উম্মাহর আখলাকি সংকট : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আল ইহসান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, উত্তরা এর চেয়ারম্যান ড. আব্দুল বাসির মাদানী। 'আহলে হাদীস মাসলাক ও অন্যান্য মাসলাকের আদর্শিক পার্থক্য' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হোসাইন। 'আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের যথার্থতা ও বাস্তবতা' বিষয়ে আলোচনা করেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। 'এআই ব্যবহারের কলাকৌশল' বিষয়ে আলোচনা করেন এমএম মোসাব্বির

অন্তর। 'সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠক সেক্রেটারি মো. রেজাউল ইসলাম। 'বাংলা বানানরীতি' বিষয়ে আলোচনা করেন শুক্বান বিষয়ক সেক্রেটারি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

দ্বিতীয় দিন ফযর সলাতের পর হাফেয কারী সিহাব উদ্দীনের কুরআন মাশকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। 'ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মৌলিক ধারণা : আমানত ও বিনিয়োগ' বিষয়ে আলোচনা করেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এর এসএভিপি জনাব নুরুল কবির। 'ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের সময় ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ হেদায়ে উল্লাহ। 'দায়িত্বশীল ও কর্মীদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি' বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় শুক্বান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব ফারুক আহমাদ। 'বাংলাদেশে আহলে হাদীস আন্দোলনের বর্তমান সংকট ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা' বিষয়ে

অনলাইনে যুক্ত হয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামাআত, আমীর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মোসলেহ উদ্দীন। 'সাংগঠনিক জিন্দেগীর গুরুত্ব বনাম আহলে হাদীস তরুণদের বাস্তবতা : সমস্যা ও সমাধান' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কারারের বিভাগীয় দায়িত্বশীলবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী সকল প্রশিক্ষক ও জেলা থেকে অংশগ্রহণকারী সালেক কর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি দাঁওয়াতি কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান এবং সকলের জন্য দুয়া করেন। পরিশেষে দু'য়ার মাধ্যমে ২ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফাতাওয়া ও মাসায়িল / الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে কি পৃথিবীর অন্য দেশে রোযা বা ঈদ করা জরুরি? এ বিষয়ে সঠিক সমাধান চাই। -আব্দুস সাত্তার, টঙ্গী, গাজীপুর।

জবাব : পৃথিবীর কোনো এক দেশে চাঁদ উঠলে সকল দেশের এবং সকল স্থানের অধিবাসীদের উপর সিয়াম ও ঈদ পালন গ্রহণযোগ্য নয়। দেশ এবং চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা অবশ্যই এক্ষেত্রে বিচার্য হবে। এ মর্মে প্রামাণ্য দলিল হলো- আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

অর্থাৎ- “তোমাদের মধ্য হতে যে মাস পাবে সে সিয়াম পালন করবে।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫)

এটি সুপরিজ্ঞাত যে, প্রত্যেককেই আলাদা আলাদাভাবে চাঁদ দেখে নিতে হবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয়। তবে যাদের উদয়স্থলেই নতুন চাঁদ আসেনি তারা কোনোক্রমেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। ফলে তাদের উপর সিয়াম পালনও আবশ্যিক হয়ে উঠবে না।

একটি দিনের সকাল কি সন্ধ্যা, দুপুর কি গভীর রাত, কিংবা পাঁচ ওয়াক্তের সলাত এবং জোয়ার ও ভাটা আবার মাসের অমাবশ্যা আর পূর্ণিমা দুরান্তের দুই দেশে মিলপূর্ণ হওয়া যেমন অসম্ভব, ঠিক তদ্রূপ চাঁদের উদয়স্থলের নিশ্চিত ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও একই তারিখে পৃথিবীব্যাপি সিয়াম ও ঈদ পালন বিবেক বহির্ভূত ও অবাস্তব। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা নিম্নরূপ :

কুরাইব বলেন : একদা উম্মুল ফাযল বিনতু হারেস আমাকে শাম দেশে মু'আবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শামে পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর আমার শামে থাকাকালেই রমায়ান শুরু হলো। (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) জুমু'আর রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় এলাম। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা জুমু'আর রাত্রে চাঁদ দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মু'আবিয়াও রোযা রেখেছে। ইবনু 'আব্বাস

(رضي الله عنه) বললেন, কিন্তু আমরা তো (শুক্রেবার দিবাগত) শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব। আমি বললাম, মু'আবিয়ার (চাঁদ) দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে এ রকম আদেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম- হা. ১০৭৮)

নবী (ﷺ)-এর সাধারণ নির্দেশনা (চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা আর চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করা)-কে যারা সর্বব্যাপী ধরে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন করতে চান তাদের জন্য নিশ্চয় কুরআনের আয়াত ও হাদীসে নব্বী থেকে উপলব্ধি করার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ বলেন :

“তোমরা পানাহার করো; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৭)

মহানবী (ﷺ) বলেন : “রাত যখন এদিক (পূর্ব গগন) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিক (পশ্চিম গগন) থেকে বিদায় নিবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।” (বুখারী- ১৯৫৪; মুসলিম- ১১০০; আবু দাউদ- ২৩৫১)

উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে পৃথিবীর যে দেশেই উষার সাদা রেখা স্পষ্ট হবে সে দেশের সাথে মিলিয়েই কি আমরা সাহারী খাওয়া বন্ধ করব? কিংবা বর্ণিত হাদীসের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে পৃথিবীর প্রথম যে দেশে সূর্য অস্তমিত হয় সে দেশের সাথে মিলিয়ে কি আমরা ইফতার করে নিব? বস্তুত তা আমরা কদাচিৎ করব না। তদ্রূপ পৃথিবীর কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলেই আমরা সিয়াম পালন কিংবা ঈদ পালন করতে পারি না। তাছাড়া সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে সিয়াম বা ঈদ পালন করার দাবি দলিলবিহীন এবং সম্পূর্ণ মনগড়া।

জিজ্ঞাসা (০২) : আমার স্বামী পরকীয়ায় জড়িত। এমতাবস্থায় আমি তার সংসার করতে বাধ্য কি না?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : ইসলামী শরী'আতে বিবাহ ছাড়া প্রেম/পরকীয়া সর্বোতঃভাবে না জায়িব। মাহরাম ছাড়া কোনো পুরুষ অপর

নারীর সাথে নির্জনে একাকী মিলিত হওয়া হারাম। (সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯৯)

কোনো ব্যক্তি পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা মেটাবার সু-বর্ণ সুযোগ পাওয়ার পরও সে যদি অবৈধ পথে হাটে, তাহলে সে ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ আপনার স্বামীর। এজন্য আপনি দায়ী নন। আল্লাহ একের বোঝা অন্যের উপর চাপান না। (সূরা আল-আন'আম : ১৬৪)

আপনি আপনার স্বামীকে সংশোধনের চেষ্টা করুন। আর ধৈর্য ধরে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকুন। তারপরও যদি আপনার স্বামীর বদ-অভ্যাস না যায়, তাহলে আপনি বিধিসম্মত উপায়ে তাকে ত্যাগ করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা সম্যক পরিজ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৩) : মসজিদের দেয়ালে কিংবা অন্য কোনো স্থানে একদিকে الله (আল্লাহ) এবং অন্যদিকে مُحَمَّد (মুহাম্মাদ) লেখা কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয় আছে?

-আবু আব্দুল্লাহ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জবাব : না, এভাবে লেখা ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয় নয়। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও নির্দেশ দেয়া নেই যে, “আল্লাহ” ও “মুহাম্মাদ” বিভিন্ন জায়গায় সওয়াবের আশায় লিখতে হবে। কেননা এ ধরনের লেখায় নবী (ﷺ)-কে মহান আল্লাহর সমান করে দেয়া হয়ে থাকে এবং অত্র লোকেরা এভাবে লেখা দেখে উভয় নামকে মর্যাদার দিক থেকে সমান মনে করতে পারে। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন প্রভু ও স্রষ্টা। আর মহানবী (ﷺ) হলেন, মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

জিজ্ঞাসা (০৪) : বায়তুল্লাহ (কা'বা)'র গিলাফ ধরে দু'আ বা কান্নাকাটি করা ইসলামী শরী'আতে জায়িয় আছে কি?

-আব্দুর রহীম, মাধবদী, নরসিংদী।

জবাব : বায়তুল্লাহ (কা'বা)'র গিলাফ ধরে বরকত কামনা করা বা দু'আ ও কান্নাকাটি করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয় নয়। কেননা এ কাজ মহানবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত নেই। মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবু সুফ্‌ইয়ান (رضي الله عنه) তাওয়াফ করার সময় যখন কা'বা ঘরের প্রতিটি কোণ স্পর্শ করছিলেন, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه)-এর প্রতিবাদ করেছেন।

মু'আবিয়াহ্ (رضي الله عنه) বলেন, কা'বা ঘরের কোনো অংশই ছাড়ার নয়। তখন ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) জবাবে বলেন : নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমি দেখেছি মহানবী (ﷺ) শুধুমাত্র দু'টি কোণা স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ- হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী। অতএব আমাদের ওপর আবশ্যিক হচ্ছে কা'বা ঘরকে ছোঁয়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে শুধুমাত্র সূনাত থেকে প্রমাণিত দলীলেরই অনুসরণ করা। কেননা এতেই আমরা

রাসূল (ﷺ)-এর উত্তম আদর্শে থাকতে পারব। অবশ্য মূলতামিম অর্থাৎ- কা'বা ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করে দু'আ করা সাহাবায়ি কিরাম (رضي الله عنهم) থেকে প্রমাণিত হয়েছে। (আল্লাহ ভালো জানেন)

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমি একটি প্রশ্ন নিয়ে বিভ্রম্নায় আছি। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে ঋতু অবস্থায় মেলামেশা করে, তাহলে করণীয় কি? -আবু মুসা, বসুন্ধরা, ঢাকা।

জবাব : এটি একটি স্পষ্ট বিধান। এ নিয়ে বিভ্রম্নার কোনো কারণ নেই। “আল্লাহ ঋতু অবস্থায় স্ত্রী মিলন নিষেধ করেছেন।” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২২২) প্রিয় নবী (ﷺ)-ও এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। (সুনান আরবা'আ ও মুসলিম- হা. ৬৯২) মহানবী (ﷺ) এ সময়ে মেলামেশা করাকে কুফরী কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। (আবু দাউদ- হা. ৩৯০৪; ইবনু মাজাহ্- ৬৩৯) সুতরাং ঋতু অবস্থায় মেলামেশা করা সম্পূর্ণ হারাম কাজ। কারো এরূপ ঘটে গেলে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে এবং এক দিনার বা অর্ধ দিনার স্বর্ণ কাফফারা প্রদান করতে হবে। (বর্তমান বাজারে এক দিনারের মূল্য প্রায় ১৫,৭৫০/- ও অর্ধ দিনারের মূল্য প্রায় ৭,৮৭৫/-)। (সুনান আবু দাউদ- সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০৬) : আহলে কিতাব কারা? আমরা সাধারণতঃ জানি আহলে কিতাব মানে কিতাবের অনুসারী। এই কিতাব দ্বারা কি কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, না অন্য কোন কিতাবকে? প্রমাণসহ জানতে চাই।

-আব্দুস সালাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : আহলে কিতাব-এর সরল অর্থ কিতাবের অনুসারী। কিন্তু এটি দু'টি জাতির পরিচয় বহনকারী পারিভাষার নাম। এখানে আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। (সূরা আ-লি-ইমরান : ৬৪; সূরা আন-নিসা : ১৭১)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের পর যারা তাঁর আনিত কিতাব আল-কুরআন ও সূন্বাহ মানেনি; বরং বিকৃত তাওরাত ইঞ্জিলের অনুসারী বলে দাবি করে আসছে, মহান আল্লাহর ভাষায় তারা কাফির। (দেখুন : সূরা আল মায়িদাহ্ : ১৭ ও ৭২; সূরা আ-লি-ইমরান : ৬৪; সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩১ ও ৩১ এবং সূরা আন-নিসা : ১৭১)

জিজ্ঞাসা (০৭) : কোনো মুসলিম যদি মদ, এলকহল জাতীয় হারাম মাল অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে, তাহলে কি তার উপার্জন বৈধ হবে? এ ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি? -আবুল কালাম, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

জবাব : আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন। কাজেই হারাম বস্তু অমুসলিমের কাছে বিক্রি করে উপার্জন করলেও তা হারাম হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন : “ইয়াহূদীদের প্রতি আল্লাহর লানত। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। অথচ তারা তা বিক্রি করল এবং এর মূল্য

খাইল। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো বস্তুকে হরাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।” (সহীহ। ‘গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালা-লি ওয়াল হারাম’- আলবানী, ৩১৮) **জিজ্ঞাসা (০৮) :** আমি একজন বয়স্ক মানুষ। চেয়ারে বসে সলাত আদায় করি। কখনও জামা’আতের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে একটু ঘুম ঘুম ভাব আসে। তাতে কি ওযু ভেঙ্গে যাবে? -জামাল উদ্দিন, আশুলিয়া, ঢাকা।

জবাব : না, এরূপ অবস্থায় ওযু নষ্ট হবে না। সাহাবায়ি কিরাম (رضي الله عنهم) তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ‘ইশার সলাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসে সলাত জামা’আতে আদায় করতেন। কখনও তাঁদেরকে ওযু করতে আদেশ করেননি। (সহীহ মুসলিম- হা. ৮৩৩)

জিজ্ঞাসা (০৯) : মৃত মাছ খাওয়া কি হালাল? এ সম্পর্কিত দলিল জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

-মো. কামরুল ইসলাম, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হলেন আল-কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে আমাদের জন্য মৃত মাছ খাওয়া হালাল বলে জানিয়ে দিয়েছেন। (সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৩৩১৪; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৫৭২৩)

জিজ্ঞাসা (১০) : সালাতুল বিতর কি ওয়াজিব? আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে- বিতর না পড়লে ‘ইশার সালাত না-কি আদায় হয় না। তাদের এ বক্তব্য কি ঠিক? মেহেরবানী করে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-মো. আব্দুল্লাহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

জবাব : সালাতুল বিতর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব ঐ সালাতকে বলা হয়, যা অলসতাবশতঃ ছেড়ে দেয়া গর্হিত অপরাধ। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ গুরুতর অপরাধ নিয়ে সহজে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ জনৈক সাহাবী (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান- দিবারাত্র মোট পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয। এ ফরয সলাতের পর আর কোনো সলাত ফরয কি-না জানতে চাইলে নবী (ﷺ) বলেন : না। তবে যদি তুমি নফল সলাত আদায় করো, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। তখন লোকটি বলল : মহান আল্লাহর কসম! এই ফরযের উপর আমি কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কোনো কিছু কমও করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে নাজাত পেয়ে গেল।” (বুখারী- ৪৬; মুসলিম- ১১) উক্ত হাদীসে কিন্তু বিতর সলাতের কথা বলা হয়নি। কাজেই এ সলাত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া বিতর সলাত ওয়াজিব-এর পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহ কোনোটি য’ঈফ আবার কোনোটি মাওকুফ। (ইরওয়া- ৪১৭) আর যে কয়টি হাদীস মারফু’সূত্রে বর্ণিত, তা দ্বারা বিতর একটি সুন্নাত সলাত

সাব্যস্ত হয় মাত্র। তাই তো দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উটের পিঠে বসে বিতর আদায় করেছেন। (বুখারী- ৯৯৯; মুসলিম- ৭০০) সাভাবিক অবস্থায় কোনো ফরয বা ওয়াজিব সলাত আরোহীর উপর পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই বিতর সলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়।

জিজ্ঞাসা (১১) : মহিলারা মাসিক অবস্থায় মোবাইলের সাহায্যে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা আরবী কোনো দু’আ পড়তে পারবে কি? -নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : মাসিক অবস্থায় মহিলাদের কুরআন স্পর্শ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে। (মু’আত্তা- ১/১৯১ পৃ., আন নাসায়ী- ৪/৫৭ পৃ., আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া- ১/৩৬০ পৃ.)

তবে হাতমোজা, পরিচ্ছন্ন কাপড় কিংবা অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে আড়াল করে কুরআন স্পর্শ করা বৈধ। (মাজহু’ ফাতাওয়া বিন বায- ৬/৩৬০ পৃ.)

বর্তমানে মোবাইলের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা আরবী যে কোন দু’আ পড়া বৈধ। কারণ মোবাইলের মনিটর কুরআনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা কেবলমাত্র ভাসমান প্রতিচ্ছবি। আর উভয়ের মাঝে তো প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। (সৌদী ফাতাওয়া বোর্ড- ১/২০২ পৃ., ফাতাওয়া নং- ২৩৬০০) ওয়াল্লাহু ‘আলাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সাজদাহ করা কি নিষেধ? নিষেধ হলে সলাতের সাজদাহ, না-কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ, না-কি যে কোনো সাজদাহ?

-আব্দুল মোমেন, কোরপাই, কুমিল্লা।

জবাব : উক্ত সময় দু’টিতে কেবল সলাতের সাজদাহ করা নিষেধ। কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো সাজদাহ নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত সময়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এ সময়ে সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝে উদিত হয় এবং অন্ত যায়। আর কাফিররা এ সময়ে সূর্যকে সাজদাহ করে। (সহীহুল বুখারী- হা. ৮৩২)

উক্ত হাদীসে সলাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ করাকে সলাত বলা হয় না।

সুতরাং এ সময় সলাত ব্যতীত অন্য সাজদাহ করতে কোনো দোষ নেই। (ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৫২ পৃ.) ওয়াল্লাহু আ’লাম।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ইতিকারফকারী বাথরুম থেকে ফিরে ওযু করে মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল ওযু না-কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর সলাত আদায় করবে? না উভয় সলাত আদায় করবে? -আব্দুল কাদির, ইসলামপুর, জামালপুর।

জবাব : এমন ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে দুই সলাত আদায়ের প্রয়োজন নেই; বরং সে উভয় সলাতের নিয়তে দু’রাক’আত সলাত আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই সমস্ত কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

(সহীহুল বুখারী- হা. ১)

জিজ্ঞাসা (১৪) : মাগরিবের সন্মতের পরে ৬ রাক'আত সলাত আছে। আমার জানামতে তার নাম সলাতুল আওয়াবীন। এক অলোচনায় জানতে পারলাম এটা সলাতুল আওয়াবীন নয় তাহলে আমার প্রশ্ন এই সলাতের নাম কি? -সালেহা বেগম, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জবাব : আওয়াবীন শব্দটি আওয়াব শব্দের বহুবচন যার অর্থ- অনুগত। সূতরাং সলাতুল আওয়াবীন অর্থ অনুগত বান্দাদের সলাত। যার অপর নাম সলাতুয় যুহা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : সলাতুল আওয়াবীনের সময় হলো যখন উটনীর বাচ্চা রোদের তাপে বালু উত্তপ্ত হওয়ার কারণে ছুটাছুটি করে। (সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৮)

পক্ষান্তরে মাগরিব এবং 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ছয় রাক'আত সলাত যাকে সলাতুল আওয়াবীন বলা হয়ে থাকে এ মর্মে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার একটিও সহীহ নয়; বরং জাল ও ব'ঈফ। অতএব সলাতুয় যুহা-ই সলাতুল আওয়াবীন, যার সময় হলো সূর্যের তাপ শুরু হওয়া থেকে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত। **জিজ্ঞাসা (১৫) :** ওযু করার সময় ওযুর পানি অন্যজনের গায়ে লাগলে সে নাপাক হয়ে যাবে, এ কথা কি সঠিক?

-আমির হোসেন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : ওযু'র ব্যবহৃত পানি নাপাক কি-না এ বিষয়ে মতামত থাকলেও সঠিক কথা হলো নাপাক নয়। এ মর্মে একাধিক দলিল রয়েছে- রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওযু'র পানি সাহাবারি কিরাম গায়ে মাখতেন। (বুখারী- ১৮৭ ও ১৮৯) ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে নারী-পুরুষ একত্রে ওযু করতেন। (বুখারী- ১৯৩) অন্য বর্ণনায় এসেছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমরা নারী-পুরুষ একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে ওযু করতাম। (আবু দাউদ- ৮০, সহীহ) সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মায়মূনাহ (رضي الله عنها)'র গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন। (সহীহ মুসলিম- হা. ৩২৩)

অতএব ওযু'র ব্যবহৃত পানি অপরজনের গায়ে ছিটা পড়লে বা লাগলে সে নাপাক হবে না। ওয়াল্লাহু 'আলাম। **জিজ্ঞাসা (১৬) :** কবর যিয়ারতে সূরা আল-ফাতিহাহ একবার, সূরা আল-ইখলা-স তিনবার এবং দুর্রুদ একবার পড়া জায়িজ আছে কি-না জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম সেলিম, মুরাদ, লক্ষ্মপুর।

জবাব : কবর যিয়ারত করা শারী'আতসম্মত। কিন্তু কবরস্থানে তিলাওয়াত করা শারী'আতসম্মত নয়; বরং কবর যিয়ারতে সূরা আল-ফাতিহাহ, সূরা আল-ইখলা-স, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করা বিদ'আত। (আহকামুল

জানায়িম- ২৪১ ও ৩২৫ পৃ.) কবর যিয়ারতে হাদীসে বর্ণিত সালাম এবং একাকী দু'আ করতে অসুবিধা নেই। (সহীহ মুসলিম; আহকামুল জানায়িম- ২৩২ পৃ.) অনুরূপ দু'আর মাঝে দুরুদ পড়াতেও অসুবিধা নেই। কিন্তু আলাদাভাবে এতবার দুরুদ পড়তে হবে এমন নিয়ম নেই। ওয়াল্লাহু 'আলাম। **জিজ্ঞাসা (১৭) :** রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জানাযার সলাতে কে ইমাম ছিলেন এবং রাসূল (ﷺ)-এর জানাযা কিভাবে পড়া হয়েছে? জানিয়ে বাখিত করবেন।

-রাফি' ইসলাম, আলু বাজার, ঢাকা।

জবাব : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জানাযার সলাত সাহাবায়ে কিরাম পড়েছেন। সাহাবী সালিম ইবনু 'উবাইদ (رضي الله عنه) দীর্ঘ হাদীসে বলেন, "সাহাবীগণ দলবদ্ধভাবে ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাকবীর দিয়ে সলাত পড়ে বের হন, অতঃপর অপর দল ঘরে প্রবেশ করেন এবং সলাত পড়ে বের হন।" (শামায়েলে তিরমিযী- ৩৩৩, সহীহ, তাহক্বীকু : আলবানী) ইমাম ইবনু কাসীর (رحمته الله) বলেন, এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জানাযা সম্পন্ন হয়, যা ছিল পৃথক পৃথকভাবে। কোনো একক ইমামের নেতৃত্বে হয়নি। এ বিষয়ে সকলে একমত কোনো দ্বিমত নেই। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৫/২৭৮, আরো দ্র. হুজরাতুল্লাহী (رضي الله عنه) তারিখুহা ওয়া আহকামুহা- ৫২ পৃ.)

জিজ্ঞাসা (১৮) : সলাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও দুর্রুদ পড়ার পর সালামের পূর্বে কুরআন ও হাদীসের দু'আসমূহ ইচ্ছামতো পড়া যাবে কি? জানাবেন।

-রাসেদ খান, ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : হ্যাঁ, আপনি ফরয বা নফল সকল সলাতে সালামের পূর্বে ইচ্ছামতো কুরআন ও হাদীসের দু'আ পড়তে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর পছন্দমতো দু'আ পড়তে পারে। (বুখারী- ৮৩৫) **জিজ্ঞাসা (১৯) :** "তাওবার সলাত" বলতে কিছু আছে কি? থাকলে কিভাবে আদায় করতে হবে দয়া করে জানাবেন?

-আব্দুল আলিম, দিনাজপুর।

জবাব : সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : কোনো ব্যক্তি অপরাধ করার পর পবিত্র হয়ে সলাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেদেন। অতঃপর সূরা আ-লি-'ইমরান-এর ১৩৫ নং আয়াত পাঠ করেন। আল্লাহ বলেন : "আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না।" (আবু দাউদ- হা. ১৫২১; আত্ তিরমিযী- হা. ৪০৬; ইবনু মাজাহ- হা. ১৩৯৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩২৪। হাদীসটির সনদে কিছু সমস্যা থাকলেও একাধিক সাক্ষ্য থাকায় শাইখ আলবানী (رحمته الله) সুন্নাহ আবু দাউদে সহীহ ও অন্যত্র হাসান বলেছেন। বিশেষ করে আয়াতের সাক্ষ্য থাকায় বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ও 'আমলযোগ্য।)

অতএব আয়াত ও হাদীস হতে প্রতিয়মান হয় যে, অপরাধ ঘটে যাওয়ার পর- অপরাধ হতে মুক্ত হয়ে, সুন্দরভাবে ওয়ূ করে একাধিতার সাথে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সোচ্ছায় অপরাধে পুনরায় লিপ্ত হবে না, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। এটাই তাওবার সলাত বলে পরিচিত।

জিজ্ঞাসা (২০) : সলাতে তাশাহুদের বৈঠকে শুধু “আত্তাহিয়্যাতু” পড়ার সময় শাহাদত আঙ্গুল নাড়াতে হবে, না দুরুদ ও দু'আ মাসূরা পর্যন্ত নাড়াতে হবে? দলিলসহ জানাবেন। -খাদিজা আক্তার, হিলি, দিনাজপুর।

জবাব : এ মর্মে সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাশাহুদের বৈঠকে বসতেন, তখন হাত দু'টি দু'হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল অর্থাৎ- শাহাদাত আঙ্গুল তুলে রাখতেন এবং (فدعا بها)-এর মাধ্যমে দু'আ করতেন। (মুসলিম- ৫৮০) অতএব শাহাদাত আঙ্গুল তুলে রাখা, ইশারা করা, নাড়াচাড়া করা ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ বৈঠকে দু'আ চলবে। শুধু “আত্তাহিয়্যাতু” বলার সময় সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুরুদ ও দু'আ মাসূরাসহ বৈঠকের শেষ পর্যন্ত চলবে। এটাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সূনাহ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (২১) : আমাদের সমাজে বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে নবজাতকের কপালে কালো টিপ দেয়া অথবা গলায়, হাতে বা মাজায় কালো সূতা বাধার প্রচলন দেখা যায়। ইসলামের বিধান কি? এবং আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুল কারীম, জয়পুরহাট।

জবাব : মুসলিম ব্যক্তি নিজে অথবা সন্তানকে বিপদাপদ হতে মুক্ত রাখার জন্য একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করবে। নিজে অথবা সন্তানকে সুরক্ষার জন্য, বিপদ মুক্তির জন্য কপালে কালো টিপ দেয়া, হাতে বা মাজায় কালো সূতা বাধা অমুসলিম মুশরিকদের কাজ বা কালচার। এসব বিপদ হতে রক্ষাকারী বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা শির্ক। রাসূল (ﷺ) বলেন, «مَنْ عَلَّقَ تَيْمَمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»।

যে ব্যক্তি তাবিজ-কবজ শরীরে ঝুলাবে বা বাধবে সে শির্ক করবে। (আহমাদ- হা. ১৭৪৫৮; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৪৯২) একজন মুসলিম নর-নারী নিজের জন্য বা সন্তানের জন্য সর্বদায় আল্লাহরই দ্বারস্থ হবে। সকাল-সন্কার দু'আ এবং ঘরে প্রবেশ-বাহির ও কোনো স্থানে অবতরণের দু'আ পাঠের মাধ্যমে বিপদ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সকল প্রকার শির্ক কর্ম ও কুসংস্কার হতে আমরা বিরত থাকব এবং অন্যদেরকেও সঠিক শিক্ষা দিয়ে বিরত রাখার চেষ্টা করব এটাই আমাদের করণীয়।

জিজ্ঞাসা (২২) : তাহাজ্জুদ সলাত শেষে বিতর পড়ার আশায় যদি ফজর হয়ে যায় অথবা ফজরেও বিলম্ব হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে কি করা উচিত? দলিলসহ জানাবেন।

-আমেনা আক্তার, কবুরহাট, কুষ্টিয়া।

জবাব : যদি অনিচ্ছাবসত অসুস্থতা বা গভীর ঘুমের কারণে ফজরের পূর্বে বিতর পড়তে না পারে। তাহলে ঘুম হতে জাগার সাথে সাথে ফজরের পূর্বে বিতর সলাত পড়তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيَصِلْ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَهُ»।

যে ব্যক্তি ঘুমে থাকায় অথবা ভুলে যাওয়ায় বিতর সলাত পড়তে পারেনি, সে যখন সকালে জাগবে অথবা স্মরণ হবে তখনই যেন বিতর সলাত পড়ে নেয়। (আবু দাউদ- হা. ১৪৩১; আত্ তিরমিযী- হা. ৪৬৫; ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৮৮, সহীহ) আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর সলাত না পড়ায় ফজর হয়ে যায় তাহলে তার বিতর পড়ার কোনো সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُؤْتِرْ، فَلَا وَتِرَ لَهُ»।

যে ব্যক্তি ফজর করে ফেলেছে অথচ বিতর সলাত পড়েনি তার বিতর পড়ার সুযোগ নেই। (ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ১০৯২; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ২৪০৯; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ্- ১/৩৯৪ পৃ.)

অনুরূপ অসুস্থতা বা গভীর ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ বা বিতর সলাত ছুটে গেলে কাযা আদায় করা যায়। উম্মুল মু'মিনিন 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন, নবী (ﷺ)-এর অসুস্থতা বা ঘুমের কারণে রাতের সলাত ছুটে গেলে দিনের বেলা (মধ্যাহ্নের পূর্বে) বারো রাক'আত সলাত পড়তেন। (মুসলিম- ৭৪৬)

এতে প্রমাণিত হয় এ সময় তাহাজ্জুদ ও বিতর কাযা পড়া যায়, বিশেষ করে যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে অভ্যস্ত তাদের জন্য সুব্যবস্থা। তবে বেজোড় সলাত জোড় সংখ্যা হতে হবে। অর্থাৎ- এক হলে দুই, তিন হলে চার, পাঁচ হলে ছয়, এগার হলে বারো। এটাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সূনাহ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (২৩) : বিদ'আত করলে 'আমল কি নষ্ট হয়ে যায়? হাদীস দ্বারা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাকীল আহমদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»।

যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে (ইসলামে) নতুন কিছু আবিষ্কার (বিদ'আত) করে যা তাতে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যাত। কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। (সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৪৬৭)

এতে স্পষ্ট যে বিদ'আতপূর্ণ 'আমল কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না, যতই সুন্দর ও ব্যয়বহুল হোক না কেন। আল্লাহ বলেন, “বলো, আমি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা ‘আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করেছে যে তারা ভালো কাজই করেছে।” (সূরা আল কাহফ : ১০৩-১০৪)

সাহাবী আনাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন :
 إِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدَعْوَةٍ حَتَّى يَدْعَ بِدَعْوَتِهِ.

“আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার বিদ'আতীর তাওবাহ্ প্রত্যাখ্যান করেন যতক্ষণ না বিদ'আত বর্জন করে।” (সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব- হা. ৫৪; সহীহাহ্- হা. ১৬২০)

সূত্রাং বিষয়টি খুবই ভয়াবহ। বিদ'আতীর বিদ'আত পূর্ণ 'আমলতো প্রত্যাখ্যানযোগ্য, উপরন্তু বিদ'আতে লিপ্ত থাকলে তার কোনো তাওবাহ্ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল প্রকার বিদ'আত থেকে মুক্ত হবার তাওফীক দান করুন -আমীন।
জিজ্ঞাসা (২৪) : নবী (ﷺ)-কে হাবীবুল্লাহ বিশেষণে সম্বোধন করার হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনিস মুন্সি, ভোলাহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ।

জবাব : হাবীবুল্লাহ অর্থ মহান আল্লাহর প্রিয় ও বন্ধু। নবী (ﷺ) মহান আল্লাহর প্রিয় ও বন্ধু এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন- অন্যান্য ঈমানদার ব্যক্তিরও মহান আল্লাহর হাবীব বা প্রিয় ও বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে নবী (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার শুধু প্রিয় ও বন্ধু নন; বরং তিনি অধিক বা সর্বাধিক প্রিয় ও বন্ধু যার আরবী শব্দ خَلِيلٌ। অতএব হাবীব (خَبِيبٌ)-এর চেয়ে উচ্চমানের মর্যাদার বিশেষণ হলো খলীল (خَلِيلٌ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا».

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে খলীল (অধিক প্রিয় বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যেমন- ইব্রাহীম (عليه السلام)-কে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।” (ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪১, মাওযু')

সকল নবী-রাসূলের মাঝে দু'জন হলেন মহান আল্লাহর খলীল। ইব্রাহীম (عليه السلام) এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আর বাকী সকলেই হাবীব।

সূত্রাং মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে খলীল বিশেষণ না দিয়ে হাবীব বিশেষণ দেয়া তার জন্য মানহানীকর। অতএব নবী (ﷺ)-এর সম্মানজনক বিশেষণ হবে খলীল, এটাই তাঁর জন্য উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। জেনে বুঝে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন হাবীব বিশেষণ দিয়ে সম্বোধন করা অবশ্যই অন্যায়-অপরাধ। ওয়াল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (২৫) : প্রাণীজগতের ছবি সম্পন্ন কাপড় পরিধানের হুকুম দলিলসহ জানাবেন।

-আব্দুল্লাহ ওমর, চকবাজার, ঢাকা।

জবাব : প্রাণী জগতের ছবি সম্পন্ন কাপড় পরিধান করা কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ».

“যে ঘরে ছবি মূর্তি রয়েছে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।” (সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৫৮)

অতএব প্রাণীজগতের ছবি সম্পন্ন কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ওয়াল্লাহু আলাম।

قصيدة / কবিতা

কেব মুসলিমে গোত্র বিভেদ?

ফয়সাল আহমেদ রিমু*

মুসলিম হয়ে জন্ম নিয়েছি মোরা,

শান্তির নীড় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

সেই মুসলিমদের ভিতরে দেখি গোত্র বর্ণ বৈষম্য।

একি হলো হায়, মুসলিমদের গোত্র প্রথায়।

জানি না কবে দূর হবে এই ভাত কুসংস্কার।

আবার ম্যাভেলিফ, মার্শিনলুথার হয়ে আসুন কেউ পৃথিবীতে,

যেমন করেছিলেন বর্ণ বিভেদ,

আবার করুন গোত্র বিভেদ।

আবার আসুন হে পৃথিবীর মহানায়ক!

এই ভণ্ড সমাজ সংসারে।

দাঈ*, ফকির, খান, চৌধুরী, মণ্ডল আরো কত কী গোত্র প্রথা,

করেছে তারা বিভক্ত।

নিম্ন গোত্র বিবাহ বন্ধনে,

মুর্থ জাতি করে না আহার ভোজন।

যদি কোনো সমাজের ধাত্রী বিভেদ মুছতে করে জলপান,

মুর্থ জাতি জুরি বোর্ড করে আটক মঞ্চগয়েত।

এই যদি হয় মুসলিম জাতি,

তাহলে ছড়িয়ে পড়বে কী শান্তির বাণী।

আবদ্ব হয়ে আসুন জনতা বিভেদ মুক্তি দিয়ে,

সমাজে ছড়িয়ে দিন শান্তির নহরে।

* পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক, জমঙ্গয়ত শুকবানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মাদারগঞ্জ উপজেলা শাখা, জামালপুর ও বি. এ. অনার্স (বাংলা), আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি :

হেরাত জামে মসজিদ –আব্দুল মোহাইমেন সাআদ

আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক নগরী হেরাত বহু শতাব্দী ধরে মধ্য এশিয়া, পারস্য ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সংযোগস্থল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক এবং বাণিজ্যিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই নগরীর কেন্দ্রভাগে অবস্থিত হেরাত জামে মসজিদ আফগানিস্তানের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম জামে মসজিদগুলোর একটি। সময়ের প্রবাহে একের পর এক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এই মসজিদ আজও তার ঐতিহাসিক কাঠামো এবং গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, হেরাত জামে মসজিদের স্থানে বহু আগে থেকেই ধর্মীয় উপাসনাকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে প্রথম মসজিদ স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে গজনভী ও খাওয়ারিজমীয় শাসকদের আমলে মসজিদটি সম্প্রসারিত হলেও ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে তা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে ঘুরিদ শাসকদের হেরাত দখলের পর মসজিদটির একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঘুরিদ শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হেরাত জামে মসজিদের নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামোর ওপর এবং আশপাশের জমি যুক্ত করে একটি বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন এবং ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটির কাজ শেষ হয়। এই সময়েই মসজিদের সঙ্গে একটি মাদরাসা সংযুক্ত করা হয়। ঘুরিদ আমলের ইটনির্মিত কাঠামো আজও মসজিদের মূল ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে।

১২২১ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মঙ্গোল আক্রমণে হেরাত বিপর্যস্ত হলে মসজিদটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে কার্ত শাসকদের আমলে ধীরে ধীরে সংস্কার শুরু হয়। ১৩৬৪ খ্রিষ্টাব্দের এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আবার মসজিদকে প্রায় ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত করে। কার্ত যুগের স্মারক

হিসেবে মসজিদ প্রাঙ্গণে বর্তমানে সংরক্ষিত রয়েছে একটি বিশাল ব্রোঞ্জের পানির পাত্র, যা ১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। হেরাত জামে মসজিদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তিমুরিদ শাসনামল। সুলতান শাহরুখ এবং পরবর্তীতে সুলতান হুসাইন বাইকারার সময় মসজিদে ব্যাপক সংস্কার ও অলংকরণ করা হয়। এই সময়েই মসজিদের আঙিনার চারপাশে রঙিন কাশিকারি টাইলস, মার্বেলের মিহরাব এবং সুসজ্জিত মিনবার যুক্ত করা হয়। তিমুরিদ আমলেই মসজিদ তার নান্দনিক সৌন্দর্যের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছায়।

মোগল ও সাফাভি যুগে হেরাতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ফলে মসজিদ আবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আফগান শাসকদের সময়ে মূলত বিদ্যমান কাঠামো সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ চালানো হয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে মসজিদটির সবচেয়ে বড় সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৪০-এর দশক থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বর্তমান অবয়ব গড়ে ওঠে। এই সময় নতুন প্রবেশদ্বার, মিনার এবং প্রশস্ত আঙিনা নির্মাণ করা হয়। স্থাপত্যগত দিক থেকে হেরাত জামে মসজিদ একটি চার-ইওয়ান পরিকল্পনার ওপর নির্মিত। প্রায় ২১,৬০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই মসজিদে রয়েছে চার শতাধিক গম্বুজ, বারোটি মিনার এবং বিস্তৃত কেন্দ্রীয় আঙিনা। ইট, পাথর, মার্বেল ও রঙিন টাইলের ব্যবহারে এর নির্মাণশৈলী গড়ে উঠেছে। ঘুরিদ আমলের কুফি লিপি ও তিমুরিদ অলংকরণ-দুই ধারার নিদর্শনই এখানে দৃশ্যমান।

সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় মসজিদ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। একুশ শতকে এসে পুনরায় ছাদ ও দেয়ালের সংস্কার করা হয় এবং পুরনো অলংকরণের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়, যা বর্তমানে সংরক্ষিত। আজ হেরাত জামে মসজিদ আফগানিস্তানের ইতিহাস, স্থাপত্য ও নগরজীবনের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার একটি জীবন্ত দলিল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিবর্তিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যেও এই মসজিদ তার ঐতিহাসিক পরিচয় বহন করে চলেছে।

বাংলাদেশ জমদ্বয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	১. কালেমা তাইয়েবা, ২. আহলে হাদীস পরিচিতি, ৩. নবুওয়্যাত মুহাম্মাদী, ৪. সিয়ামে রমাযান, ৫. তারাবীহ, ৬. ঈদে কুরবান, ৭. তিন তালাক প্রসঙ্গ, ৮. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৯. মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
০২	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
০৩	১. বুলুগল মারাম, ২. কিতাবুল কাবায়ির	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুর রহমান
০৪	নূরুল ঈমান	মূল : মাওলানা আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী
০৫	নবুওয়্যাতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ
০৬	সহীহ আল-কালিমুত তাইয়্যিব	শাইখ মুহাম্মদ নাসেরু-দ-দীন আল-আলবানী
০৭	অভিভাষণ	এ. এস. এম রফিকুল ইসলাম
০৮	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (رحمته) র জীবনী	ড. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
০৯	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন

বাংলাদেশ জমিদ্বয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ফেব্রুয়ারি মাসের সলাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০৩
০২	০৫ : ২২	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৩
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১৩	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৪
০৪	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৭	০৭ : ০৪
০৫	০৫ : ২১	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৭	০৫ : ২০	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৬
০৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
০৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৫	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১০	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১১	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৯
১৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৯
১৪	০৫ : ১৬	০৬ : ৩২	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ১০
১৫	০৫ : ১৬	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৪	০৭ : ১০
১৬	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৪	০৭ : ১১
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩০	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৮	০৫ : ১৪	০৬ : ২৯	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
১৯	০৫ : ১৩	০৬ : ২৯	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২০	০৫ : ১৩	০৬ : ২৮	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২১	০৫ : ১২	০৬ : ২৭	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২২	০৫ : ১১	০৬ : ২৬	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৩	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৪	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৫	০৫ : ০৯	০৬ : ২৪	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৩	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৫
২৭	০৫ : ০৭	০৬ : ২২	১২ : ১২	০৩ : ৩২	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
২৮	০৫ : ০৭	০৬ : ২১	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০১	০৭ : ১৬

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.	(-) ০০ মি. ৩০ সে.
০৩	গাজীপুর	(-) ০০ মি. ০৬ সে.	(-) ০০ মি. ১৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
০৫	নরসিংদী	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.	(-) ০২ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(-) ০৭ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.
২০	খাগড়াছড়ি	(-) ০৭ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ১২ সে.
২১	বান্দরবন	(-) ০৮ মি. ০৬ সে.	(-) ০৬ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(-) ০৭ মি. ১৮ সে.	(-) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৩	নোয়াখালী	(-) ০৩ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ১৮ সে.
২৪	ফেনী	(-) ০৪ মি. ৩০ সে.	(-) ০৩ মি. ৩৬ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(-) ০২ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ১৮ সে.
২৬	কুমিল্লা	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০০ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
২৭	চাঁদপুর	(-) ০১ মি. ৩০ সে.	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.
২৮	বি. বাউরিয়া	(-) ০২ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০৬ সে.
২৯	সিলেট	(-) ০৫ মি. ৩০ সে.	(-) ০৬ মি. ৪২ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৪৮ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(-) ০৫ মি. ১৮ সে.	(-) ০৬ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(-) ০৪ মি. ২৪ সে.
৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.
৪৪	বালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
৪৮	ভোলা	(-) ০০ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ৩৬ সে.
৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
৫২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

রামায়ান ১৪৪৭ হিজরি/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের সাহরী ও ইফতারের সময়সূচী (ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহরীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামায়ান	ফেব্রুয়ারি/মার্চ			
০১	১৯ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০৫.১৩	০৫.৫৬
০২	২০ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০৫.১২	০৫.৫৭
০৩	২১ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	০৫.১২	০৫.৫৮
০৪	২২ ফেব্রুয়ারি	রবিবার	০৫.১১	০৫.৫৮
০৫	২৩ ফেব্রুয়ারি	সোমবার	০৫.১০	০৫.৫৮
০৬	২৪ ফেব্রুয়ারি	মঙ্গলবার	০৫.০৯	০৫.৫৯
০৭	২৫ ফেব্রুয়ারি	বুধবার	০৫.০৯	০৫.৫৯
০৮	২৬ ফেব্রুয়ারি	বৃহস্পতিবার	০৫.০৮	০৬.০০
০৯	২৭ ফেব্রুয়ারি	শুক্রবার	০৫.০৭	০৬.০০
১০	২৮ ফেব্রুয়ারি	শনিবার	০৫.০৬	০৬.০১
১১	০১ মার্চ	রবিবার	০৫.০৫	০৬.০২
১২	০২ মার্চ	সোমবার	০৫.০৫	০৬.০২
১৩	০৩ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫.০৪	০৬.০৩
১৪	০৪ মার্চ	বুধবার	০৫.০৪	০৬.০৩
১৫	০৫ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৫.০৩	০৬.০৩
১৬	০৬ মার্চ	শুক্রবার	০৫.০১	০৬.০৪
১৭	০৭ মার্চ	শনিবার	০৫.০০	০৬.০৪
১৮	০৮ মার্চ	রবিবার	০৪.৫৯	০৬.০৫
১৯	০৯ মার্চ	সোমবার	০৪.৫৮	০৬.০৫
২০	১০ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪.৫৭	০৬.০৬
২১	১১ মার্চ	বুধবার	০৪.৫৬	০৬.০৬
২২	১২ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪.৫৫	০৬.০৭
২৩	১৩ মার্চ	শুক্রবার	০৪.৫৪	০৬.০৭
২৪	১৪ মার্চ	শনিবার	০৪.৫৩	০৬.০৮
২৫	১৫ মার্চ	রবিবার	০৪.৫২	০৬.০৮
২৬	১৬ মার্চ	সোমবার	০৪.৫১	০৬.০৮
২৭	১৭ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪.৫০	০৬.০৯
২৮	১৮ মার্চ	বুধবার	০৪.৪৯	০৬.০৯
২৯	১৯ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪.৪৮	০৬.০৯
৩০	২০ মার্চ	শুক্রবার	০৪.৪৭	০৬.১০

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাইন্ডার ও সলাত টাইম-এর সমন্বিত সময় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহরীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (-) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহরীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহরীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(-) ০১ মি. ০০ সে.	(-) ০১ মি. ০০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৪ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ১৮ সে.
০৩	গাজীপুর	(-) ০০ মি. ০০ সে.	(-) ০১ মি. ০০ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৩ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ২৪ সে.	(+) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫২ সে.
০৫	নরসিংদী	(-) ০১ মি. ০০ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(-) ০১ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(-) ০১ মি. ০০ সে.	(-) ০২ মি. ৪২ সে.	৪০	কুমিল্লা	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৮ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	৪৩	বরিশাল	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০০ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০১ মি. ১৮ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	০০ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৪২ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০০ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ২৪ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ১৮ সে.	৪৬	পটুয়াখালী	(-) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(-) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.	৪৭	বরগুনা	(-) ০০ মি. ১২ সে.	(-) ০২ মি. ২৪ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	৪৮	ভোলা	(-) ০২ মি. ০৬ সে.	(-) ০০ মি. ০৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(-) ০৬ মি. ৩০ সে.	(-) ০৪ মি. ৩৬ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০৯ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(-) ০৭ মি. ০০ সে.	(-) ০৫ মি. ১২ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ০৭ সে.
২০	খাগড়াছড়ি	(-) ০৭ মি. ৪২ সে.	(-) ০৫ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০৬ সে.	(+) ০৫ মি. ০৪ সে.
২১	বান্দরবান	(-) ০৮ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ০০ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৩ মি. ০০ সে.
২২	কক্সবাজার	(-) ০৮ মি. ৩০ সে.	(-) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(-) ০৪ মি. ১২ সে.	(-) ০৩ মি. ৫৪ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ০৩ সে.
২৪	ফেনী	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	(-) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(-) ০৩ মি. ১২ সে.	(-) ০১ মি. ৪৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৭ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৯ সে.
২৬	কুমিল্লা	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৯ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০৭ সে.
২৭	চাঁদপুর	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ০৬ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ১০ মি. ০০ সে.	(+) ০৪ মি. ০২ সে.
২৮	বি. বাউন্ডিয়া	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	(-) ০৩ মি. ৪২ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(-) ০৫ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ৪৮ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০৩ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	(-) ০৫ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(-) ০৫ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ৩০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ১৮ সে.	(-) ০৪ মি. ১৮ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০০ সে.

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি-২০২৬ মাসের সময় অনুযায়ী।

কুইজ প্রতিযোগিতা!

কুইজ প্রতিযোগিতা!!

আসন্ন রমায়ানুল মুবারক উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা

বর্ষ : ৬৭, সংখ্যা : (১৯-২০) থেকে (২৫-২৬) মোট ০৪টি সংখ্যা

কুইজ প্রতিযোগিতার শর্তাবলী

- এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদান করতে হবে না। তবে নির্ধারিত ০৪টি সংখ্যা ১৫ ফেব্রুয়ারি-২৬-এর মধ্যে অর্ডার করতে হবে। অর্ডারের জন্য যোগাযোগ- ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, ০১৮৬৪১৩১৫১৮।
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সাপ্তাহিক আরাফাত ও জমঈয়ত শুক্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ফেসবুক পেজে প্রকাশিত গুগল ফরম পূরণ করতে হবে।
- পবিত্র রমায়ানুল মুবারক উপলক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নগুলো সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৭ বর্ষের (১৭-১৮) সংখ্যা থেকে (২৩-২৪) সংখ্যা পর্যন্ত মোট ০৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।
- প্রতিটি সংখ্যার শুরুতে মণির খনি বিভাগে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস প্রদান করা হবে। মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করলে কুইজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় করা সম্ভব হবে।
- প্রতিযোগীকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য পৃথকভাবে উত্তরপত্র প্রস্তুত করতে হবে এবং একই ব্যক্তির একাধিক উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট বা ভুল তথ্যসংবলিত ফরম বাতিল বলে গণ্য হবে।
- পত্রিকায় প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ফরমের নির্ধারিত অংশটি যথাযথভাবে ছিঁড়ে প্রতিটি উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। পৃথক সাদা কাগজে স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হস্তাক্ষরে উত্তর লিখে পাঠাতে হবে।
- চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত সকল কুইজের উত্তর একসাথে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৫ এপ্রিল-২০২৬-এর মধ্যে ডাকযোগে অথবা সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আরাফাতের বিপণন বিভাগে পৌছাতে হবে। প্রত্যেক সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফরম ঐ সংখ্যার উত্তরপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক।
- প্রতিযোগিতার চারটি সংখ্যার মধ্যে কোনো একটি সংখ্যায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীকে চূড়ান্ত প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।
- কুইজ মূল্যায়ন, বিজয়ী নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বলে গণ্য হবে।
- বিজয়ীদের নাম ও পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে সাপ্তাহিক আরাফাত-এ প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে কোনো প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে প্রতিযোগিতার যেকোনো শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ

প্রথম পুরস্কার	:	১ জন- ১৫,০০০/- টাকা।
দ্বিতীয় পুরস্কার	:	২ জন- প্রত্যেককে ৭,০০০/- টাকা।
তৃতীয় পুরস্কার	:	৩ জন- প্রত্যেককে ৫,০০০/- টাকা
সান্ত্বনা পুরস্কার	:	১০০ জন বিশেষ উপহার।

রমায়ানুল মুবারক আমাদের আহ্বান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আলহামদু লিল্লাহ। অব্যাহত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাকুওয়া অর্জন ও কুরআন নাযিলের মাস রমায়ানুল মুবারক। ‘আমলে সলেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় ‘আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। ‘ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাকার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাকুওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ’র দা’ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সম্বলিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আলহামদু লিল্লাহ। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাতুল্লাহ) মডেল মাদরাসা’র শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতঃমধ্যে চালু করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ-এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহাম দুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা এবং একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপিটাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ি-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় ‘জমঈয়ত টাওয়ার’ নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র ‘সাপ্তাহিক আরাফাত’ ও ‘মাসিক তর্জুমানুল হাদীস’ সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত ‘বাংলাদেশ আহলে হাদীস তালীমী বোর্ড ঢাকা’-এর কার্যক্রম ও গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রমায়ানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ্-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনারা দীর্ঘদিন যাবত আন্তরিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ যাযাকুমুল্লাহ খায়রান। আশা করি এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনারদের দানের হাত- বিশেষভাবে জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ সদাকায় জারিআহ অব্যাহত রাখবেন ইন শা-আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলা আমাদের সৎ ‘আমলসমূহ কবুল করুন আমীন।

মা’আসসালামাহ- আপনারদের সার্বিক কল্যাণ কামনায়

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণের ঠিকানা

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	বিকাশ পার্সোনাল : (হিসাবরক্ষক) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১
জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড ২০৫০১৭৯০২০১৬৯০৭০৯ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	বিকাশ মার্চেন্ট (কল্যাণ ফান্ড) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২	নগদ মার্চেন্ট (কল্যাণ ফান্ড) ০১৯৩৩ ৩৫ ৫৯০২

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি ঢাকা-১২০৪। ① +৮৮০২২২৪৪৫৮৫৫১, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

২০০৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন হজ্জ ও ওমরা সেবায়
বিশ্বস্ত একটি নাম, আমরা আছি আপনার পাশে



২০২৬ সালের

হজ্জ

বুকিং চলছে

- ▶ সহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে হজ্জের সফরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- ▶ হজ্জ ফ্লাইট চালুর প্রথম ২/৩ দিনের মধ্যেই ফ্লাইট প্রদানের নিশ্চয়তা।
- ▶ সহীহ সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণ হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা।
- ▶ হজ্জ সফরে একাধিক অভিজ্ঞ আলেমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাসআলা প্রদান।

সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড টুরস

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ওমরা ও ট্রাভেলস এজেন্ট

হজ্জ লাইসেন্স নং: ১১৫৫

সত্বাধিকারী: মোঃ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী

ATAB 



যেকোন প্রয়োজনে কল করুন

01713 495348



অফিস: সুইট ৩০৫/বি, ৪৮ এবি, পুরানা পল্টন
বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্না ল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক



হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা
প্রদানের মানসিকতা নিয়ে
আপনার কাজিত স্বপ্ন
হজ্জ পালনে আমরা
আন্তরিকভাবে আপনার
পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর
হাজীদের ভালোবাসায়
আমরা সফলতা ও
সুনারের সাথে
পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী

মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ

কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়লাওয়াল জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- ❑ রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্জ পালন।
- ❑ সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- ❑ হজ্জ ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্জ ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- ❑ প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্জ গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- ❑ হারাম শরীফের সন্নিহিত প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেল থাকার সুব্যবস্থা।
- ❑ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- ❑ হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- ❑ খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।



মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস



সরকার অনুমোদিত হজ্জ, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্জ লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭ম তলা (লিফটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত